আবূ বকর আল-আজুররী রহ.

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ
অনূদিত

গুরাবা বিষয়ে রচিত সর্বপ্রথম স্বতন্ত্র গ্রন্থ *কিতাবুল গুরাবা* -এর বঙ্গানুবাদ

আবূ বকর আল-আজুররী রহ.

(মৃত্যু: ৩৬০ হিজরী)

অনুবাদ

সাইফুল্লাহ আল-মাহমুদ

সম্পাদনা

আবদুল্লাহ আল মাসউদ
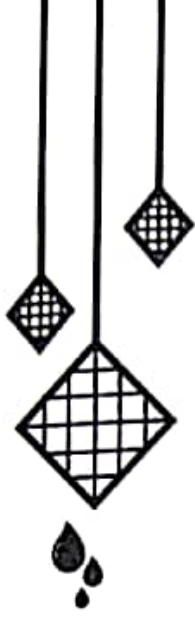
অর্পণ

প্রিয় বন্দিনী আফিয়া সিদ্দিকীকে—

এপারে নিঃসঙ্গ ও দুঃখ-সাগরে ভাসলেও

আশা করি—তিনি ওপারে

সঙ্গ ও সুখ-সাগরে ভাসবেন।

বিষয়সূচী

লেখকের জীবনবৃত্তান্ত

নাম ও বংশ

আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনু আবদুল্লাহ আল-আজুররী

উস্তাদ ও শাগরেদ

তার উস্তাদ ছিল অনেক। তার মধ্যে উল্লেখ্য হলো—আবু মুসলিম আল-কাজী, আবু শুয়াইব আল-হুরানী, আহমাহ ইবনু ইয়াহইয়া আল-হুরানী, জাফর ইবনু মুহাম্মাদ আল-ফারইয়াবী, মুফাদ্দাল ইবনু মুহাম্মাদ আল-জুনদী, আহমাদ ইবনু উমর ইবনু যানযাইহ আল কাত্তান রহিমাহুমুল্লাহ। তারা ছাড়াও আরও অনেক বিজ্ঞ আলেম থেকে তিনি ইলম অর্জন করেছেন।

তার শাগরেদও ছিল অনেক। তার মাঝে কতিপয় হলেন—আলী ইবনু বুশরান, আবদুল্লাহ ইবনু বুশরান, আলী ইবনু আহমাদ ইবনু উমর আল-মুকরী, মাহমূদ ইবনু উমর আল-আকবারী, আবু নুআইম আল ইসবাহানী রহিমাহুমুল্লাহুম প্রমুখ।

শিক্ষা-দীক্ষা

বাল্যকাল থেকেই তিনি বাগদাদে ইলম শিক্ষা করতে মনযোগ দেন। বাগদাদের বড় বড় শাইখদের থেকে তিনি ইলম ও আদব শিক্ষা করেন। এরপরে তিনি ৩৩০ হিজরীতে পবিত্র ভূমি মক্কায় চলে যান এবং সেখানেই বসবাস করতে শুরু করেন।

তার ব্যাপারে অন্যদের প্রশংসাবাণী

ইমাম খতীব আল-বাগদাদী রহিমাহুল্লাহু বলেন, 'তিনি সত্যবাদী ও নির্ভরযোগ্য। তার রচিত অনেক গ্রন্থাবলি রয়েছে।'

ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহু বলেন, 'তিনি একজন আমলকারী আলেম ছিলেন, প্রিয় নবীর হাদীসের অনুসারী ছিলেন।'

ইমাম ইবনু কাছির রহিমাহুল্লাহু বলেন, 'দ্বীনের ব্যাপারে তিনি একজন সত্যবাদী আলেম ছিলেন।'

ইমাম ইবনু ইমাদ হাম্বলী রহিমাহুল্লাহু বলেন, 'তিনি একজন বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি অনেক কিতাবাদি রচনা করেছেন।'

লিখিত গ্রন্থাবলি

আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনু হুসাইন রহিমাহুল্লাহু অনেক কিতাবাদি রচনা করেন। তার লিখিত কিছু কিতাবের তালিকা দেওয়া হলো :—

১. আশ শারীয়াহ

২. আদাবু হামলাতুল কুরআন

৩. আখলাকুল উলামা

৪. কিতাবুন নাসীহা

৫. কিতাবুত তাওবা

৬. কিতাবুত তাহাজ্জুদ

৭. আখবারু উমর ইবনু আবদুল আযীয রহিমাহুল্লাহু

৮. কিতাবু তাহরীমি শাতরাঞ্জ ওয়াল মালাহী

এ-ছাড়াও তিনি আরও অনেক বই পত্র রচনা করেন।

মৃত্যু

আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন আল-আজুররী রাহিমাহুল্লাহু পবিত্র ভূমি মক্কাতুল মুকাররামায় ৩৬০ হিজরীর মুহাররাম মাসে ইন্তেকাল করেন।

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি এক ও অদ্বিতীয়; যিনি এ-জগত-সংসারের একচ্ছত্র অধিপতি। সৃষ্টির ক্ষুদ্র হতে বৃহৎ সব কিছুকেই বেষ্টন করে আছে প্রিয়তম প্রভুর সীমাহীন ভালোবাসা, দয়া ও রহমত। রাত-দিনের আবর্তনের প্রতিটি ক্ষণে আল্লাহর নিদর্শন প্রকাশ পায়। বিন্দু থেকে বিন্দু সব কিছুর ইলম সেই মহাজ্ঞানী প্রভুর আয়ত্তে রয়েছে। রাতের আঁধারে ছোট্ট পিপিলিকার পায়ের আওয়াজও তিনি শুনতে পান।

অগণিত দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, যাঁর নবুয়াতী আলোকধারায় এ পৃথিবী থেকে দূরীভূত হয়েছে সব ধরনের পাপ ও অন্ধকার, যাঁর পরশে মানব-জাতি খুঁজে পেয়েছে সফলতার সঠিক দিশা। শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পূত-পবিত্র পরিবারবর্গের প্রতি, তাঁর অনুসারীদের প্রতি এবং সৌভাগ্যশালী উম্মতের প্রতি—যারা সীমাহীন জুলুম-অত্যাচারের শিকার হয়েও বেছে নিয়েছেন প্রিয় নবীজির পথ-পন্থা, আঁকড়ে ধরে আছেন তাঁর অনুপম আদর্শ।

ধূসর এই দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা মানুষকে দুটি পথে বিভক্ত করেছেন—একটি 'গুরাবাদের পথ', অন্যটি 'বিত্তশীল ও খ্যাতিমানদের পথ'। রহস্যঘেরা দুনিয়াতে গুরাবাদের সব ইচ্ছা পূরণ হবে না বলেই আল্লাহ তাআলা জান্নাত নামের একটি উদ্যান তৈরী করে রেখেছেন তাদের জন্য। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে গুরাবা বানিয়েছেন, যাতে তারা এই দুনিয়া নামক অন্ধকারপথে হাঁটতে হাঁটতে নিজেকে হারিয়ে না ফেলে। এই দুনিয়ার সাময়িক সম্পদ, ঐশ্বর্য আর আভিজাত্যের ভিড়ে তারা যেন ভুলে না যায় মহান রবের কথা। এই দুনিয়ায় লোভের রঙিন চশমার ফ্রেমে বন্দি হয়ে ভুলে না যায়

আখিরাতকে—অনুসন্ধানী চোখ যেন গরিব হয়ে জন্মের রহস্য খোজে; অথচ আদৌ সে-রহস্য কেউ উন্মোচন করতে পারবে কি না, জানা নেই। আল্লাহর পরীক্ষায় সফলতা পেতেই আমাদের জন্ম হতে পারে! অনেক কিছুই হতে পারে। রহস্য অনাবৃত করতে আমরা ডুবি বিশুদ্ধতার অতলে—কখনো চিন্তায়, কখনো ধ্যানে কিংবা সর্বসীমানা পেরিয়ে। অবশেষে বিনাশ দুয়ারে ঠিক প্রয়োজনকালেই আল্লাহর ডাক এসে যায়—"আমি জানি, যা তোমরা জানো না।" [১]

এই তো দর্শন, এই তো জীবন, এই তো হাসি, এই তো খুশি; এটিই তো ধূসর দুনিয়া, যা মুমিনের জন্য কারাগারস্বরূপ। কারাবন্দি আর কী চাইতে পারে? চাওয়ার ক্ষমতা তার নেই। কেবল তা ব্যতীত, বিশ্ব প্রতিপালক যার ইচ্ছা করেন—চাইতে তো পারেন তিনিই। এই দুনিয়াতে 'গুরাবা' হলে কখনোই হতাশ হওয়া চলবে না। প্রকৃত ঈমানদারদের জন্য এই দুনিয়া কখনোই আনন্দদায়ক ছিল না। বারবার হোঁচট খেতে হবে, দুঃখ-কষ্ট-সমস্যায় জর্জরিত হতে হবে—এটিই নিয়ম।

ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহু বলেন, 'দুনিয়াটা মহান রবের কাছে নিতান্তই তুচ্ছের। তার প্রমাণ হলো, মহান রবের কাছে ঈমানদার মানুষ অনেক প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাকে অভুক্ত ও অনাহারী রাখেন। আর কুকুর দুনিয়াতে ইতর প্রানী হওয়া সত্ত্বেও তৃপ্তিসহকারে কুকুরের খাবারের ব্যবস্থা করেন।'

মানুষের জীবনে হাজারও কষ্ট থাকে, পাথরচাপা কষ্ট। বুকের মধ্যিখানে লুকিয়ে থাকে স্বপ্নভঙ্গের কষ্ট, অপূর্ণতার নিদারুণ কষ্ট। এই কষ্টগুলো বাকিরা দেখে না। একজন দেখেন, একজন জানেন। তিনি শুনতে পান—কষ্টের প্রতিটি শব্দ তিনি ভালো করেই শুনতে পান। আমার যত কষ্ট, আমার যত দুঃখ, আমি তাঁকেই সব বলব। নীরবে-নিভৃতে তাঁর সাথে আলাপন করব আমার বুকের জমানো ব্যথা নিয়ে। আমি তো গুরাবা, কেন দুনিয়ার লোকদের কাছে বলতে যাব! আমারও একটি দুঃখের কথা বলার আছে। কষ্টের সময়গুলো হাসিমুখে স্রষ্টার দাসত্ব করে যাওয়াই তো আমার সবর।

আমি বিশ্ব-জগতের মালিকের কাছে জীবন-সম্পদ বিক্রি করে দিয়েছি সেই কবেই—যে-দিন নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করেছি। আমি স্বপ্ন দেখি, আমার আমলনামা ডান হাতে পাওয়ার; বড় দামি সেই স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখি, সেই মানুষটার পাশে বসে একই

---

[১] সূরা বাকারা : ৩০

ঝরনার পানি পান করার, যিনি আমার জন্য অঝোরে কেঁদেছিলেন, যখন আমার কোনো অস্তিত্বই ছিল না; যাঁর চোখ-দুটো ভিজে উঠত প্রতিদিন কেবল আমার জন্য; আমার জন্য চিন্তা করতে করতে অন্তরটা আর্দ্র হয়ে যেত যাঁর—আমার খুব ইচ্ছে, ইয়াকুত পাথরের প্রাসাদে বসে এমন একটি মুখের দিকে দিকে তাকিয়ে থাকব, যাঁর মতো সুন্দর দুনিয়া ও আখেরাতে আর কেউ নেই, যাঁর তুলনা হয় না।

দরিদ্র আমি সে-দিনই ধনী হব, যে-দিন আমার প্রভু আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করবেন। সে-দিন এই ধূসর দুনিয়াতে আমার যত ব্যথা ছিল, তা আমি এক নিমিষেই মুছে ফেলব। আর প্রভুর দিকে তাকিয়ে প্রসন্ন হৃদয়ে এক চিলতে হাসি দিতে পারব।

প্রিয় পাঠক, *'গুরাবা'* নামক পুষ্পকাননের ভেতরে প্রবেশের পূর্বে অনেক কথাই বলে ফেললাম। আরও কিছু অনুভূতির কথা বলতে চাই। আসলে আমার হৃদয়ে সালাফদের প্রতি ভালোবাসার বীজ রুয়েছি অনেক আগেই। সালাফদের লেখাগুলোতে কেমন যেন একটা রুহানিয়াত খুঁজে পাই। সালাফদের বই-পুস্তকের ধরনগুলো খুবই ভালো লাগে আমার। কারণ, শুরুতে কুরআনুল কারীমের আয়াত, তারপরে হাদীসে রাসূল, আছারে সাহাবা, তাবেয়ীদের বক্তব্য ও অনেক বুযুর্গদের উক্তির সমাহার থাকে তাদের বই-পুস্তকে। এ-বইটিও সে-ধারার ব্যতিক্রম নয়; এটি আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন আল-আজুররী রাহিমাহুল্লাহু-এর আবেগজড়ানো মূল্যবান একটি সংকলন—যেটি *কিতাবুল গুরাবা* নামে প্রকাশিত হয়েছে এবং বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে। তাঁর রেখে-যাওয়া মুক্তোতুল্য সেই সম্পদেরই বাংলা অনুবাদ এখন, প্রিয় পাঠক, আপনার হাতে।

অনুবাদ করার ক্ষেত্রে আমি কিছু নীতিমালা অবলম্বন করেছি। সেগুলো পাঠক-সমীপে পেশ করছি :

১. মূল কিতাবে লেখক তার প্রতিটি বর্ণনার শুরুতে শিরোনাম ব্যবহার করেননি। কিন্তু আমি পাঠকের উপকারের প্রতি লক্ষ করে উপযোগী শিরোনাম উল্লেখ করে দিয়েছি, যাতে কোন বর্ণনাতে কী বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, তা সহজে পাঠকের বোধগম্য হয়।

২. বইটিতে উল্লেখিত আরবী কবিতাগুলো ভাষান্তরিত করার সময় পাঠকের উপকারের আবেদনে দু-চার শব্দ সংযোজন করে দিয়েছি। ফলে কোথাও মূল পাঠের সাথে

হুবহু নাও মিলতে পারে।

৩. ভাষান্তরিত বইটির উপস্থাপনা সরল করতে পূর্ণ সনদকে পরিহার করে কেবল শেষোক্ত জনের নামটিই রেখেছি।

গুরাবা পাঠের আমন্ত্রণ।

সাইফুল্লাহ আল-মাহমূদ

মীরহাজীরবাগ, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

সম্পাদকীয় ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর।

মানবজাতির দুনিয়ায় আগমনের একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে; তা হলো, আল্লাহ্ তাআলার ইবাদাত করার মাধ্যমে ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি লাভ করা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

> *"আর আমি কেবল আমার ইবাদাত করার জন্যই জিন ও মানুষদের সৃষ্টি করেছি।"* [১]

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

> *"যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে-ই সফলকাম।"* [২]

এই লক্ষ্য অর্জন করতে গিয়ে মানুষ দুনিয়ার বুকে নানারূপ বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়। অনেক ধরনের সমস্যা ও প্রতিকূলতার মুকাবিলা করতে হয় তাকে। সেজন্যই একজন মানুষের শুধু ঈমান আনয়ন করার মাধ্যমেই সফলতা অর্জিত হয়ে যায় না, বরং তাকে ঝাঁপ দিতে হয় সংগ্রামে। লড়াই করতে হয় নিজের নফস, শয়তান ও দুনিয়ার তৈরি করে দেওয়া কুপ্রথা, সামাজিক কুসংস্কার ও অন্যায়-অপরাধের বিরুদ্ধে। এটাই হলো আল্লাহর পক্ষ থেক আগত একজন মুমিনের জন্য পরীক্ষা।

---

[১] সূরা জিন : ৫৬

[২] সূরা আল-ইমরান : ১৮৫

আল্লাহ তাআলা এই বিষয়ে ইরশাদ করেন—

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

> *"মানুষ কি ধারণা করে, 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে এবং পরীক্ষা করা হবে না? আর আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। ফলে আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্য বলে এবং তিনি অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা মিথ্যাবাদী।"* [৩]

একজন মুমিন যখন দ্বীন পালনে সচেষ্ট হয়, তখন চারপাশ থেকে আপত্তি আর বিপত্তির তির ছুটে আসতে থাকে তার দিকে। সবাই তাকে বয়কট করা শুরু করে। তাকে দেখলে এড়িয়ে চলে। কথা বলতে গেলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। হাজারও মানুষের ভিড়ে সে যেন একাকী এক প্রাণী।

সময়ের দাঁড় টেনে দিন যত সামনে এগুচ্ছে, ততই যেন এই চিত্র প্রকট হচ্ছে আমাদের সমাজে, দুনিয়ার বুকে। স্কুল-কলেজ বা ভার্সিটিতে পড়া একটি ছেলে যখন দাড়ি রাখা শুরু করে, তখন বন্ধু-বান্ধব তো বটেই, অনেক সময় পরিবারের লোকেরাও তার দিকে বাঁকা চোখে তাকাতে শুরু করে। তার পাশে বসে না। তার কাছে ঘেঁষে না। অনেকে আবার এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বিভিন্ন কটু কথা শুনিয়ে দেয়। সুযোগ পেলে 'জঙ্গি' বলে টিপ্পনী কাটতে ভুল করে না— যেন সে দাড়ি রেখে মস্ত বড় কোনো অপরাধ করে ফেলেছে। এমনিভাবে একটি মেয়ে পর্দা করা শুরু করলে তাকেও পোহাতে হয় নানান রকম দুর্ভোগ। পাড়াপড়শি থেকে শুরু করে টিচাররা পর্যন্ত তাকে হেনস্তা করে অনেক সময়। বাজে মন্তব্য আর বিভিন্ন অমূলক সন্দেহের বুলেটে ঝাঁঝরা হতে হয় তাকে প্রতিনিয়ত। এটা আমাদের সমাজের নিত্য দিনের চিত্র। এই চিত্র দিন যত যাবে, তত গাঢ় হবে। তত বেশি অসহ্যকর হয়ে উঠবে। কিন্তু এতে খুব বেশি ব্যথিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ এমন পরিস্থিতিতে যারা নিজেদের দ্বীনকে আঁকড়ে ধরবে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য সান্ত্বনার বাণী রেখে গেছেন। তাদের জন্য করেছেন বিশেষ পুরস্কারের ঘোষণা।

তিনি বলেছেন, 'তোমরা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে

---

[৩] সূরা আনকাবুত : ২৯

থাকো। অবশেষে যখন তুমি (লোকদেরকে) কৃপণতার আনুগত্য, প্রবৃত্তির অনুসরণ, পার্থিব স্বার্থকে অগ্রাধিকার এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের মতামতের ব্যাপারে আত্মমগ্ন দেখতে পাবে এবং এমন সব গর্হিত কাজ হতে দেখবে, যা প্রতিহত করার সামর্থ্য তোমার নেই, এমন পরিস্থিতিতে তুমি নিজের বিষয়ে খেয়াল রাখবে আর সর্বসাধারণের চিন্তা ছেড়ে দেবে। কেননা তোমাদের পরে আসবে কঠিন ধৈর্য-পরীক্ষার যুগ। তখন ধৈর্যধারণ করাটা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতের মুঠোয় রাখার মতো কঠিন হবে। সেই যুগে কেউ নেক আমল করলে তার সমকক্ষ পঞ্চাশ ব্যক্তির নেক আমল তাকে দেওয়া হবে।' [৪]

দ্বীনের রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরার দরুন নিজের পরিবার-পরিজন, সমাজ-রাষ্ট্রসহ সবার কাছে অপাঙক্তেয় হয় যারা, ইসলামের পরিভাষায় তাদেরকেই বলা হয় গুরাবা। গুরাবা একটি আরবী বহুবচন শব্দ। এর একবচন হলো গরিব। গরিব শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে :—বিদেশি, প্রবাসী, আগন্তুক, মুসাফির, অপরিচিত ইত্যাদি। গুরাবার পারিভাষিক অর্থের মধ্যে এর শাব্দিক অর্থের সবগুলোই পুরোপুরি বা আংশিক পাওয়া যায়। কারণ, দ্বীনের জন্য যিনি সমাজের লোকদের থেকে বিভিন্ন বিড়ম্বনার শিকার হন, তিনি তাদের থেকে দূরে সরে যান বা তারাই তার থেকে দূরে সরে যায়। ফলে ওই দ্বীনদার ব্যক্তি তাদের কাছে বহিরাগত কোনো অপরিচিত আগন্তুকের মতোই হয়ে যান। দ্বীন পালনের অপরাধে (?) মানুষজনের কাছে অপাঙক্তেয় হয়ে ওঠার বিষয়টি অনেক ব্যাপক। যেহেতু দ্বীনের অনেক শাখা-প্রশাখা আছে। ফলে গুরাবার পরিচয়টিও অনেক সম্প্রসারিত। কিন্তু অনেকে মনে করেন, গুরাবা বলতে বোঝানো হয় শুধু আল্লাহর পথে লড়াইকারী মুজাহিদকে—এটি সঠিক নয়; গুরাবার অর্থ এই এক শ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যদিও একজন মুজাহিদ জিহাদের ফরয ইবাদত পালনের কারণে কিংবা একজন আলেম বা সাধারণ মুসলিম জিহাদের ভালোবাসা বুকে লালন করা ও জিহাদের বিস্মৃতপ্রায় আমলের কথা উম্মাহকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার কারণে সমাজের লোকদের থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে গুরাবার দলভুক্ত হয়ে উঠতে পারেন। অনেকে আবার মনে করেন, গুরাবা মানেই হলো যারা বন-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে কিংবা জনমানবশূন্য কোনো মরুভূমি বা নির্জন কোনো বিরান জায়গায় গিয়ে বসবাস করেন। দুনিয়ার লোকদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে একাকীত্বের পথ ধরেন। এটিও গুরাবার সঠিক পরিচয়ের

[৪] *আস-সুনান*, ইবনু মাজাহ : ৪০১৪; *আস-সুনান*, তিরমীযী : ৩০৫৮। এর সনদে কিছুটা দুর্বলতা আছে। তবে ধৈর্য বিষয়ক অংশটি অন্য দুই হাদীসের সমর্থন থাকায় প্রামাণিকতার পর্যায়ে উন্নীত।

প্রতিনিধিত্ব করে না। কারণ, এভাবে ভেবে নিলে গুরাবার অর্থ সংকীর্ণ হয়ে যায়। একজন মানুষ সমাজের লোকজনের সাথে বসবাস করেও গুরাবাদের দলভুক্ত হতে পারেন। লেখক উক্ত বইতে এক জায়গায় গুরাবার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে যে চিত্র এঁকেছেন, সেখান থেকেও আমরা প্রাথমিকভাবে গুরাবা সম্পর্কে একটি ধারণা অর্জন করতে পারি। তিনি বলেছেন, 'যখন একজন জ্ঞানী মুমিন—যাকে আল্লাহ তাআলা দ্বীনের বুঝ দিয়েছেন এবং নিজের দোষ-ক্রটি দেখার সুযোগ দিয়েছেন ও তাঁর সামনে মানুষের সার্বিক অবস্থা তুলে ধরেছেন, হক-বাতিল ও সুন্দর-অসুন্দরের মধ্যকার পার্থক্য করার শক্তি দিয়েছেন, সে সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ ও প্রবৃত্তিপূজারি এবং দুনিয়ার স্বার্থে পরকালের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনকারী ব্যক্তিদের সামনে সঠিক বিষয়ে আমল করাকে সে নিজের জন্য আবশ্যক করে নেবে; দুনিয়ার লোকেরা যখন দেখবে, কেউ তাদের কাজকর্মের বিপরীতে হাঁটছে, তখন সেটি তাদের জন্য কষ্টের কারণ হবে—ফলে তারা তার বিরোধিতায় উঠেপড়ে লাগবে, তার ছিদ্রান্বেষণে মত্ত হবে; সেই লোকের নিজের পরিবারের লোকেরাও তাকে নিয়ে চেঁচামেচি করবে, তার ভাই-বন্ধুরা তাকে নিয়ে উৎকণ্ঠিত হবে; মানুষজন তার সাথে লেনদেন করতে আগ্রহবোধ করবে না; প্রবৃত্তিপূজারি ও অসৎ লোকজন তার বিরোধিতায় নিমগ্ন হবে; যেহেতু সেসময় অধিকাংশ মানুষজনই ফেতনাগ্রস্ত ও গোমরাহিতে নিমজ্জিত হয়ে থাকবে, ফলে দ্বীন পালন করার স্বার্থে তাকে নিঃসঙ্গ হয়ে যেতে হবে; সমাজের বেশিরভাগ মানুষের জীবনাচার নষ্ট হয়ে যাবার কারণে লেনদেনের ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি একাকী হয়ে পড়বে; মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধ ও সঙ্গ বিনষ্ট হবার দরুন লোকদের সাথে মিলেমিশে বসবাস করার ক্ষেত্রে সে অসহায়ত্বের শিকার হবে—মোটকথা ইহজাগতিক ও পরকালীন প্রতিটি বিষয়ে নিঃসঙ্গ ও অসহায় হয়ে যাবে; চলার পথে সে এমন কোনো সহমর্মীকে খুজে পাবে না, যে তার দুঃখ বুঝবে; এমন কোনো সহযোগীর দেখা পাবে না, যার কাছে গিয়ে প্রাণ শীতল করবে—এমন ব্যক্তিই হলো গুরাবাদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, সে হবে অসৎ লোকদের ভিড়ে সততা অবলম্বনকারী, অজ্ঞ লোকদের মাঝে জ্ঞানের ঝাণ্ডাধারী, মূর্খ লোকদের ভেতর সহিষ্ণুতা ধারণকারী; সে হবে দুঃখ-ভারাক্রান্ত—খুব কমই আনন্দ-ফুর্তিতে লিপ্ত; কেমন যেন সে কারাবন্দি কোনো কয়েদি—অত্যধিক ক্রন্দনে ডুবে-থাকা ব্যক্তি। সে হবে অপরিচিত সেই মুসাফিরের মতো, যাকে কেউ চেনে না; কেউ তাকে সহমর্মিতা জানাতে আসে না, অচেনা লোকে তাকে দেখে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না।'

এই বইতে গুরাবার পরিচয়, প্রকার ও বৈশিষ্ট্যাবলি আরও বিশদভাবে পাঠকগণ জানতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ। গুরাবা বিষয়ে আমাদের অনেকের লালনকৃত কিছু ভুল ধারণা সংশোধনের জন্য এখানে শুধু প্রাথমিকভাবে অল্প কয়েকটি কথা তুলে ধরা হলো।

এই বইটি গুরাবা বিষয়ে রচিত সর্বপ্রথম স্বতন্ত্র কোনো বই। চতুর্থ শতকের বিখ্যাত আলেম আবূ বকর আল-আজুররী রাহ. এটি রচনা করেছেন। পাঠক বইটি পড়তে গিয়ে অনেক কবিতার মুখোমুখি হবেন। যারা সালাফদের বই-পুস্তকের সাথে কমবেশ পরিচিত, তারা জানেন যে, সালাফদের বইতে প্রচুর পরিমাণে কবিতার সমাহার দেখতে পাওয়া যায়। সেখান থেকে অনুমিত হয়, কবিতা তাঁদের কাছে ভালোরকম চর্চিত ছিল—না হয় তাদের বইতে এত এত কবিতার উপস্থিতি দেখা যাওয়ার কথা না। আমরা এখানে কবিতা প্রসঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সালাফদের বই-পুস্তকে এতো বেশি কবিতার উপস্থিতির হেতু তুলে ধরার চেষ্টা করব। আল্লাহই সর্বোচ্চ তাওফীকদাতা।

ইসলাম পূর্বযুগে এবং ইসলামের প্রারম্ভিক যুগেও কবিতাই ছিল আরব-অঞ্চলের লোকদের মনের ভাব ও অনুভব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। সে-যুগে রচিত অসংখ্য কবিতা এখনো কাগজের পাতায় বিদ্যমান। প্রেমে ও কামে, যুদ্ধে ও শান্তিতে, হরষে ও বিষাদে, ভালবাসা ও ঘৃণায় কবিতাই ছিল আরবদের অন্যতম হাতিয়ার। তৎকালীন আরবের সাংস্কৃতিক জীবন পুরোটাই ছিল কবি ও কবিতাকেন্দ্রিক। আরব-অঞ্চলে কবি একজন সেনাপতি, বিজেতা ও শ্রেষ্ঠ মানুষের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। কোনো কবি শুধু তার কবিতার মাধ্যমে গোত্রের পর গোত্রকে ধ্বংস ও নামহীন করে দিতে পারত। অনুরূপভাবে কোনো নাম-পরিচয়হীন গোত্রকে মাত্র একজন কবিই তার কবিতার পঙক্তি দিয়ে সুখ্যাতির শীর্ষ চূড়ায় পৌঁছে দিত।

আরবের জাহেলি যুগের কবিরা ছিল সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। সাধারণ লোক সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে তাদের পরামর্শ মেনে চলত। তাদেরকে আলাদাভাবে খাতির ও সমাদর করত। কবিদের অনেকে আপন স্বার্থে গোত্রে-গোত্রে কলহ-বিবাদ, ঝগড়া-ফাসাদ জিইয়ে রাখত। এ ছাড়াও তাদের কবিতার প্রধান হাতিয়ার ছিল অশ্লীলতা। মানবিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ের সে-যুগে কবিতা ছিল ইন্দ্রিয়পরায়ণ, অসংযমী, বিলাসপ্রিয় জনতার প্রেরণা ও উন্মাদনার প্রধান বাহন। যার ফলে কবি ও কবিতার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে আয়াত নাযিল করেন—

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا

> *"বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে থাকে। তুমি কি দেখতে পাও না, তারা প্রতিটি উপত্যকায় উদভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ায়? তারা মুখে যা বলে, বাস্তবে তা করে না। তবে যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে এবং আল্লাহর যিকরে অধিকতর তৎপর রয়েছে এবং অত্যাচারিত হলে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয়েছে, তাদের সম্বন্ধে ও-কথা প্রযোজ্য নয়।"* [৫]

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহের আলোচ্য বিষয় সমগ্র কাব্য-সাহিত্য নয়; বরং যে-সমস্ত কবিতা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পীড়া দিয়েছে, কেবল তারই সমালোচনা করা হয়েছে। আয়াত নাযিল হওয়ার পর আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা, কাব বিন মালিক এবং হাসসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে কাঁদতে কাঁদতে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, কুরআনে কবিদের সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়েছে। আমরাও তো কবি।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, 'সম্পূর্ণ আয়াত পড়, ঈমানদার, নেককারদের কথা বলা হয়নি।' তখন তাঁরা নিশ্চিন্ত হলেন। [৬]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উৎসাহে অনেক সাহাবী কাব্যচর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। নিয়মিত কাব্যচর্চাকারী সাহাবী কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন—হাসসান বিন সাবিত, কাব বিন মালিক, আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা, আলী বিন আবু তালিব, আবু বকর সিদ্দিক, উমর ফারুক, লাবিদ বিন রাবিয়াহ, কাব বিন যুহাইর, আব্বাস বিন মিরদাস, যুহায়ের বিন জুনাব, সুহায়িম, আবু লায়লা রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ।

রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবী কবিদের মধ্যে থেকে কবি হাসসান বিন সাবিতকে সভাকবির মর্যাদা দিয়েছিলেন। তাকে বলা হতো 'শায়িরুর রাসূল'—তথা রাসূলের কবি। কাফিররা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কবিতার মাধ্যমে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করলে তিনি হাসসান বিন সাবিত রা.-কে তাঁর পক্ষ থেকে জবাব প্রদানের নির্দেশ দিতেন এবং তাঁর জন্য আল্লাহর দরবারে দুআ করতেন।

---

[৫] সূরা আশ-শুআরা, ২২৪-২২৭

[৬] *তাফসীর ইবনু কাসীর : ৬/১৭৫; তাফসীর তাবারী : ১৯/৭৯*

এক হাদীসে এসেছে, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডাক দিয়ে বলেছেন—

يَا حَسَّانُ، أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

> *'হে হাসসান, আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে (কাফিরদের) জবাব দাও। হে আল্লাহ, আপনি তাকে জিবরীলের মাধ্যমে সাহায্য করুন।'* [৭]

আরেক হাদীসে এসেছে, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসসান রা.-কে বলেছেন—

اهْجُهُمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ

> *'তুমি কাফিরদের নিন্দা করো। জিবরীল তোমার সাথে আছেন।'* [৮]

কুরআনের উল্লেখিত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা দুই শ্রেণির মানুষের কথা তুলে ধরছেন। একদিকে আছে বিপথগামী মুশরিক কবিরা—যারা নিজেরা যেমন বিভ্রান্ত, তেমনি তাদের অনুসারীদেরকেও বিভ্রান্ত করতে তৎপর। অপরদিকে আছে সত্য ও সুন্দরের পতাকাবাহী ঈমানদার কবিগণ—যারা তাদের কাব্যপ্রতিভার মাধ্যমে মূলত ইসলাম, সত্য ও ন্যায়কে বিজয়ী করতে সচেষ্ট।

যারা কবি, তারা সৃষ্টিগতভাবেই কিছুটা ভাবুক, কল্পনাপ্রবণ ও আবেগী—এটি তাদের স্বভাবধর্ম। কল্পনাপ্রবণ ও আবেগী না হলে কাব্য সৃষ্টি করা যায় না। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে কবিদের প্রতি বিশেষ এক নিয়ামত। যে-কারণে সাধারণ মানুষ শব্দের মাধ্যমে ভাষার যে-বয়ন দিতে পারে না, কবিরা তা পারেন। এখানেই কবিদের সাথে সাধারণ মানুষের পার্থক্য—এটিকেই বলে কাব্যপ্রতিভা।

কবিদেরকে এই ভাবের জগৎ থেকে, কল্পনাপ্রবণতা থেকে দূরে রাখা আল্লাহর ইচ্ছা নয়। তবে তারা যেন এ ভাবের জগতে বিচরণ করতে গিয়ে বিপথগামী না হয়, এ জন্য আল্লাহ তাআলা কয়েকটি শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। সেগুলো হলো :

১. একজন কবিকে ঈমানদার হতে হবে। কারণ, একজন মানুষ মুমিন হওয়া মানেই শরীয়তের দেখানো পথে চলতে সে বাধ্য থাকে। আল্লাহ তাআলা যা করতে নিষেধ

---

[৭] আস-সহীহ, বুখারী : ৬১৫২

[৮] আস-সহীহ, বুখারী : ৬১৫৩

করেছেন, তা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে। পক্ষান্তরে ঈমানের গণ্ডিতে আবদ্ধ না হলে তার সামনে কোনো সীমারেখা থাকে না। ফলে যা খুশি করা ও বলার অবাধ স্বাধীনতায় সে বিভ্রান্ত হয়ে অন্যের ইজ্জতে আঁচড় কাটতে দ্বিধাবোধ করে না। শব্দের বুননে অন্যায়ভাবে অন্যের চরিত্র হননে পিছপা হয় না।

২. ঈমান আনার সাথে সাথে অসৎ কর্ম বর্জন করে সত্য ও সুন্দরের অনুসারী হতে হবে। কারণ, মানুষ যখন সত্য ও সুন্দরের অনুসারী হয়, তখন তার সব কাজকর্মই পরিশীলিত ও মনোহারী হয়।

৩. এ-ভাবপ্রবণতা ও আবেগ যাতে করে তাকে সৎ পথ থেকে বিচ্যুত করতে না পারে, সে-জন্য আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে সদা-সর্বদা তাঁর সাহায্য চাওয়া। কারণ, আল্লাহর স্মরণ মানুষকে সবসময়ই মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে, অন্তরকে প্রশান্ত রাখে।

৪. যেখানেই মানবতা বিপন্ন হবে, নিপীড়িত ও নির্যাতিত হবে, সেখানেই সর্বশক্তি নিয়োগ করে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। মানুষকে তার প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। নিপীড়ন ও নির্যাতনের ব্যাপারে জনগণকে একত্রিত করা। কীসে ও কীভাবে মানবতা বিপন্ন হচ্ছে, তা স্পষ্ট করা। সভ্যতার পক্ষে বিপ্লবের বাণী উচ্চকিত করা। মোটকথা সদা-সর্বদা মজলুমের পক্ষে ও জালিমের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া।

যে-সব কবি এই সকল শর্ত মেনে কবিতার চর্চা করে, তাদের কবিতা প্রসঙ্গে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً

> *'নিশ্চয়ই কোনো কোনো কবিতার মধ্যে জ্ঞানের কথাও আছে।'* [১]

আর যারা এসব শর্তের ধার ধারে না, তারাই নিন্দনীয়। এ-সকল কবিদের ব্যাপারেই কুরআনে নিন্দা করা হয়েছে। এদের রচিত কবিতা প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا

[১] আস-সহীহ, বুখারী : ৬১৪৫

'তোমাদের কারও পেট কবিতা দ্বারা পূর্ণ হওয়ার চেয়ে পূঁজ দ্বারা পূর্ণ হওয়া উত্তম।' [১০]

ইমাম বুখারী রাহ. এই হাদিসটি যে-অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, তার শিরোনাম দিয়েছেন এমন—'যে-কবিতা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ, ইলম হাসিল ও কুরআন থেকে বাধা দান করার মতো প্রভাবিত করে, তা নিষিদ্ধ।'

তার দেওয়া এই শিরোনাম প্রমাণিত করে যে, এখানে সাধারণভাবে যে-কোনো কবিতার কথা বলা হয়নি; বরং উপরোক্ত শর্ত থেকে মুক্ত কবিতাই এই নিন্দার যোগ্য।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনার সারকথা হলো, মৌলিকভাবে কবিতা বৈধ—যদি তাতে মন্দের মিশ্রণ ঘটে, তবে তা নিন্দাযোগ্য। আর যদি এর মাধ্যমে ভালো কিছু করা হয়, তবে তা প্রশংসাযোগ্য।

মূলত উলামায়ে কিরাম ও সালাফে সালেহীন কবিতার চর্চা করতেন বেশ কিছু প্রয়োজনকে সামনে রেখে। কাব্যচর্চার মাধ্যমে কেবলই বিনোদন লাভ করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। যে-সব প্রয়োজনের খাতিরে তারা কবিতা পড়তেন, রচনা করতেন ও নিজেদের লিখনীতে কবিতাকে আশ্রয় দিতেন তার কারণগুলো নিম্নরূপ :

ক. আরবীভাষা জানা

যে-কোনো ভাষা তার সাহিত্যে সমৃদ্ধি লাভ করে কাব্যভাণ্ডারের মাধ্যমে। কাব্যের উৎকর্ষ আর নান্দনিকতা সেই ভাষার মাধুর্য ও সৌন্দর্যকে উচ্চকিত করে তোলে। ফলে আরবীভাষায় উৎকর্ষ লাভের জন্য আরবী কবিতার সাথে পরিচয় থাকা জরুরি। কবিতায় ব্যবহৃত উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও বচন-প্রবচন একজন মানুষের ভাষাজ্ঞানকে শানিত করে। তার চিন্তা ও বোধকে সুললিত করে। ভাষা-বিষয়ক ভাব ও ভাবনাকে পরিশীলিত করে। কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামী জ্ঞানের ভাণ্ডার যেহেতু আরবীভাষায় গড়ে উঠেছে, তাই ইসলামী জ্ঞানে পারঙ্গমতা অর্জনের জন্য আরবীভাষার কাব্য-ভাণ্ডারের সাথেও একজন ব্যক্তিকে পরিচিত হতে হয়।

খ. কুরআনের তাফসীর জানা

ভাষা একটি চলমান বিষয়। নদীর মতোই এর ধারা থাকে সদা বহমান। সময়ের স্রোত বেয়ে ভাষার মধ্যে ঢুকে পড়ে অনেক রকমের পরিবর্তন। পরিবর্তিত পরিস্থিতির শিকার

---

[১০] *আস-সহীহ*, বুখারী : ৬১৫৪

হয়ে একটি শব্দ বা বাক্য অনেক সময় প্রাচীন অর্থের খোলস ছেড়ে গায়ে চাপায় নতুন অর্থের জামা। সমকালীন কোনো ব্যক্তির যদি সেই শব্দের প্রাচীন অর্থ জানা না থাকে, তবে তিনি প্রাচীন যুগে রচিত কোনো রচনা পড়তে গিয়ে অর্থ-ভ্রান্তির চোরাবালিতে ডুবে যেতে পারেন। সঠিক মর্ম উদ্‌ঘাটনে হতে পারেন পদস্খলনের শিকার। বিষয়টিকে সহজে বোঝার জন্য চলুন আমরা একটি শব্দের আশ্রয় নিই। বর্তমানে বাংলাভাষায় বহুল ব্যবহৃত 'রাজাকার' শব্দটির কথাই ধরুন। এর আসল অর্থ হলো স্বেচ্ছাসেবক। বাংলাভাষায় এই শব্দটি ফারসি ভাষা থেকে আগমন করেছে। স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত শব্দটি তার আপন অর্থেই ব্যবহার হত। তারপর একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধে এ-দেশীয় কিছু মানুষ পাকবাহিনীর পক্ষে স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে তারা 'রাজাকার' নামে খ্যাত হন। বর্তমানে রাজাকার বলতে আমরা বুঝি যুদ্ধাপরাধীকে, অথচ এই শব্দটির মূল অর্থ এটি নয়। এখন যদি কেউ স্বাধীনতার আগে তার রচনাতে শব্দটি ব্যবহার করে থাকে, সেটি কিন্তু বর্তমান সময়ের মতো যুদ্ধাপরাধী অর্থ প্রদান করবে না, বরং তার মূল অর্থই সে প্রকাশ করবে। কোনো ব্যক্তির রচনাবলি সঠিকভাবে বোঝার জন্য তার যুগের ভাষার ব্যবহার সম্পর্কেও ধারণা থাকা চাই। নয়তো অনেক সময় ভুল বোঝার আশঙ্কা থেকে যায়।

আরবীভাষার ক্ষেত্রেও হুবহু কথাগুলো প্রযোজ্য। কুরআন যে-যুগে ও যে-সমাজের মানুষের কাছে নাযিল হয়েছে, তাদের সেই সময়কার ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে ধারণা থাকলে কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। কুরআনে ব্যবহৃত শব্দটি ঠিক কোন অর্থে ব্যবহার হয়েছে, তা বোঝা সহজ হয়; এ-ক্ষেত্রে ভুলের শিকার হওয়ার আশঙ্কা অনেক কমে আসে। সে-জন্যই কোনো কোনো তাফসীরে—বিশেষত প্রাচীন তাফসীরগ্রন্থগুলোতে—প্রচুর পরিমাণে কবিতার উদ্ধৃতি লক্ষ করা যায়।

গ. হাদীসের মর্মার্থ বোঝা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্যকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে তিনি যে-সমাজের মানুষের ছিলেন ও যে-যুগে যে-ভাষাতে বাতচিত করতেন, সে-সম্বন্ধে সম্যক অবগতি থাকা অপরিহার্য। অনেক সময় এমন হয়ে থাকে, হাদীসে ব্যবহৃত কোনো শব্দ পরবর্তী যুগে এসে পাল্টে গেছে। সে-যুগের খাঁটি সাহিত্য সংরক্ষিত হয়েছে কবিতার মাধ্যমে, গদ্যের আলাদা সংকলন গড়ে ওঠেনি; আরবের লোকেরা হাজার

হাজার কবিতার লাইন মুখস্ত করে রাখত—এভাবে যুগ-পরম্পরায় কবিতার মাধ্যমেই তাদের সমাজচিত্র, সংস্কৃতি ও ভাবধারা-বাগধারা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছেছে; তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের মর্ম বুঝতেও কবিতার দরকার হয়।

ঘ. ভালো কাজের প্রচার

কবিতা যেহেতু মানুষের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে এবং ছন্দে ছন্দে অনেক কথাই মনে রাখা সহজ হয়, তাই সালাফে সালেহীন ও উলামায়ে কিরাম কবিতা রচনার প্রতিও মনোযোগী ছিলেন। কবিতার ভেতর দিয় মানুষের সামনে পরকালের স্মরণ, দুনিয়াবিমুখতা, জ্ঞানগর্ভ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কথামালা এবং সত্য ও সুন্দরের শিক্ষা প্রচারে সচেষ্ট ছিলেন।

আবূ বকর রা. বলেছেন, 'তোমরা সন্তানদের কবিতা শিক্ষা দাও। কারণ, তা তাদেরকে উন্নত আখলাক শিক্ষা দেবে।'

উমর রা. বলেছেন, 'তোমরা কবিতা সংরক্ষণ করো। কারণ, কবিতা সচ্চরিত্রবান হবার শিক্ষা দেয়। উন্নত আমলের দিশা দেয়। উত্তম কর্মের প্রতি উৎসাহিত করে।'

মুয়াবিয়া রা. বলেছেন, 'একজন ব্যক্তির জন্য স্বীয় সন্তানকে সাহিত্য সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া অত্যাবশ্যক। আর কবিতা হলো সবচেয়ে উচ্চতর সাহিত্য।' [১১]

কবিতা সম্পর্কে দুইজন ইমামের মূল্যায়ন উল্লেখ করছি—

ইমাম শাফিয়ী রাহ. বলেছেন, 'দ্বীনী কোন বিষয়ে কারও জন্য ফতোয়া প্রদান করা ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ নয়, যতক্ষণ না সে আল্লাহর কিতাব, এর নাসিখ-মানসুখ—তথা রহিতকারী ও রহিত আয়াতসমূহ, মুহকাম-মুতাশাবিহ—তথা সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট আয়াতসমূহ সম্পর্কে অবগত না হবে; এর সাথে তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু লাইহু ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস সম্পর্কে জ্ঞাত হতে হবে, আরবীভাষা ও কবিতা সম্পর্কেও বিচক্ষণ হতে হবে। [১২]

অন্য আরেকজন ইমাম ইবনু কুদামাহ রাহ. লিখেছেন, 'কবিতা বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের মতানৈক্য নেই। সাহাবীগণ ও উলামায়ে কিরাম কবিতা রচনা করেছেন।

[১১] *নাযরাতুল ইগরীয ফী নুসরাতিল কারীয*, মুযাফফার আল-আলাবী : ৬৫

[১২] *আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ*, খতীব বাগদাদী : ২/১৫৭

আরবীভাষা জানা, কুরআনের তাফসীর করার জন্য কবিতার মাধ্যমে দলিল পেশ করা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথার মর্মার্থ বোঝা ইত্যাদি নানান কারণেই কাব্যচর্চার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।' [১৩]

অনেক ফকীহ্ প্রথমদিকের কবিদের কবিতা সম্পর্কে ধারণা রাখা, সেগুলো পড়া ও এই সম্বন্ধে জ্ঞান রাখাকে ফরযে কিফায়া বলেছেন। সাহিত্যমান-বিচারে আরব-কবি ও সাহিত্যকদের ছয় ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

১. ইসলামপূর্ব জাহেলি যুগের কবি-সাহিত্যিকগণ। যেমন : ইমরউল কায়েস, আনতারা বিন শাদ্দাদ, যুহাইর, লাবীদ প্রমুখ।

২. মুখাযরামীন—যারা জাহেলি ও ইসলামী উভয় যুগই পেয়েছেন। যেমন : সাহাবী হাসসান বিন সাবিত, খুনাসা, কাব বিন যুহাইর তুফাইল বিন আমর দাউসী রা. প্রমুখ।

৩. ইসলামিইয়ীন—তাদেরকে শুআরা মুতাকাদ্দিমীনও বলা হয়। বনী উমাইয়ার শাসনকাল পর্যন্ত তাদের যুগ। কুরআনের চর্চা তাদের সাহিত্যমানকে সমৃদ্ধ করেছিল। যেমন : ফারাযদাক, জারীর, যুর রিম্মাহ, জামীল প্রমুখ।

৪. মুআল্লাদীন—যারা বনী উমাইয়ার পরে এসেছে। তাদের অধিকাংশের দেহেই অনারবী রক্ত রয়েছে। যেমন : বাশশার বিন বুরদ, আবূ নুয়াস প্রমুখ।

৫. মুহদাসীন—যারা মুআল্লাদীনের পর আগমন করেছে। যেমন : বুহতারী, আবূ তাম্মাম প্রমুখ।

৬. মুতাআখখিরীন এবং তাদের পরে আরও যাদের আগমন। যেমন : আহমদ শাওকী, নাযযার প্রমুখ।

প্রথম তিন শ্রেণির সাহিত্যমান অনেক উচ্চাঙ্গের। তাদের কবিতা জানার ব্যাপারেই অনেক ফুকাহা ফরযে কিফায়া হওয়ার মত দিয়েছেন। এর কারণ হলো, এর সাথে আরবীভাষার গভীর সম্পর্ক রয়েছে, যার মাধ্যমে কুরআন-হাদীস জানা যায় ও হারাম-হালালের মধ্যে তারতম্য করা যায়। তাদের রচিত কবিতার মধ্যে অর্থের ভুল-ত্রুটি থাকার আশঙ্কা থাকলেও ভাষাগত দিক দিয়ে সেগুলো ত্রুটিমুক্ত। [১৪]

[১৩] *আল-মুগনী*, ইবনু কুদামাহ : ১০/১৫৮

[১৪] *রদ্দুল মুহতার*, শামী : ১/১৩৬

গ্রন্থটি সম্পাদনার ক্ষেত্রে যে-কাজগুলো করা হয়েছে :

- মূল আরবীর সাথে মিলিয়ে অনুবাদ নিরীক্ষণ করেছি। যে-সব জায়গায় অসংগতি ও অসামঞ্জস্য দৃষ্টিগোচর হয়েছে, সে-সব জায়গা সংশোধন করে দিয়েছি।
- বইটিতে উল্লেখিত হাদীসসমূহের সূত্র ও মান উল্লেখ করেছি। এই ক্ষেত্রে অনেক সময় সহায়তা নিয়েছি কুয়েতের দারুল খুলাফা লিলকিতাবিল ইসলামী থেকে প্রকাশিত বাদরুল বাদর কর্তৃক তাহকীককৃত নুসখাটি।
- প্রয়োজনভেদে টীকাতে কোনো কোনো বর্ণনার ব্যাখ্যা বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো মন্তব্যও করেছি।
- বইটিতে উল্লেখিত কবিতাসমূহের কাব্যানুবাদ অনুবাদক নিজেই করেছিলেন; কিন্তু সেগুলো পরিবর্তে নতুন করে আমি নিজেই আবার সেসব কবিতার পদ্যানুবাদ করে দিয়েছি।
- নাতিদীর্ঘ একটি ভূমিকার মাধ্যমে কয়েকটি বিষয় পাঠকদের সামনে সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি। তার মধ্যে অন্যতম হলো গুরাবা বিষয়ে অনেকের সংকীর্ণ ধারণা, ইসলামে কবি ও কবিতার অবস্থান, সালাফদের বই-পুস্তকে ব্যাপকহারে কবিতা থাকার হেতু ইত্যাদি। মূলত সালাফদের বইগুলোর শুরুতে তৎসংশ্লিষ্ট কোনো একটি বিষয়ে বিস্তারিত আকারে আলোচনা করার মাধ্যমে পাঠকদের সামনে আলাদা আলাদাভাবে কিছু নতুন বিষয়ের তাহকীক উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি আমরা।

বইটির শেষে যুক্ত করা হয়েছে ইবনুল কাইয়িম রাহ.-এর বিখ্যাত গ্রন্থ *মাদারিজুস সালিকীন* থেকে গুরাবা-বিষয়ক একটি আলোচনা। বিষয় একই হওয়ায় হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে এতে। তবুও এতে মূল বইয়ের বাইরে আরও নতুন কিছু তথ্য থাকায় পাঠকের অধ্যয়নে পূর্ণতা আসবে আশা রেখে আমরা তা পরিশিষ্ট আকারে যুক্ত করেছি। তা ছাড়া অনেক সময় একই বর্ণনার পুনরাবৃত্তি স্মৃতিতে গেঁথে যাওয়ার পক্ষে সহায়ক হয়। আমরা আশাবাদী, পাঠক সেই উপকার এখান থেকে লাভ করবেন, ইনশাআল্লাহ।

বইটিকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত করতে আপ্রাণ চেষ্টায় আমাদের কোনো কমতি ছিল না। তবুও মানুষ ভুলমুক্ত নয়—এই বাস্তবতা মাথা পেতে মেনে নিয়ে আরজ করব, যদি

এতে কোনো ত্রুটি পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়, তবে তা আমাকে বা প্রকাশনীকে অবহিত করবেন। ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে তা শুধরে নেওয়া হবে।

পরিশেষে আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞচিত্তে শুকরিয়া আদায় করছি এমন একটি বইয়ের কাজ করার তাওফীক পাওয়ার কারণে। সেইসাথে শুকরিয়া আদায় করছি মাকতাবাতুল আসলাফের, যাদের উৎসাহী উদ্যোগের ফলে পাঠকদের সামনে একজন মহান সালাফের রেখে-যাওয়া এই সম্পদ ভাষান্তরিত হয়ে উপস্থাপিত হতে যাচ্ছে—আল্লাহ তাদের মঙ্গল করুন এবং ইখলাসের সাথে এমন আরও অনেক খিদমত আঞ্জাম দেওয়ার তাওফীক দান করুন। প্রুফরিডিং থেকে শুরু করে প্রেস থেকে পাঠকের হাতে আসা পর্যন্ত আড়াল থেকে যারাই কোনো না কোনোভাবে বইটির সাথে যুক্ত থেকেছেন, এতে সময় ও শ্রম দিয়েছেন, তাদের সকলের জন্য অন্তরের অন্তস্থল থেকে দুআ—আল্লাহ তাদের মঙ্গল করুন। আমীন।

আবদুল্লাহ আল মাসউদ
প্রধান সম্পাদক, মাকতাবাতুল আসলাফ
৩ রমজান, ১৪৪০ হিজরী
abdullahmasud887@gmail.com

গুরাবা-বিষয়ক সর্বপ্রথম বই

বদরুল বদর রহিমাহুল্লাহ *কিতাবুল গুরাবা* তাহকীক করে সর্বপ্রথম ছাপার অক্ষরে নিয়ে আসেন। মুহাক্কিকের কথায় তিনি বলেন—

'আল-আজুররী রহিমাহুল্লাহুর-এর পূর্বে আর কাউকে গুরাবা সম্পর্কে স্বতন্ত্র বই লিখতে দেখিনি। তবে পরবর্তীতে ইবনুল কায়্যিম, ইবনু রজব হাম্বলী, শাতিবী রহিমাহুল্লাহুম গুরাবা সম্পর্কে লিখেছেন।'

সে-হিসেবে বলা যেতে পারে, উক্ত গ্রন্থটি এই বিষয়ে রচিত সর্বপ্রথম স্বতন্ত্র কোনো বই। আল্লাহ তাআলা লেখককে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।
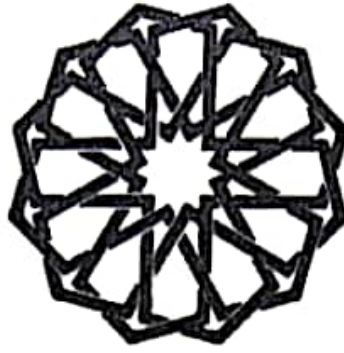
গুরাবাদের জন্য সুসংবাদ

[১] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

> *"নিশ্চয় ইসলাম নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত অবস্থায় শুরু হয়েছিল, আবার অচিরেই তা নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত হয়ে যাবে। সুতরাং গুরাবাদের (তথা নিঃসঙ্গ ও অপরিচিতদের) জন্য সুসংবাদ।"*

জিজ্ঞাসা করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল, গুরাবা কারা?'

উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

الَّذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ

> *"গুরাবা হলো ঐ সমস্ত লোক, মানুষেরা গোমরাহ হলে যারা তাদের সংশোধন করবে।"*

নিঃসঙ্গদের জন্য সুসংবাদ

[২] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

> *"নিশ্চয় ইসলাম নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত অবস্থায় শুরু হয়েছিল, আবার অচিরেই তা নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত হয়ে যাবে। সুতরাং গুরাবাদের (তথা নিঃসঙ্গ ও অপরিচিতদের)*

> *জন্য সুসংবাদ।"*

জিজ্ঞাসা করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল, গুরাবা কারা?'

উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

النُّزَّاعُ مِنَ الْقَبَائِلِ

> *"গুরাবা হলো তারা, যারা তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে কোথাও চলে গেছে।"*

কবিতার পঙক্তিতে গুরাবার পরিচয়

[৩] আবু বকর আল মুআদ্দাব রহিমাহুল্লাহু এ-হাদীসের মর্মার্থ কবিতায় বলেছিলেন—

بَدَا الْإِسْلَامُ حِينَ بَدَا غَرِيبًا ... وَكَيْفَ بَدَا يَعُودُ عَلَى الدَّلَائِلْ

فَطُوبَى فِيهِ لِلْغُرَبَاءِ طُوبَى ... لِجَمْعِ الْآخِرِينَ وِلِلْأَوَائِلْ

শুরু লগ্নে ইসলাম ছিল
অসহায় ও নিঃস্ব,
ইসলামেতে ফিরবে আবার
শুরু কালের দৃশ্য।

নিঃস্ব যারা তাদের লাগি
ভালো খবর আছে,
এই দুনিয়ায় যাত্রা তাদের
হোক না দূরে কাছে।

অচিরেই ইসলাম অপরিচিত হয়ে যাবে

[৪] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

> *"নিশ্চয় ইসলাম নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত অবস্থায় শুরু হয়েছিল, আবার অচিরেই তা নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত হয়ে যাবে। সুতরাং গুরাবাদের (তথা নিঃসঙ্গ ও অপরিচিতদের) জন্য সুসংবাদ।"*

অচিরেই ইসলাম নিঃসঙ্গ হয়ে যাবে

[৫] আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

> *"নিশ্চয় ইসলাম নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত অবস্থায় শুরু হয়েছিল, আবার অচিরেই তা নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত হয়ে যাবে। সুতরাং গুরাবাদের (তথা নিঃসঙ্গ ও অপরিচিতদের) জন্য সুসংবাদ।"*

গুরাবাদের সংখ্যা খুবই অল্প হবে

[৬] আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমরা একদিন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি—

طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

> *"গুরাবাদের জন্য সু-সংবাদ।"*

তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, গুরাবা কারা?'

তখন তিনি বললেন—

أُنَاسٌ صَالِحُونَ قَلِيلٌ فِي نَاسِ سُوءٍ كَثِيرٌ، مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُمْ

> *"তারা এমন কিছু ভালো মানুষ, খারাপ মানুষের বৃহৎ সংখ্যাসাপেক্ষে যারা খুব অল্প সংখ্যকই হবে। তাদের অনুসারীদের তুলনায় বিরোধিতাকারীর সংখ্যাই বেশি হবে।"*

প্রকৃত মুমিনের অবস্থা

[৭] আবু কাব আল-আযদি রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি হাসান রহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, 'প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি দুনিয়াতে একজন নিঃস্ব ব্যক্তির মতোই বসবাস করবে। সে লোকদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও বিপদের কারণে দুঃখিত হবে না। আবার সম্মান পেতেও প্রতিযোগিতা করবে না। সকল মানুষের এক অবস্থা থাকবে, আর তার থাকবে আরেক অবস্থা।'

গরিবকে চিনতে হলে

[৮] আবু হুমাইদ রহিমাহুল্লাহ কবিতা আবৃত্তি করেন—

وَتَرَى الْمُؤْمِنَ فِي الدُّنْيَا ... غَرِيبًا مُسْتَفَزًّا

فَهُوَ لَا يَجْزَعُ مِنْ ذُلٍّ ... وَلَا يَطْلُبُ عِزًّا

وَتَرَاهُ مِنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ ... خَلْوًا مُشْمَئِزًّا

ثُمَّ بِالطَّاعَةِ مَا عَاشَ ... وَبِالْخَيْرِ مُلِزًّا

দেখবে তুমি জগত জুড়ে
এমন অনেক গরিব আছে
অপমানে হৃদয়ে তার
জন্মে না তো ব্যাথা,
চায় না কভু সে হয়ে যাক
বড় কোন নেতা।

দেখবে তাকে জগত ছেড়ে
রইছে পড়ে অনেক দূরে,
করছে সেথায় অবগাহন
ইবাদাতের স্বাদের নূরে।

ইসলাম নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত হওয়ার ব্যাখ্যা

[৯] মুহাম্মাদ ইবনু হুসাইন রহিমাহুল্লাহ বলেন, যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস—"নিশ্চয় ইসলাম নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত অবস্থায় শুরু হয়েছিল, আবার অচিরেই তা নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত হয়ে যাবে।"—এর ব্যাখা কী?

তখন তাকে বলা হবে, 'মক্কার মানুষগুলো ছিল অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। তারা আল্লাহর ঘর কাবার মতো পবিত্র স্থানে মূর্তি স্থাপন করে সেগুলোর পূজা করত। তারা পাথর পূজা করত। মক্কার মানুষগুলো কুফুর-শিরক ও অন্যান্য পাপাচারে লিপ্ত হয়ে আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল। তাওহীদের আলোকময় পথ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে অন্ধকারময় পথে চলছিল আরবজাতির জীবনপ্রবাহ। অবশেষে আল্লাহ তাআলা এই কুফরির অন্ধকারময় জগতে প্রেরণ করলেন বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। তিনি এলেন দাঈ হয়ে। তিনি কুফুরিতে মৃত পৃথিবীকে তাওহীদের আলো দ্বারা আলোকিত করলেন। প্রিয়নবীর এ-দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করলেন নারী-পুরুষ, আজাদ-গোলামসহ অনেকেই—যারা সবাই ছিল একেবারে সম্বলহীন ও নিঃস্ব, যারা পারিবারিকভাবে বা অর্থ-সম্পদগত দিক ও গোত্রীয়ভাবে ছিল একেবারে দুর্বল। এ-দ্বীনের চর্চা কিছু দিন গোপনেও হয়েছিল। ইসলাম গ্রহণের কারনে নিঃস্ব-দুর্বল সাহাবায়ে কেরামকে তার পরিবার বা গোত্রীয় লোকেরা অনেক কষ্ট দিত। মক্কার উত্তপ্ত বালিতে ভারি পাথরের চাপ সহ্য করে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন কতক সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম। জুলুম-নির্যাতনের অসহনীয় অবস্থার সাথে জীবন-যাপন করতে হয়েছে তাদের। অবশেষে আল্লাহ তাআলা দ্বীনকে সমুন্নত করলেন। কাফিরদের জুলুমের হাতকে ভেঙে দিলেন। মুসলমানদেরকে বিজয় দান করলেন। সোনালি দিনের সোনালি মানুষগুলোর নিঃস্ব ও অপরিচিত অবস্থাতেই ইসলামের দাওয়াত শুরু হয়েছিল, হাদীসের প্রথম অংশে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

"অচিরেই ইসলাম আবার নিঃস্ব ও অপরিচিত হয়ে যাবে।"—হাদীসের এই অংশটুকুর অর্থ আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। তিনি সর্বজ্ঞাত। তবে এমন এক সময় আসবে, তখন ফিতনার বজ্রধ্বনি হতেই থাকবে। মুসলমানরা তখন প্রবৃত্তির অনুসরণ ও ফিতনা-ফাসাদে জড়িয়ে পড়বে। সে-সময় মানুষ দিকভ্রান্ত হয়ে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। বুকে লালন করবে শিরক-কুফরি। কিন্তু সেই কঠিন মুহূর্তেও কিছু লোক ঈমানের

ওপর অটল থাকবে। তখন ইসলামের অবস্থা তেমনই হবে, যেমন একেবারে শুরুলগ্নে হয়েছিল—অর্থাৎ শেষ সময়ে ইসলাম প্রকৃত মুসলিমশূন্য হয়ে পড়বে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এমনই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেখানে তিনি ইরশাদ করেছেন—

تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةٍ , كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً

> *'আমার উম্মত তেহাত্তরটি দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। একটি দল জান্নাতে যাবে; আর বাকি বাহাত্তরটি দল যাবে জাহান্নামে।"*

জিজ্ঞাসা করা হলো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত দল কোনটি—অর্থাৎ কোন দলটি জান্নাতে যাবে?'

উত্তরে তিনি বললেন—

مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

> *"আমি এবং আমার সাহাবাদের মতাদর্শের উপর যারা থাকবে, তারা।"* [২]

আবূ সালাবা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

ائْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا، وَهَوًى مُتَّبَعًا، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، وَرَأَيْتَ أَمْرًا لَا يَدَانِ لَكَ بِهِ، فَعَلَيْكَ خُوَيْصَّةَ نَفْسِكَ، وَدَعْ أَمْرَ الْعَوَامِّ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، الصَّبْرُ فِيهِنَّ عَلَى مِثْلِ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا، يَعْمَلُونَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ ,

> *"তোমরা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে থাকো। অবশেষে যখন তুমি (লোকদেরকে) কৃপণতার আনুগত্য, প্রবৃত্তির অনুসরণ, পার্থিব স্বার্থকে অগ্রাধিকার এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের মতামতের ব্যাপারে আত্মমগ্ন দেখতে পাবে*

[২] আস-সুনান, তিরমীযী : ২৬৪১। এই হাদীসের সনদে কিছু দুর্বলতা থাকলেও এটি অনেকগুলো সনদে বর্ণিত হওয়া প্রমাণ করে যে, এর ভিত্তি আছে। (বিস্তারিত জানতে দেখুন : *সিলসিলা সহীহা*, আল-আলবানী : ২০৪ ও ২০৫) - সম্পাদক

> *এবং এমন সব গর্হিত কাজ হতে দেখবে, যা প্রতিহত করার সামর্থ্য তোমার নেই—এমন পরিস্থিতিতে তুমি নিজের বিষয়ে খেয়াল রাখবে আর সর্বসাধারণের চিন্তা ছেড়ে দেবে। কেননা, তোমাদের পরে আসবে কঠিন ধৈর্য-পরীক্ষার যুগ। তখন ধৈর্যধারণ করাটা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতের মুঠোয় রাখার মতো কঠিন হবে। সেই যুগে কেউ নেক আমল করলে তার সমকক্ষ পঞ্চাশ ব্যক্তির নেক আমল তাকে দেওয়া হবে।"* [৩]

এগুলোই হলো ধৈর্যশীল গুরাবাদের বৈশিষ্ট্য—যারা দ্বীন পালন করতে গিয়ে (আপতিত বিভিন্ন বিপদ-মুসিবতের) ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করেন, যাতে তারা ভ্রষ্টতার বেড়াজালে আটকে গিয়ে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ না করেন।

যেমন হবে গুরাবাদের বৈশিষ্ট্যাবলি

[১০] আহলে হক উলামায়ে কিরাম গুরাবাদের বৈশিষ্ট্যাবলি তুলে ধরছেন এভাবে—

একটা সময় অধিকাংশ মানুষের অবস্থা এমন হবে যে, তারা সবার সাথে ওঠা-বসা করবে, ভ্রাতৃত্ববোধ ঠিক রাখবে। প্রতিবেশীদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করবে ও নানান বিষয়ে তাদের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে। কেউ অসুস্থ হলে দেখতে যাবে। সাথি-সঙ্গী, ব্যাবসায়িক অংশীদার, বন্ধু-বান্ধব সবার সাথেই চলাফেরা করবে। জানাজায় অংশগ্রহণ করবে। নিজেকে কখনো আড়াল করে রাখবে না। বিয়ে-শাদিসহ বিভিন্ন সভা-সমাবেশে উপস্থিত হবে। অজ্ঞতার ছড়াছড়ি ও দ্বীনের ব্যাপারে তাদের স্বল্প জ্ঞান থাকার দরুন তারা এ-সব কিছুই কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত পন্থায় করবে।

যখন একজন জ্ঞানী মুমিন, যাকে আল্লাহ তাআলা দ্বীনের বুঝ দিয়েছেন এবং নিজের দোষ-ত্রুটি দেখার সুযোগ দিয়েছেন ও তার সামনে মানুষের সার্বিক অবস্থা তুলে ধরেছেন, হক-বাতিল ও সুন্দর-অসুন্দরের মধ্যকার পার্থক্য করার শক্তি দিয়েছেন; সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ ও প্রবৃত্তিপূজারি এবং দুনিয়ার স্বার্থে পরকালের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনকারী ব্যক্তিদের সামনে সঠিক বিষয়ে আমল করাকে সে নিজের জন্য আবশ্যক করে নেবে; এ-সব লোকেরা যখন দেখবে, কেউ তাদের কাজকর্মের বিপরীতে হাঁটছে, তখন সেটি তাদের জন্য কষ্টের কারণ হবে—ফলে তারা তার বিরোধিতায় উঠেপড়ে লাগবে, তার

[৩] *আস-সুনান*, ইবনু মাজাহ : ৪০১৪; *আস-সুনান*, তিরমীযী : ৩০৫৮। এর সনদে কিছুটা দুর্বলতা আছে। তবে ধৈর্য বিষয়ক অংশটি অন্য দুই হাদীসের সমর্থন থাকায় প্রামাণিকতার পর্যায়ে উন্নীত। -সম্পাদক

ছিদ্রান্বেষণে মত্ত হবে; সেই লোকের নিজের পরিবারের লোকেরাও তাকে নিয়ে চেঁচামেচি করবে, তার ভাই-বেরাদারেরা তাকে নিয়ে উৎকণ্ঠিত হবে; মানুষজন তার সাথে লেনদেন করতে আগ্রহবোধ করবে না; বৃত্তিপূজারি ও অসৎ লোকজন তার বিরোধিতায় নিমগ্ন হবে; যেহেতু সে-সময় অধিকাংশ মানুষজনই ফিতনাগ্রস্ত ও গোমরাহিতে নিমজ্জিত হয়ে থাকবে, ফলে দ্বীন পালন করার স্বার্থে তাকে নিঃসঙ্গ হয়ে যেতে হবে; সমাজের বেশিরভাগ মানুষের জীবনাচার নষ্ট হয়ে যাবার কারণে লেনদেনের ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি একাকী হয়ে পড়বে; মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধ ও সঙ্গ বিনষ্ট হবার দরুন লোকদের সাথে মিলেমিশে বসবাস করার ক্ষেত্রে সে অসহায়ত্বের শিকার হবে—মোটকথা ইহজাগতিক ও পরকালীন প্রতিটি বিষয়ে নিঃসঙ্গ ও অসহায় হয়ে যাবে; চলার পথে সে এমন কোনো সহমর্মীকে খুজে পাবে না, যে তার দুঃখ বুঝবে; এমন কোনো সহযোগীর দেখা পাবে না, যার কাছে গিয়ে প্রাণ শীতল করবে—এমন ব্যক্তিই হলো গুরাবাদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, সে হবে অসৎ লোকদের ভিড়ে সততা অবলম্বনকারী, অজ্ঞ লোকদের মাঝে জ্ঞানের ঝাণ্ডাধারী, মূর্খ লোকদের ভেতর সহিষ্ণুতা ধারণকারী; সে হবে দুঃখ-ভারাক্রান্ত—খুব কমই আনন্দ-ফুর্তিতে লিপ্ত; কেমন যেন সে কারাবন্দি কোনো কয়েদি—অত্যধিক ক্রন্দনে ডুবে-থাকা ব্যক্তি; সে হবে অপরিচিত সেই মুসাফিরের মতো, যাকে কেউ চেনে না; কেউ তাকে সহমর্মিতা জানাতে আসে না, অচেনা লোকে তাকে দেখে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলেছিলেন, "অচিরেই আবার তা অপরিচিত ও নিঃসঙ্গ হয়ে যাবে"—মূলত এটাই হলো তার মর্মার্থ। এই বিষয়ে আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

গরিবরা নীরবে অশ্রু প্লাবিত করে

[১১] মুহাম্মাদ ইবনু হুসাইন রহিমাহুল্লাহ বলেন, তুমি যদি নির্জন স্থানে গুরাবার সাক্ষাত লাভ কর, তা হলে দেখবে, সে বসে বসে চোখের জল ফেলছে, সাথে তপ্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাসও ছাড়ছে—তার চেহারায় বিষণ্নতার ছাপ ফুটে উঠছে। যদি তুমি তাকে দেখে চিনতে না পার, তা হলে মনে করে বসবে, লোকটি বোধ হয় তার কোনো প্রিয়জনকে হারিয়ে এভাবে কাঁদছে। কিন্তু তুমি যা ভাবলে বিষয়টা এর পুরোই উল্টো। এই লোকটি তার কোনো প্রিয়জনকে হারিয়ে এভাবে কাঁদছে না, সে তার দ্বীনের ব্যাপারে ভয় করে এভাবে চোখের জল ফেলছে। যদি তার দ্বীন ঠিক থাকে, তা হলে দুনিয়ার সব সম্পদ চলে গেলেও সে কোনো আক্ষেপ করবে না। কারণ, সে তার দ্বীনকেই মূল পুঁজি

বানিয়েছে, যার ব্যাপারে সে শঙ্কিত।

হাসান রহিমাহুল্লাহু বলেছেন, 'একজন মুমিনের মূল পুঁজিই হলো তার দ্বীন। সে যেখানেই যায়, এই মূল পুঁজিকে সাথে করে নিয়ে যায়। সে একে কারও কাছে গচ্ছিত রাখে না, আবার বাড়িতেও রেখে আসে না।' [৪]

গরিবদের উদ্দেশ্য কেবল প্রভুর ভালোবাসা

[১২] ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ রহিমাহুল্লাহ প্রভুর দিকে গরিবদের চলার ধরনকে কবিতায় বলেছেন—

لِطُرُقُ شَتَّى وَطَرِيقُ الْحَقِّ مُنْفَرِدٌ ... وَالسَّالِكُونَ طَرِيقَ الْحَقِّ أَفْرَادٌ

لَا يَطْلُبُونَ وَلَا تُطْلَبُ مَسَاعِيهِمْ ... فَهُمْ عَلَى مَهْلٍ يَمْشُونَ قُصَّادٌ

وَالنَّاسُ فِي غَفْلَةٍ عَمَّا لَهُ قَصَدُوا ... فَجُلُّهُمْ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ رُقَّادٌ

এই দুনিয়ায় পাবে তুমি
অনেক পথের দেখা,
এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে
কত রকম রেখা।

সঠিক পথের রেখা তবে
একটা হয়ে থাকে,
সেই পথেতেই হাঁটে গরিব
নিঃস্ব বলে যাকে।

কারও কাছে চায় না কিছু
চলে চুপি চুপি,
নিজের মতোই কাটায় জীবন
নিঃস্বতাকে লুফি।

[৪] অর্থাৎ একজন মুমিনের দ্বীন তার সাথে সব সময় থাকবে। সে অল্প সময়ের জন্য দ্বীনশূন্য হবে না।—সম্পাদক

লোক সকলে গাফেল হয়ে
রইছে পড়ে দূরে,
হাঁটছে তারা ভিন্ন পথে
গাইছে ভিন্ন সুরে।

গুরাবারা অন্ধকারে কান্না করে

[১৩] আবু আলী রহিমাহুল্লাহু গুরাবাদের নিজের জন্য ক্রন্দন করা বিষয়ে আবৃত্তি করেন—

نَسَجْتُ مِنَ الْأَحْزَانِ شِعْرًا فَقُلْتُهُ ... لِأَنِّي غَرِيبٌ وَالْغَرِيبُ حَزِينُ

وَلَينِي دَهْرِي فَلَوْ كُنْتُ جَلْمَدًا ... لَلِنْتُ وَكُلٌّ لِلْبَلَاءِ يَلِينُ

فَلَا تَعْجَبُوا مِنْ أَنَّة بَعْدَ زَفْرَةٍ ... لِكُلِّ غَرِيبٍ فِي الظَّلَامِ أَنِينُ

দুঃখ ভারে ক্লান্ত হয়ে
বলছি কাব্যাকারে,
গরিব আমি দুঃখী আজি
জগত সংসারে।

যুগের ঝড়ে হলাম আমি
যেন ভাঙ্গা গাছ,
হৃদয় গলে যখন সেথায়
লাগে দুঃখের আঁচ।

অবাক হবার কিছুই নেই
আমার কান্না দেখে,
সব গরিবই কান্না করে
কালো আঁধার থেকে।

কান্না গুরাবাদের সৌন্দর্য

[১৪] মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন রহিমাহুল্লাহু বলেন, আমি অনেক বছর যাবৎ সাদা মোজা পরিহিত একজন বৃদ্ধ লোককে দেখেছি। সেই বৃদ্ধ সম্পর্কে আমাকে সংবাদ দেওয়া হলো, তিনি দামেশকের একজন যুবক ছিলেন। অনেক বছর যাবৎ জেলখানায় জুলুম-নির্যাতন সহ্য করেছেন। তিনি অসহায় ও নিঃস্ব অবস্থায় দুটি কবিতা আবৃত্তি করেছেন। সেই কবিতা-দুটি চক্ষু শীতল করে দেয়, হৃদয়কে ঠান্ডা করে দেয়—

غَرِيبٌ يُقَاسِي الْهَمَّ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ ... فَيَا رَبِّ قَرِّبْ دَارَ كُلِّ غَرِيبِ

وَأَنَا الْغَرِيبُ فَلَا أُلَامُ عَلَى الْبُكَا ... إِنَّ الْبُكَا حَسَنٌ بِكُلِّ غَرِيبِ

নিঃস্ব আমি অসহায়-ভূমে
কষ্ট বহন করি,
ওহে রব তুমি ভাসাও আমার
ছোট্ট সুখের তরী।

গরিব আমি সদাই কাঁদি
ক্রন্দনে নাই লাজ,
গরিবের লাগি ক্রন্দনরাজি
দেহাবরণের সাজ।

গুরাবাদের কারণেই আল্লাহ রিযিক দান করেন

[১৫] মুহাম্মাদ ইবনু জাফর রহিমাহুল্লাহ মনের মাধুরী মিশিয়ে আবৃত্তি করেছেন—

إِنَّ الْغَرِيبَ لَهُ اسْتِكَانَةُ مُذْنِبٍ ... وَخُضُوعُ مَدْيُونٍ وَذُلُّ مُرِيبِ

إِنَّ الْغَرِيبَ وَإِنْ أَقَامَ بِبَلْدَةٍ ... يُجْبِي اللهُ خَرَاجَهَا لِغَرِيبِ

গুরাবারা নত থাকে অপরাধীর মতো
ঋণগ্রস্ত হলে লোকে লুকিয়ে থাকে যত,
গুরাবারা জগত জুড়ে যে-এলাকায় থাকে,
দয়ার প্রভু সেইখানেতে রিযিক দিয়ে রাখে।

গরিব হয়েই বেঁচে থাকো

[১৬] আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার শরীরের এক অংশে স্পর্শ করে ইরশাদ করেছেন—

يَا ابْنَ عُمَرَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ , وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ

> *"হে ইবনু উমর, তুমি দুনিয়াতে এমনভাবে বসবাস করবে, যেন তুমি 'গরিব' বা মুসাফির। আর তুমি নিজেকে কবরবাসীদের কাতারে গণ্য করবে।"* [৫]

নিজেকে কবরবাসীদের কাতারে গণ্য করবে

[১৭] মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহু বর্ণনা করেন, ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার শরীরের এক অংশে স্পর্শ করে ইরশাদ করেছেন—

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ , وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ

> *"হে ইবনু উমর, তুমি দুনিয়াতে এমনভাবে বসবাস করবে, যেন তুমি 'গরিব' বা মুসাফির। আর তুমি নিজেকে কবরবাসীদের কাতারে গণ্য করবে।"* [৬]

মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহু বলেন, অতপর ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বলেছেন,'যখন তুমি সকালে উপনীত হবে, তখন বিকেলে উপনীত হতে পারবে, এমনটা ভেবো না। আর যখন বিকেলে উপনীত হও, তখন সকালে উপনীত হতে পারবে কি না, তা নিয়ে ভেবো না। মৃত্যুর পূর্বে জীবিত থাকাকে নিয়ামত মনে করবে। অসুস্থ হওয়ার আগে সুস্থতাকে নিয়ামত মনে করবে। হে আবদুল্লাহ, আগামীকাল তোমার নাম কী হবে, তা তো তোমার জানা নেই। [৭]

---

[৫] *আস-সুনান*, ইবনু মাজাহ : ৪১১৪; *আল-মুসনাদ*, আহমদ : ২/৪১

[৬] *আস-সুনান*, তিরমিযী : ২৩৩৩; *শরহুস সুন্নাহ*, বাগাবী : ১৪/২৩১। উক্ত হাদীসে "আর তুমি নিজেকে কবরবাসীদের কাতারে গণ্য করবে।" এই অংশটুকু ছাড়া বাকিটুকু সহীহ। কারণ অন্যান্য যেসব সনদের উপস্থিতিতে এই হাদীসের শক্তি অর্জিত হচ্ছে তাতে এই অংশটুকু নেই। -সম্পাদক

[৭] অর্থাৎ, তুমি কি সৌভাগ্যবান হবে, নাকি দুর্ভাগ্যবান, তোমার অবস্থা জীবিত হবে নাকি লাশ, তা তোমার অজানা।

দুনিয়া থেকে আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহ করবে

[১৮] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার শরীরের এক অংশে স্পর্শ করে ইরশাদ করেছেন—

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ ، وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ

> *"হে ইবনু উমর, তুমি দুনিয়াতে এমনভাবে বসবাস করবে, যেন তুমি 'গরিব' বা মুসাফির। আর তুমি নিজেকে কবরবাসীদের কাতারে গণ্য করবে।"*

মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বললেন, 'হে মুজাহিদ, যখন বিকেলে উপনীত হবে, তখন সকালে উপনীত হতে পারবে, তা ভেবো না। যখন তুমি সকালে উপনীত হবে, তখন বিকেলে উপনীত হতে পারবে, এমনটা মনে কোরো না। তুমি তোমার দুনিয়া থেকে আখেরাতের (পাথেয়) সংগ্রহ করবে।' [৮]

আল্লাহর ইবাদাত যেভাবে করতে হবে

[১৯] ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার শরীরের একটি অংশে স্পর্শ করে বলেছেন—

اعْبُدِ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، وَكُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ عَابِرُ سَبِيلٍ

> "তুমি আল্লাহর ইবাদাত এমনভাবে করবে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখে-দেখেই ইবাদাত করছ। আর দুনিয়াতে একজন মুসাফিরের মতো বসবাস করবে।" [৯]

সুতরাং দুনিয়ার পেছনে অত ঘুরে লাভ নেই। (*ফাতহুল বারী* : ১১/২৩৫)—সম্পাদক

[৮] *হিলইয়াতুল আউলিয়া*, আবূ নুয়াইম : ৩/৩০১

ইবনু রজব হাম্বলী রাহ. এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, 'দুনিয়ায় বেশি আশা পোষণ না করার বিষয়ে এটি মূল হাদীস। একজন মুমিনের জন্যে এটা শোভা পায় না যে, সে দুনিয়াকে তার আবাসভূমি ও বিশ্রামের স্থল হিসেবে গ্রহণ করে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করবে। বরং দুনিয়াতে এমনভাবে বসবাস করা উচিত, যেন সে সফর অবস্থায় আছে। নবীগণ ও তাদের অনুসারীরাও এমন অসিয়তই করে গিয়েছেন। (*জামিউল উলূমি ওয়াল হিকাম*, ইবনু রজব হাম্বলী : ৩৫৭) —সম্পাদক

[৯] *আল-মুসনাদ*, আহমদ : ২/১৩২ (হাদীস নং: ৬১৫৬); *হিলইয়াতুল আউলিয়া*, আবূ নুয়াইম : ৬/১১৫। সনদ সহীহ।

কবির আকুতি

[২০] আবদুল্লাহ ইবনু হুমাইদ আল মুআদ্দিবু রহিমাহুল্লাহু আবৃত্তি করেন—

أَيُّهَا الْغَافِلُ فِي ... ظِلِّ نَعِيمٍ وَسُرُورِ

كُنْ غَرِيبًا وَاجْعَلِ الدُّ ... نْيَا سَبِيلًا لِلْعُبُورِ

وَاعْدُدِ النَّفْسَ طُوَالَ ... الدَّهْرِ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ

وَارْفُضِ الدُّنْيَا وَلَا ... تَرْكَنْ إِلَى دَارِ الْغُرُورِ

আয়েশমত্ত ওহে গাফেল,
গরিব হয়ে যাও,
দুনিয়াকে আখিরাতের
পথ বানিয়ে নাও।

কবরবাসী ভাবো তোমায়
বাঁচবে যত দিন,
দুনিয়াকে ত্যাজ্য করো—
দুনিয়া থাকুক লীন।

দুনিয়া হলো ধূসর এক মরীচিকা

[২১] মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন রহিমাহুল্লাহু বলেন, 'যদি কেউ বলে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস—"তুমি দুনিয়াতে এমনভাবে বসবাস করবে, যেন তুমি গরিব বা মুসাফির।"—এ-হাদীসের ব্যাখা কী? তখন উত্তরে বলা হবে, এ-হাদীস সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। তবে ব্যাখাটি এমনও হতে পারে, মনে করুন, এক ব্যক্তি মুকিম অবস্থায় আছে, তার অনেক সম্পদ রয়েছে; স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, চাকর-বাকরসহ সব কিছু আছে। খাবার-দাবারের কোনো কমতি নেই—দুঃখের কোনো আলামতও নেই তার জীবনে। বিন্দু বিন্দু সুখের ছোঁয়াতে তার জীবন চলছিল। সুখ-পাখিটির মতো আনন্দ নিয়ে চলাফেরা করে সে। কোনো দিনও দুঃখের একটু

বাতাসও বয়ে যায়নি তার জীবন-জমিনে। একদিন তার সফর করার প্রয়োজন হলো। সুদূর কোনো এক গ্রামে মরুভূমি ভেদ করে সফরে যেতে হবে তাকে। সফরের সব কিছু ঠিকঠাক করে সফরের জন্য নিজ ঘর থেকে বের হলো সে।

অনূর্বর মরুভূমি। এবড়ো-থেবড়ো পথেই চলছে লোকটি। তার গন্তব্যে পৌঁছুতে এখনো অনেক দিন লাগবে। সফরের পথ শেষ হয়ে ক্লান্তির সূর্যটা ডুবতে এখনো কত দিন লাগবে, তাও লোকটির কাছে অজানা। ঠিক তখনই সে দেখতে পেল, সফরের জন্য যা কিছু সাথে নিয়ে এসেছে, তার অধিকাংশটুকু শেষ। আবার সে এমন এক মরুভূমিতে আছে, যা তার অচেনা ও অজানা। এবার সে চিন্তিত হলো। দুশ্চিন্তায় আকর্ষণীয় চেহারায় বিষণ্ণতার ছাপ ফুটে উঠল। টানাটানা চোখে হতাশার মলিনতা প্রবল হয়ে উঠল। তখন সে স্থির করল, আর না; এবার আমি আমার নিজ দেশে ফিরে যাব। ফেরার স্পৃহা নিয়ে চলতে শুরু করল সে। ধীরে-ধীরে তার সব খাবারই ফুরিয়ে যাচ্ছে। কাপড়চোপড়ও শেষ হয়ে গিয়েছে— সতর আবৃত করার মতো কিছু কাপড়মাত্র বাকি আছে। পাত্র হিসেবে আছে একটি পানির পাত্র। সে বিষণ্ণ মনে চলতে লাগল। ক্রমাগত তার দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে যাচ্ছে। রাতের আঁধারে নির্ঘুম রাত্রি কাটানোর সময় মাঝে-মাঝে চোখের জলও টুপ করে পড়ে যায় গাল বেয়ে। মরুভূমির উত্তপ্ত গরম থেকে বাঁচার জন্য রাতে না ঘুমিয়ে পথ চলে সে। চলার পথে তার মনে পড়ে যায়, সুখের দিনের কথা—সেখানে কত সুখ লুকিয়ে ছিল! এ-সব ভেবে-ভেবেই সে তার কাছে যা আছে, তা নিয়েই পথ চলছে। রাতের আঁধারে সে উপত্যকা বা গিরিপথে সফর করে আর দিনের বেলায় পাহাড়ে বা মাটির উপর পাতা বিছিয়ে বিশ্রাম নেয়। চলার পথে মন যা চায়, সে সে-দিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ করে না। এই কষ্টের ওপর ধৈর্যধারণ করার জন্য নিজেকে নিজে নসিহত করে বলে—'একটু ধৈর্য ধরো, তোমাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। দুখের পরে সুখ আসবে, ইনশাআল্লাহ!'

সে যখন পথ চলতে থাকে, তখন দু চোখের কোণ বেয়ে বিন্দু বিন্দু জল গড়িয়ে পড়ে—দীর্ঘ তপ্ত শ্বাসও বের হয়ে আসে ভেতর থেকে। তার সাথে কেউ খারাপ ব্যবহার করলে, সে পাল্টা খারাপ ব্যবহার করে না। কেউ কষ্ট দিলে একে কোনো কষ্টই মনে করে না। তাকে কেউ না চিনলেও সে-দিক কোনো কামনা নেই তার। সে তার মতোই চলছে। কারও কাছে নিজের সফরের সামানাপত্রের জন্যও হাত পাতছে না। ব্যস, তার জন্য দুনিয়ার সব কষ্ট-ক্লেশ সহজ হয়ে গেল। অবশেষে একদিন মুসাফির লোকটি সফর শেষ

করে আপন ভূমিতে ফিরে এলো।

একজন প্রকৃত জ্ঞানী মুমিন, যিনি কেবল আখিরাতকেই কামনা করেন এবং দুনিয়ার প্রতি তার লোভ কম, তাকে বলা হবে—আপনি এই মুসাফিরের মতো দুনিয়াতে বসবাস করুন, যে কেবল সফরে তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের প্রতি মনোযোগী ছিল—সফরে সে অন্য কোনো বস্তুর প্রতি মনোযোগী হয়নি। ওহে মুমিন, আপনি যদি নিজেকে এই দুনিয়ায় গরিব-মুসাফির মনে করতে পারেন, তা হলে দুনিয়া আপনার কাছে একেবারে তুচ্ছ ও মরীচিকা মনে হবে। দুনিয়ার সফর শেষে আপনিও পৌঁছে যাবেন মানযিলে মাকসুদে—জান্নাতের সুখময় উদ্যানে; অনাবিল এক সুখের জায়গাতে। সে-দিন এই ধূসর মরীচিকাময় দুনিয়ার সফরে আপনার দুঃখ-কষ্ট এবং তাতে ধৈর্যধারণ করার ওপর প্রশংসা করবেন। খুশির হাসি দিয়ে ভুলে যাবেন দুনিয়ায় ভোগ-করা সব গ্লানি ও কষ্টের কথা।

ধৈর্যধারণ করা হলো গরিবের স্তরে পৌঁছার মাধ্যম

[২২] মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন রহিমাহুল্লাহু বলেন, যে ব্যক্তি সত্যিকার গুরাবাদের স্তরে পৌঁছুতে চায়, সে যেন তার পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের রূঢ় আচরনের সম্মুখীন হলেও ধৈর্যধারণ করে।

যদি কারও মনে এমন প্রশ্ন জেগে ওঠে যে, আমি যদি আমার পরিবারের কাছে প্রিয় হয়ে থাকি, যারা আমার সাথে কখনোই রূঢ় আচরণ করে না, তা হলে আমি কি গুরাবার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছতে পারব না?

এর উত্তরে বলা হবে, আপনার পরিবার যদি দ্বীন থেকে দূরে সরে থাকে, ধূসর দুনিয়া যদি তাদেরকে একেবারে ঘিরে ফেলে, প্রবৃত্তির অনুসরণে তারা যদি থাকে ডুবন্ত, তখন যদি আপনি তাদের বিরোধিতা না করেন, বরং এই দুনিয়ায় তাদের সব চাহিদা বা শরীয়তবিরোধী সব কাজ পূরণ করে দেন, তা হলে আপনি তো আপনার পরিবার-পরিজনের শুধু কাছের বা প্রিয় হবেন না, বরং আপনি হবেন তাদের গুরু। আর যদি আপনি তাদেরকে দ্বীনের দিকে দাওয়াত দেন বা ইসলামের সঠিক পথে চলতে বলেন, শরীয়তবিরোধী বিভিন্ন কাজকর্ম করতে নিষেধ করেন, তা হলে তারা আপনার সাথে রূঢ় আচরণ শুরু করে দেবে। আপনার আপন বাবা-মা আপনার থেকে আলাদা হয়ে যাবে। আপনার প্রিয়তমা স্ত্রীও আপনার থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার কথা বলবে। আপন

ছেলেমেয়েরা আপনাকে মূল্যায়ন করবে না, অযথা আপনাকে বকাঝকা করবে। ভাই-বোনেরাও আপনার ধারেকাছে আসবে না তখন।

এমন পরিস্থিতিতে আপনি হয়ে যাবেন একা—গুরাবাদের অর্ন্তভুক্ত; সঙ্গহীন একজন মানুষ। নীড়হারা পাখির মতোই আপনি এ-জগতে তখন হবেন অসহায়। আপনার ভাই, বোন, মা-বাবা কেউই আপনার সাথে থাকল না। আপনাকে সঙ্গ দেওয়ার মতো এখন আর কেউ নেই। এমন হলে বুঝবেন, আপনি আল্লাহর পথে চলতে শুরু করলেন। যে-পথে আপনার সাথে কেউ থাকবে না। তখন আপনি একজন গরিব মানুষ, যার সাথে কেউ না থাকলেও আল্লাহ আছেন। আপনার প্রিয়জনরা আপনাকে এভাবে ছেড়ে যাওয়াতে আপনি দুঃখ পাবেন না সামান্যও।

আপনি বাকি জীবনটা একা পথে চলতে শুরু করলেন। ঐ যে, সুদূরে ছোট্ট একটি কুটিরেই আপনার বসবাস। জীবনটা এভাবে কেটে যাচ্ছে কেবলই আল্লাহ তাআলার জন্য। রাত-দিন আল্লাহর ইবাদাত করছেন। এই তো আর কটা দিন, তারপর তো সুখের ভূমি খুঁজে পাবেন—এ-সব বলে মনকে আশা দিয়েই কাটাচ্ছেন একাকীত্বের রাত্রিগুলো। হ্যাঁ, কেবল আল্লাহর জন্য জীবনের কষ্টের দিনগুলোর বিনিময়ে আপনি পাবেন সুখের দিন, সুখের বিশাল ভূমি। সেখানে থাকবে কেবল সুখ আর সুখ। আখেরাতের সেই সুখের দিনে আপনি একা থাকবেন না। আপনার সাথে থাকবে হাজারও হুর-পরি—যাদেরকে দেখে আপনি ভুলে যাবেন দুনিয়ার যত কষ্ট, ব্যথা-বেদনা। সে-দিন আপনি হাসবেন সুখের হাসি, তৃপ্তির হাসি। আপনি যা প্রত্যাশা করবেন, তা-ই পাবেন সেখানে। কোনো কিছুর অভাব হবে না।

ধূসর দুনিয়াতে ছোট্ট কুটিরে থাকার দুঃখটা ভুলে যাবেন পরকালের সেই সুখের বাড়িটির প্রথম দর্শনেই। সে-দিন মুখে এক চিলতি হাসিও ফুটবে আপনার। তখন হয়তো বলবেন, এত সুখ আমি কোথায় রাখবো! আপনার সে-সুখ ক্ষণস্থায়ী না। আপনার সে-সুখ হবে আজীবনের। দুনিয়ার কষ্টটা তো ছিল ক্ষণিকের। যখন ফল খেতে ইচ্ছে হবে—ব্যস, দেখবেন—কত রকমের ফল, যা আপনার চোখ কখনোই দেখেনি, মনও কখনো কল্পনা করতে পারেনি। গলা শুকিয়ে গেলে, পানির প্রয়োজন হলে আপনাকে দেওয়া হবে মধু-মিশ্রিত পানি। এক ঢোঁক পান করেই আপনি সুখের দ্বীর্ঘশ্বাস ছাড়বেন। আর মনে মনে বলবেন, আহ, মানুষ যদি দুনিয়াতে এর কথা জানত! পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে—

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

> "তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র এবং সেখানে রয়েছে মন যা চায় এবং চোখ যাতে তৃপ্ত হয়, সব। তোমরা সেখানে চিরকাল থাকবে।" [১০]

আরও বলা হয়েছে—

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ

> "তাদেরকে সিলমোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় থেকে পান করানো হবে। তার মোহর হবে মিশক। আর এর জন্য প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। আর তার মিশ্রণ হবে তাসনীম থেকে। তা এক প্রস্রবণ, যা থেকে নৈকট্যপ্রাপ্তরা পান করবে।" [১১]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ ، وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ، لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ، وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ، وَحُورٌ عِينٌ ، كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ،جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

> "তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির-কিশোরেরা। পানপাত্র কুঁজা ও খাঁটি সুরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে থাকবে, যা পান করলে তাদের শিরঃপীড়া হবে না এবং বিকারগ্রস্তও হবে না। সেখানে উপস্থিত হবে তাদের পছন্দমতো ফল-মূল নিয়ে, রুচিমতো পাখির গোশত নিয়েও। সেখানে থাকবে আনতনয়না হুরগণ, যাদের আবরণ রক্ষিত মোতির ন্যায়। (এটা হলো) দুনিয়াতে তাদের করা আমলের পুরস্কার।" [১২]

দুনিয়াতে নীড়হারা পাখির মতো চলবে

[২৩] মুহাম্মাদ ইবনু মুআবিয়া রহিমাহুল্লাহু বলেন, আমাকে খুরাসানের এক যুবক

---

[১০] সূরা যুখরুফ : ৭১

[১১] সূরা মুতাফফিফীন : ২৫-২৮

[১২] সূরা ওয়াকিয়া : ১৭-২৪

বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা পূর্বের কোনো নবীর নিকট এ-মর্মে ওহী প্রেরণ করলেন যে, যদি তুমি সংরক্ষিত কোনো স্থানে আমার সাক্ষাত কামনা কর, তা হলে তুমি দুনিয়াতে চিন্তিত ও একাকিত্ব অনুভব করে বসবাস করো— যেমন একাকী শহরে নীড়হারা পাখি নীল আকাশে একাই ওড়ে, যেখানে আর অন্য পাখিদের মিলনমেলা ঘটে না। ঐ নীড়হারা পাখিটি গাছের সর্বোচ্চ শিখরের পাতা খেয়ে বেঁচে থাকে, পড়ন্ত বিকেলে সে তার বাসায় ফেরে একাই। যে-বাসাটির পাশে অন্য কোনো পাখির কিচিরমিচির ডাক শোনা যায় না, আবার মানুষেরও কোনো আওয়াজ নেই সেখানে। পাখিটি সেখানে চুপটি করে রাত কাটিয়ে দেয় একা-একা। ঠিক তেমনি তুমিও এভাবে একা-একা দুনিয়াতে গুরাবাদের দলভুক্ত হয়েই থাকো। আনন্দ-ফুর্তিতে মেতে উঠো না। তবেই তুমি সহজে আমার সাক্ষাত লাভ করতে পারবে।

গরিব যদি আল্লাহর কাছে কিছু চেয়ে কসম করে তিনি তা পূরণ করেন

[২৪] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

طُوبَى لِعَبْدٍ مُغْبَرَّةٌ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ شَاعِثٌ رَأْسُهُ، إِنْ كَانَتِ السَّاقَةُ كَانَ فِيهِمْ وَإِنْ كَانَ الْحَرَسُ كَانَ فِيهِمْ إِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ، وَإِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، طُوبَى لَهُ ثُمَّ طُوبَى لَهُ

> *"সুসংবাদ ঐ বান্দার জন্য, যে আল্লাহর রাস্তায় তার পা-কে ধুলোয় ধূসরিত করেছে। তার চুল উস্কখুস্ক। সৈন্যবাহিনী থাকলে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়, আর যদি পাহারার প্রয়োজন পড়ে, সেখানেও সে পাহারাদারদের দলভুক্ত হয়। যদি সে কোনো সুপারিশ করে, তার সুপারিশ গৃহীত হয় না। (কারণ, সে বান্দা খুবই সাধারণ মুমিন। অত পরিচিত না।) আবার কোনো কিছুর অনুমতি চাইলেও অনুমতি দেওয়া হয় না। সুসংবাদ তার জন্য, সুসংবাদ তার জন্য।"* [১৩]

---

[১৩] শরহুস সুন্নাহ, বাগাবী : ১৪/২৬২। সনদ সহীহ।

গরিব যদি কসম করে আল্লাহ তা পূরণ করেন

[২৫] আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

رُبَّ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَأَبَرَّهُ

> *"ধুলোমিশ্রিত, দু-খানা ছেঁড়া বস্ত্রপরিহিত অনেক গরিব বান্দা রয়েছে, যাদেরকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এরকম বান্দা যদি আল্লাহর কসম করে কিছু বলে বসে, তা হলে আল্লাহ তাআলা তা পূর্ণ করেন।"* [১৪]

জান্নাতের মালিক যারা হবেন

[২৬] মুআজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহুআনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ مُلُوكِ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟

> *"আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতের মালিকদের বিষয়ে সংবাদ দেব না?"*

আমি বললাম, 'জি, আল্লাহর রাসূল!'

তখন তিনি বললেন—

كُلُّ ضَعِيفٍ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَأَبَرَّهُ

> *"দু-খানা ছেঁড়া বস্ত্র পরিহিত প্রত্যেক এমন দুর্বল বান্দা, যাদেরকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না—এরকম বান্দা যদি আল্লাহর কসম করে কিছু বলে বসে, তা হলে আল্লাহ তাআলা তা পূর্ণ করেন।"* [১৫]

---

[১৪] *হিলয়াতুল আওলিয়া*, আবূ নুয়াইম : ১/৭। এর সনদে দুর্বলতা আছে। তবে ইমাম তিরমিযী রাহ. এই হাদিসটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। (*তিরমিযী* : ৩৮৫৪)-সম্পাদক

[১৫] এই হাদীসের সনদেও কিছুটা দুর্বলতা আছে। তবে এতে তেমন সমস্যা নাই। কারণ বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, বাইহাকী, তাবারানী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ সাহাবী হারিসা বিন ওয়াহব রা. থেকে অনুরূপ অর্থের হাদীস বর্ণনা করেছেন।–সম্পাদক

কসম পূরণের একটি ঘটনা

[২৭] যুননূন মিসরী রহিমাহুল্লাহ্ বলেন, আমরা একবার মক্কায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে সমুদ্রপথে রওনা করলাম। আমাদের জাহাজে ছেঁড়া বস্ত্রপরিহিত এক আল্লাহর বান্দাও রওনা করলেন। জাহাজে চুরির ঘটনা ঘটায় দোষী ব্যক্তিকে পাকড়াও করতে লটারি করা হল। এতে সেই ব্যক্তি দায়ী বলে সাব্যস্ত হলো।

আমি তাকে জানালাম, 'লোকজন তো আপনাকে সন্দেহ করছে।'

তিনি বললেন, 'তারা আমাকে দোষারোপ করছে?'

আমি বললাম, 'জি। আপনাকেই দোষারোপ করছে।'

তখন তিনি আকাশের দিকে তাকালেন। আল্লাহর আরশের দিকে চোখ-দুটোকে তাক করে বলতে লাগলেন, 'আমি তোমার উপর কসম করলাম হে প্রভু, আমি তোমার নিকট কসম করলাম। সমুদ্রে যে-সব মণিমুক্তা আছে, মাছের মাধ্যমে বের করে দেখিয়ে দাও।'

তার কথা শেষ হতেই দেখা গেল, সমুদ্রের পেট চিরে মুখের ভেতর মণিমুক্তা নিয়ে কিছু মাছ উঠে এলো। তারপর সে ওদিকে কিছু একটা নিক্ষেপ করতেই সেগুলো আবার প্রস্থান করল।

আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদের কবিতা

[২৮] আবদুল্লাহ বিন হুমাইদ আল মুআদ্দাব রহিমাহুল্লাহ্ কবিতা আবৃত্তি করেন—

رُبَّ ذِي طِمْرَيْنِ نِضْوٍ ... يَأْمَنُ الْعَالَمُ شَرَّهْ

لَا يُرَى إِلَّا غَنِيًّا ... وَهُوَ لَا يَمْلِكُ ذَرَّهْ

ثُمَّ لَوْ أَقْسَمَ فِي شَيْءٍ ... عَلَى اللهِ أَبَرَّهْ

এমন অনেক ব্যক্তি আছে
মলিন কাপড় গায়ে,
তার কষ্ট পায় না কেউই—
ডানে কিবা বায়ে।

দেখলে তাকে হবে মনে
আছে অনেক টাকা,
আসলে সে মস্ত ফকির
পকেট যে তার ফাঁকা।

এমন লোকে কসম করে
যদি বলে কিছু,
আল্লাহ সেটা পূরণ করেন
হয় না যে সে নিচু।

সাধাসিধে চলা ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ

[২৯] মুআবিয়া ইবনু কুররা রহিমাহুল্লাহু বলেন, প্রিয় সাহাবী কাব রাদিয়াল্লাহুআনহু বললেন, 'তাদের জন্য সুসংবাদ! তাদের জন্য সুসংবাদ!' তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'হে আবু ইসহাক, কাদের জন্য সুসংবাদ?'

উত্তরে তিনি বলেন, 'তাদের জন্য সুসংবাদ, যারা স্বাভাবিক চলাফেরা করে। যখন তাদেরকে কোনো মজলিসে আহ্বান করা হয়, তারা সেখানে উপস্থিত হয় না। যখন তাদেরকে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া হয়, তখন তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। আবার যখন তারা দুনিয়া ছেড়ে পরপারে পাড়ি জমান, তখন তাদের অনুপস্থিতি কেউ অনুভব করে না।'

ছেঁড়া বস্ত্রপরিহিত যুবক

[৩০] আবুল ফাজল আস সিকলী রহিমাহুল্লাহু বলেন, একদিন আমি মলিন বস্ত্রপরিহিত একজন যুবককে রাস্তায় দেখতে পেলাম। আমি সে-যুবকের দিকে অতটা ভালো চোখে তাকাচ্ছিলাম না। তাকে আমার কিছুই মনে হয়নি। তখন ঐ যুবক ছেলেটি আমার দিকে তাকালো। আনত নয়নে, বিনীতসুরে সে আবৃত্তি করতে লাগল—

لَا تَنْأَ عَنِّي بِأَنْ تَرَى خِلَقِي ... فَإِنَّمَا الدُّرُّ دَاخِلُ الصَّدَفِ

عِلْمِي جَدِيدٌ وَمَلْبَسِي خَلَقٌ ... وَمُنْتَهَى اللُّبْسِ مُنْتَهَى الصَّلَفِ

আমার মলিন পোশাক দেখে
বাঁকা চোখে তাকিও না,
এ-দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী
সে-কথাটা ভুলিও না।

মানুষ আমি ঠিকই আছি
হোক না পোশাক মন্দ,
দামি পোশাক থেকে আসে
অহংবোধের গন্ধ।

আবুল ফাজল আস সিকলি রহিমাহুল্লাহু বলেন, ‘আমি এটা শুনে তার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। ভাবনার সাগরে কিছুক্ষণ হাবুডুবু খেলাম। সত্যিই মানুষকে তার ওপর অংশ দেখে চেনা যায় না। অনুমানও করা যায় না, তার ভেতরে কী লুকিয়ে আছে।

যেমন মানুষ আল্লাহ তাআলার প্রিয়

[৩১] আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ أَغْبَطَ النَّاسِ عِنْدِي لَمُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَاذِ ذُو حَظٍّ مِنْ صَلَاةٍ ، أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا ، لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ ، وَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَلْقَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ حَلَّتْ مَنِيَّتُهُ وَقَلَّ تُرَاثُهُ وَقَلَّتْ بَوَاكِيهِ

“আমার কাছে সবচেয়ে ঈর্ষণীয় হলো সেই মুমিন, যার অবস্থা খুবই হাল্কা (অর্থাৎ সে স্বল্প সম্পদের অধিকারী) এবং সালাতে মনোযোগী ও উত্তমভাবে আল্লাহ তাআলার ইবাদাত সম্পাদনকারী। তার রিযিকপ্রাপ্তি ন্যূনতম প্রয়োজন অনুপাতে হয়ে থাকে। তার দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করা হয় না। এই অবস্থার ওপর সে ধৈর্যধারণ করে। অবশেষে (একসময় সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে) আল্লাহর সাক্ষাত লাভ করে এবং তার প্রত্যাশার প্রাপ্তি ঘটে। তার রেখে-যাওয়া সম্পত্তি খুব কম হয়। তার জন্য রোদন করার লোকও

তেমন থাকে না।”[১১]

যেমন হবে একজন মুমিন

[৩২] আবদুল্লাহ ইবনু হুমাইদ রহিমাহুল্লাহ দুনিয়াতে একজন মুমিনের কেমন হওয়া উচিত, সে-সম্পর্কে মনের মাধুরী মিশিয়ে আবৃত্তি করেন—

أَخَصُّ النَّاسِ بِالْإِيمَانِ عَبْدٌ ... خَفِيفُ الْحَاذِ مَسْكَنُهُ الْقِفَارُ

لَهُ فِي اللَّيْلِ حَظٌّ مِنْ صَلَاةٍ ... وَمِنْ صَوْمٍ إِذَا جَاءَ النَّهَارُ

وَقُوتُ النَّفْسِ يَأْتِي فِي كَفَافٍ ... وَكَانَ لَهُ عَلَى ذَاكَ اصْطِبَارُ

وَفِيهِ عِفَّةٌ وَبِهِ خُمُولٌ ... إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ لَا يُشَارُ

وَقَلَّ الْبَاكِيَاتُ عَلَيْهِ لَمَّا ... قَضَى نَحْبًا وَلَيْسَ لَهُ يَسَارُ

فَذَلِكَ قَدْ نَجَا مِنْ كُلِّ شَرٍّ ... وَلَمْ تَمْسَسْهُ يَوْمَ الْبَعْثِ نَارُ

সাদাসিধে জীবন নিয়ে
শূণ্যকুটিরের মালিক যিনি,
জগত মুমিনের মধ্যে থেকে
সর্বশ্রেষ্ঠ মুমিন তিনি।

রাতের আঁধারে প্রভুর কদমে
সিজদায় পড়ে কাঁদেন,
দিনের বেলায় রোযা রাখেন,
প্রভূর প্রেমে হাসেন।

নশ্বর এই ধরার বুকে
বেশি কিছু নাহি চায়,
খুব অল্প রিযিক পেলেই

[১১] আল-মুসনাদ, আবূ দাউদ তায়ালিসী : ২০৮২। সনদ যঈফ।

অনেক খুশি হয়ে যায়।

এই জীবনে লুকিয়ে আছে
সততার দামী আলো,
হোক না তাকে দুনিয়ার লোকে
বলে না তেমন ভালো।

এমন লোকের মৃত্যু হলে
কম মানুষই কাঁদে,
এমন মানুষ প্রভুর প্রিয়
হয়েছে কী আর সাধে!

দুনিয়ার এই গুরাবা শ্রেনী
মন্দ থেকে মুক্ত রবে,
কাল হাশরে যখন কি না
নিজেকে নিয়ে ভাববে সবে।

গুরাবারা আল্লাহ তাআলার প্রিয়জন

[৩৩] আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, 'আল্লাহ তাআলার কাছে গুরাবা-শ্রেণির লোকেরা সবচেয়ে বেশি প্রিয়।'

তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'গুরাবার পরিচয় কী?'

উত্তরে তিনি বললেন, 'গুরাবা হলো সে-সকল লোক, যারা (দ্বীনদারিতা বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কায়) আপন দ্বীন সাথে করে পালিয়ে বেড়ায়। কিয়ামতের দিন তারা ঈসা আলাইহিস সালাম-এর কাছে গিয়ে একত্রিত হবে।' [১৭]

সাহাবীর চোখে দুনিয়া

[৩৪] নাফি ইবনু মালিক রহিমাহুল্লাহু বলেন, একবার উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন, সাহাবী মুআজ ইবনু জাবাল

---

[১৭] *কিতাবুয যুহদ*, আহমদ : ৭৭

রাদিয়াল্লাহু আনহু বসে বসে কাঁদছেন। উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, 'আবু আবদুর রহমান, তুমি কাঁদছ কেন? তোমার কোনো সাথি-ভাইকে কি হারিয়ে ফেলেছ? তাই এভাবে বসে নীরবে চোখের জল ফেলছ?'

তখন সাহাবী মুআজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'না, আমার কোনো ভাইকে হারিয়ে আমি কাঁদছি না। আমি বরং একটি হাদীসের জন্য কাঁদছি, যে-হাদীসটি এ মসজিদেই আমার প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছিলেন। আমি সেই হাদীসটিকে স্মরণ করে আজ এভাবে কাঁদছি।'

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'হে আবু আবদুর রহমান, সে-হাদীস কোনটি—আমাকে বলে দাও না!'

তখন সাহাবী মুআজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতে লাগলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

أَخْبَرَنِي أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُحِبُّ الْأَخْفِيَاءَ الْأَتْقِيَاءَ الْأَبْرِيَاءَ , الَّذِينَ إِذَا غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا , وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُعْرَفُوا , قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ الْهُدَى يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ

> *"আমাকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ তাআলা দায়মুক্ত, মুত্তাকী ও (লোকদের মাঝে) অপরিচিত মুমিনকে ভালোবাসেন। যদি তারা দৃষ্টির অন্তরাল হয়, তখন আর তাদের তালাশ করা হয় না। আর যদি তারা কোনো মজলিসে উপস্থিত হয়, লোকেরা তাদের চেনে না। তাদের হৃদয়গুলো হিদায়াতের আলোকবর্তিকা। তারা সব ধরনের অন্ধকারাচ্ছন্ন কদর্য ফিতনা থেকে মুক্তি পাবে।"* [১৮]

একজন যুবকের বিস্ময়কর ঘটনা

[৩৫] মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আত-তাইমী রহিমাহুল্লাহু বলেন, 'বনী হারামের মসজিদের

---

[১৮] *সুনান ইবনু মাজাহ*তে যেই সনদে এই হাদিসটি এসেছে তাতে ঈসা বিন আবদুর রহমান নামক একজন রাবীর কারণে এই সনদকে মুহাদ্দিসগণ যঈফ বলেছেন। তবে *মুস্তাদরাকে হাকিম*সহ আরও কয়েকটি গ্রন্থে এটি যেই সনদে বর্ণিত হয়েছে তাতে উক্ত রাবী নেই। ফলে হাকিম একে সহীহ বলে অভিহিত করেছেন। আল্লামা যাহাবীও তার সাথে সহমত পোষণ করেছেন। এছাড়া শুয়াইব আল-আরনাউত-ও তা সহীহ হওয়ার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। (বিস্তারিত জানতে দেখুন, *আল-মুস্তাদরাক*, হাকিম : ০৪; *সুনান ইবনু মাজাহ*, শুয়াইব আল-আরনাউতের তাহকীক, হাদীস নং : ৩৯৮৯)-সম্পাদক

মুয়াজ্জিন আবু আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেছেন, আমার একজন প্রতিবেশী যুবক ছিল। আমি যখন সালাতের জন্য আযান দিতাম, তখন সে আর কোথাও থাকত না, সোজা মসজিদে চলে আসত; আমার সাথে সালাত আদায় করত। সালাত শেষে আবার সেই যুবক জুতো পায়ে দিয়ে সোজা বাড়িতে চলে আসত। আমার মন চাচ্ছিল, যুবকের সাথে একটু কথা বলি। সে প্রতিদিন কেন সালাত শেষ করে সাথে সাথেই বাসায় চলে আসে? সে কোনো প্রয়োজনে চলে আসে, নাকি এমনিতেই আসে—এ-সব নিয়ে আমার কৌতূহল হলো। এভাবে অনেকদিন চলে গেল, কিন্তু ঐ যুবককে আর প্রশ্ন করা হয়নি।

একদিন ঐ যুবক আমাকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগল, 'আবু আবদুল্লাহ, আপনার কাছে কি কুরআনুল কারীম আছে? আমাকে ধার দিতে পারবেন? আমি একটু কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করতাম!'

সে কথাগুলো বলেছিল বেশ মায়ার সুরে। কথার মধ্যেও কেমন যেন মাদকতা মিশে আছে। প্রতিটি শব্দে কোমলতা ফুটে উঠেছিল সে-দিন। তখন আমি তাকে কুরআনুল কারীমের একটি নুসখা দিলাম। সে কুরআনটিকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরল। তারপর তা নিয়ে নিজ বাসস্থানে চলে গেল।

একদিন আমি ঐ যুবককে আর দেখতে পেলাম না। সারাদিন সে সালাত আদায় করতে মসজিদে আসেনি। আমি মনে মনে ভাবলাম, হয়তো মাগরিবের সালাতে সে আসতে পারে। কিন্তু আমি মাগরিবের সালাতের আযান দিলাম, তবুও সে এলো না। আমি ইশার সালাতের অপেক্ষায় ছিলাম, কিন্তু সে ইশার সালাতেও মসজিদে আসেনি। এবার ঐ যুবকের প্রতি আমার একটু খারাপ ধারণা সৃষ্টি হলো। আমি ইশার সালাত আদায় করে ঐ যুবক যে-বাড়িতে থাকে, সে-দিকে গেলাম। দেখলাম, যুবকের ঘরটি বেশ ছোট। একটি বালতি আর উজু করার একটি পাত্র ছাড়া অতিরিক্ত কোনো কিছুই নেই। ঘরের দরজাতে একটি পর্দা ঝুলানো রয়েছে। সেখানে যুবকের কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে আমি পর্দা উঠিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম। দেখি, যুবকটি এই দুনিয়ায় আর নেই। সে পরপারে পাড়ি জমিয়েছে। তার প্রাণ-পাখি উড়ে গেছে না ফেরার দেশে। যেখান থেকে কেউ আর কোনো দিন ফিরে আসে না। যুবকের দেহটা মাটিতে পড়ে আছে। যুবকের ঘরে আমার দেওয়া কুরআনুল কারীমটি রয়েছে এখনো। যুবকের এ-অবস্থা দেখে আমার ভেতরটা চুরমার হয়ে গেল। আমি কুরআনুল কারীমটি তার কামরা থেকে নিয়ে আসলাম। আশেপাশের লোকদের সাহায্য নিয়ে মৃত যুবককে খাটের উপর রাখলাম।

রাত তখনো শেষ হয়নি, আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম, এ-যুবকের ব্যাপারে কারও সাথে অলোচনা করে তারপর দাফন করব।

রাতের আঁধার কেটে যখন সুবহে সাদিক উদিত হলো, তখন আমি ফজর সালাতের জন্য আযান দিলাম। আযান শেষ করে মসজিদে প্রবেশ করলাম সালাত আদায়ের জন্য। ঠিক তখনই একটি উজ্জ্বল আলো আমার নজরে পড়ল। দূর থেকেই ঠিকরে পড়ছে আলোটি। আমি ধীরেধীরে সে আলোর কাছাকাছি গেলাম। দেখতে পেলাম, ঐ যুবকের লাশটি কাফনের কাপড় দিয়ে পেঁচানো। এরকম অবস্থা দেখে আমি চমকে উঠলাম এবং মহান রবের প্রশংসা করে তাকে ঘরে নিয়ে এলাম।

এরপরে ফজরের সালাত আদায়ের জন্য ইকামত বললাম। সালাত শেষ করার পর আমার ডান পাশে বিখ্যাত নেককার সাবিত বুনানী, মালিক বিন দীনার, হাবীব আল ফারিসী ও সালিহ্ আল মুররী রহিমাহুমুল্লাহ্ প্রমুখকে দেখতে পেলাম।

তারা আমাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, 'আচ্ছা, এ রাতে তোমার কোনো প্রতিবেশী মারা গিয়েছে?'

আমি বললাম, 'জি, আমার একজন যুবক প্রতিবেশী মারা গিয়েছে। সে সব সময় আমার সাথে সালাত আদায় করত।'

তখন তারা আমাকে বলতে লাগলেন, 'সেই যুবকের কাছে আমাদেরকে নিয়ে চলো।'

আমি তাদেরকে যুবকের লাশের কাছে নিয়ে গেলাম। যুবককে দেখামাত্রই মালিক ইবনু দীনার রহিমাহুল্লাহু তার কপালে চুমো দিতে লাগলেন।

তারপরে মালিক ইবনু দীনার রহিমাহুল্লাহু খুব মলিন সুরে বলতে লাগলেন, 'হে হাজ্জাজ, যদি তোমাকে কেউ কোনো স্থানে চিনে ফেলত, তখন তুমি অন্য জায়গাতে চলে আসতে, যাতে সেখানকার কেউ তোমাকে না চেনে। তোমরা তার গোসলের ব্যবস্থা করো।'

ঐ যুবককে গোসল দিতে সেখানকার সবাই প্রস্তুত ছিল। সবার সাথেই কাফনের কাপড় ছিল। কেউ বলল, 'আমি তাকে গোসল দেব', আবার কেউ বলল, 'আমি তার গোসল ও কাফনের ব্যবস্থা করব।' এভাবে দীর্ঘ সময় কথাবার্তা চলছিল।

আমি তাদেরকে রাতে ঘটে-যাওয়া ঘটনাটির সংবাদ জানালাম। তাদেরকে বললাম, 'আমিও তো চিন্তা করেছিলাম, এই বিষয়ে কারও সাথে অলোচনা করার পরে তার

দাফনের ব্যবস্থা করব। কিন্তু আমি ফজরের আযান দিয়ে সালাতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার পর একটি ঝলমলে আলো দেখতে পেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি, যুবকের লাশটি অত্যন্ত সুন্দর করে কাফনে মোড়ানো। আমি জানি না, কে বা কারা তাকে কাফন পরিয়েছে।'

তারা বলল, 'সেই কাফনের উপর পুনরায় কাফন পরানো হবে।'

অতঃপর আমরা তাকে পুনরায় কাফনের কাপড় পরালাম। তার লাশ বহন করতে অনেক মানুষের সমাগম হলো। লোকদের ভিড়ে আমাদের মাটিতে পড়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছিল।

যে কবিতায় হৃদয় কাঁদে

[৩৬] আবুল ফযল আস-সিকলী রহিমাহুল্লাহু বলেন, আমার একজন সাথি আবৃত্তি করে আমাকে শুনিয়েছেন—

أَلَا رُبَّ ذِي طِمْرَيْنِ فِي مَجْلِسِ غَدَا ... زَرَابِيُّهُ مَبْثُوثَةٌ وَنَمَارِقُهْ

قَدِ اطَّرَدَتْ أَنْهَارُهُ فِي رِيَاضِهِ ... مَعَ الْحُورِ وَالْتَفَّتْ عَلَيْهِ حَدَائِقُهْ

مَحَلَّ دِيَارٍ إِنْ حَلَلْتَ دِيَارَهَا ... نَعِمْتَ بِدَارِ الْخُلْدِ مَعَ مَنْ تُرَافِقُهْ

رَفِيقٌ وَجَارٌ لِلنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ... لَقَدْ أُعْطِي الزُّلْفَى رَفِيقٌ يُرَافِقُهْ

فَيَا حُسْنَ عَبْدٍ جَاوَرَ اللهَ رَبَّهُ ... بِدَارِ الْغِنَى وَالْغَانِيَاتُ تُعَانِقُهْ

وَيَا حُسْنَهُ وَالْحُورُ يَمْشِينَ حَوْلَهُ ... عَلَى فُرُشِ الدِّيبَاجِ سُبْحَانَ خَالِقُهْ

গতকালের মজলিসেতে ছেঁড়া
বস্ত্রে, তুমি দেখেছিলে যাকে,
সেই গরিব আজ পরম সুখে,
বাস করছে জান্নাতেরই বাঁকে।

জান্নাতেরই উদ্যানেতে
সারিবদ্ধ গালিচাতে

থাকবে কেবল সুখ,
আরামের সেই বিছানাতে
রইবে না কোন দুখ।

জান্নাতের এ-বাগানেতে
থাকবে নহর অনেক দূর,
ডাগর ডাগর চক্ষুওয়ালা
থাকবে সেথায় অনেক হুর।

জান্নাতেরই হুর-রমণী
চাইবে যখন চক্ষু তুলে,
দুনিয়ার সব দুখের কথা
একেবারে যাবে ভুলে।

জান্নাতে তার প্রতিবেশী
হবেন প্রিয় হাবীব,
এরচে' বেশি সুখের কিছু
হবে কি হে গরিব!

বন্ধুত্বের পরমতায়
থাকবে সুখে বেশ,
এমন মধুর বন্ধুত্বে
থাকবে না দুঃখের লেশ।

ধন্য হবে সেই গরিবে
যার প্রতিবেশী প্রভু,
আখেরাতের ধনী ঘরে
এমন সুখ, শেষ হবে না কভূ।

হারিয়ে যাওয়া গরিব যুবক

[৩৭] হুসাইন ইবনু আহমাদ আল আযদী রহিমাহুল্লাহু বলেন, 'মুছাইছা নামক স্থানে

একজন নেককার যুবক এলো। সে কাঠুরে আসাদের মসজিদে অবস্থান করতে লাগল। যুবকটি সেখানে বিভিন্ন লোকজনের থেকে নানান কথাবার্তা শুনত। সে ছিল একেবারে হালকা গড়নের। পোশাকআশাকও ছিল ছেঁড়া। আসাদ যুবকের ইবাদত-বন্দেগিতে ব্যয় করা কঠোর শ্রমের বিষয়টি জেনে ফেলল। তাই সে তাকে খুব আপন করে নিল। তার সাথে কথাবার্তা বলা শুরু করল।

এ অবস্থা অবলোকন করে যুবক সেখান থেকে অন্য জায়গায় নীরবে সটকে পড়ল। আসাদ যুবকটিকে বহুত খোঁজাখুঁজি করেও কোনো পাত্তা পেল না। তখন সে ঐ যুবকের বিরহ-বেদনায় ভগ্ন হৃদয়ে কিছু কবিতা আবৃত্তি করল—

يَا مَنْ رَأَى لِي غَرِيبًا ... ثِيَابُهُ أَطْمَارُ

الْجِسْمُ مِنْهُ نَحِيلٌ ... وَالْوَجْهُ فِيهِ اصْفِرَارُ

عَلَيْهِ آثَارُ حُزْنٍ ... بِوَجْهِهِ وَاغْبِرَارُ

يَقُومُ فِي جَوْفِ لَيْلٍ ... يُنَاجِي الْجَبَّارَ

يَقُولُ يَاسُؤَلَ قَلْبِي ... يَا مَاجِدٌ غَفَّارُ

فَالدَّمْعُ يَجْرِي بِحُزْنٍ ... فَدَمْعُهُ مِدْرَارُ

يَبْغِي جِنَانَ نَعِيمٍ ... يَا حُسْنَ دَارِ الْقَرَارِ

فِيهَا جَوَارٍ حِسَانٌ ... يَا حُسْنَ تِلْكَ الْجِوَارِ

عَرَائِسُ فِي خِيَامٍ ... مِنَ اللَّآلِئِ الْكِبَارِ

كَوَاعِبُ غَنِجَاتٌ ... نَوَاهِدُ أَبْكَارُ

لِبَاسُهُنَّ حَرِيرٌ ... يُحَيِّرُ الْأَبْصَارَ

وَفِي الذِّرَاعِ سِوَارٌ ... يَا حُسْنَهُ مِنْ سِوَارِ

شَرَابُهُنَّ رَحِيقٌ ... يُفَجِّرُ الْأَنْهَارَ

وَسَلْسَبِيلٌ وَخَمْرٌ ... تَبَارَكَ الْجَبَّارُ

يَا مَنْ رَأَى لِي غَرِيبًا ... ثِيَابُهُ أَطْمَارُ

কে দেখেছ বন্ধুকে মোর
ছিন্ন কাপড় গায়ে,
ভগ্ন শরীর, হলদেটে মুখ
জুতাবিহীন পায়ে!

মুখ-মাঝারে দুখের সারি
টপকে যেন বয়,
রাত গভীরে প্রভুর পানে
প্রার্থনাতে রয়।

দু হাত তুলে বলে কেঁদে—
ওগো মনের মালিক,
ক্ষমা করো তুমি মহান—
তুমিই আমার খালিক।

অশ্রুজলে যায় যে ভেসে
গণ্ডদেশের পাশ,
এই না বুঝি গেল হয়ে
জীবনটা তার লাশ!

জান্নাতী সুখ চাইতে থাকে
মহান রবের কাছে,
তার অধীনেই সকল কিছুর
উপস্থিতি আছে।

তাবুর ভেতর সুপ্ত-থাকা
জান্নাতী হুর চায়,
চমকপ্রদ সুন্দরী খুব—
কুমারী যেন পায়।

পোশাক যাদের হবে রেশম
দেখলে হবে সুখ,
কব্জিদ্বয়ে পরবে চুড়ি
সৌম্য শান্ত মুখ।

পানীয় হবে খাঁটি মধু
দুধের নহর র'বে,
নেশাবিহীন মদ্য পানের
সুযোগ পাবে সবে।

কে দেখেছ বন্ধুকে মোর
ছিন্ন কাপড় গায়ে,
ভগ্ন শরীর, হলদেটে মুখ,
জুতাবিহীন পায়ে!

আল্লাহ তাআলা গরিবের বন্ধু

[৩৮] যুননূন মিসরী রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমরা একবার সফরে বের হলাম। ভ্রমণের সময় একজন আবেদা মহিলার সাথে আমার সাক্ষাত হলো। মহিলা অনেক নেককার ছিলেন। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি অনেক চিন্তিত—যেন স্বীয় সন্তানকে হারিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছেন। সে-মহিলা আমাকে বললেন, 'তুমি কোন জায়গা থেকে এসেছ?'

উত্তরে আমি বললাম, 'আমি একজন নিঃস্ব মানুষ।'

তখন সে-মহিলা বলতে লাগলেন, 'ওহে মুসাফির, তোমার সাথে আল্লাহ তাআলা থাকা সত্ত্বেও তুমি নিজেকে অসহায় মনে করছ এবং নিজের অসহায়ত্ব নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছ? অথচ আল্লাহ তাআলা হলেন অসহায়ের বন্ধু, তিনি দুর্বল ও সম্বলহীনদের

সাহায্য করেন।'

আমি এই মহিলার কথা শুনে কেঁদে দিলাম। তখন তিনি আমাকে বলতে লাগলেন, 'আমি তো জানি, কান্না হৃদয়ে প্রশান্তি জোগায়, আর কান্নার মাধ্যমেই মানব-আত্মায় শান্তি আসে। তবে একটা কথা মনে রেখো, বিলাপ করে কারও কাছে মনের দুঃখ প্রকাশ করা থেকে হৃদয়ের জমিনে হাজারও কষ্ট লুকিয়ে রাখাই শ্রেয়।'

আমি তাকে বললাম,'তা হলে আপনি আমাকে কিছু শিক্ষা দিন।' তখন তিনি বলতে লাগলেন, 'আল্লাহকে ভালোবাসো, আল্লাহর প্রতিই আগ্রহী হও। তোমার যা কিছু প্রয়োজন, তাঁর কাছে চাও, তিনি তোমাকে কখনো তার দরজা থেকে ঠেলে ফেলে দেবেন না। কেননা, আল্লাহ তাআলা কোনো একদিন তাঁর প্রিয় বান্দাদের দিকে তাকাবেন এবং তাদের মনের সকল আশা পূরণ করে করে দেবেন।'

এরপর আমি আবেদা মহিলাকে সেখানে বিদায় জানিয়ে সামনে রওয়ানা হলাম। [১১]

পাহাড়ের চূড়ায়

[৩৯] মুহাম্মাদ ইবনু আবী আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, শামের একজন ব্যক্তি আমাকে বর্ণনা করেছেন, একবার রাস্তায় একজন খৃস্টানের সাথে আমার সাক্ষাত হলো। তখন আমি তাকে বললাম, 'ভাই, আপনি কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা করেছেন?' সে আমাকে জানাল, 'ভাই, আমি তো একজন পাদরির কাছে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি। পাদরি থেকে জ্ঞান আহরণ করব তো, তাই।'

আমি তাকে বললাম, 'আমি যদি তোমার সাথে তোমার কাঙ্ক্ষিত পাদরির কাছে যেতে চাই, তা হলে কোনো সমস্যা আছে?'

সে বলল, 'না, কোনো সমস্যা নেই। তুমি যেতে চাইলে আমার সাথে চলো।'

আমরা অনেকটা পথ মাড়িয়ে রাস্তার শেষ প্রান্তে একটি পাহাড়ের গুহার কাছে এলাম। ঐ খৃস্টান ব্যক্তি সেখানে দাঁড়িয়ে সজোরে ডাক দিয়ে বলতে শুরু করল, 'হে কল্যাণকর বিষয়ের শিক্ষাদাতা, আমি আপনার থেকে ভালো কিছুর জ্ঞান অর্জন করতে এসেছি। আপনি আমাকে ভালো কিছু শিক্ষা দিন। আল্লাহ আপনাকে স্বীয় ইলমের মাধ্যমে উপকৃত করবেন।'

---

[১১] *হিলইয়াতুল আওলিয়া*, আবূ নুয়াইম : ৯/৩৪১

কথাগুলো সে খুব জোরে জোরে চিৎকার করে বলল। তখন পাহাড়ের গুহা থেকে অদৃশ্যভাবে কে যেন জবাব দিতে লাগল, 'হে কল্যাণের পথপ্রার্থী, যখন মূর্খরা নিজেদের ব্যাপারে বেখবর হয়ে রইবে, তখন তুমি সচেতন থেকো।'

খৃস্টান ব্যক্তিটি তখন বসে পড়ল এবং রোদন করা শুরু করে দিল। তাকে দেখে আমার অসুস্থ মনে হলো। আমি পেরেশান হয়ে গেলাম। মনে হচ্ছিল, এই বুঝি মৃত্যু এসে তাকে গ্রাস করে ফেলবে। কী করব কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আমি তাকে বললাম, 'আমরা যদি পাহাড়ের মধ্যে প্রবেশ করি, তা হলে ভালো হবে।'

তখন খৃস্টান লোকটি বলল, 'তোমার ইচ্ছে।'

এরপর আমরা গুহার দিকে অগ্রসর হলাম। অদূরেই নজরে পড়ল একজন মানুষের ওপর। লোকটি একেবারে বৃদ্ধ। ঢিলেঢালা চামড়া, চুল সাদা। তার ভ্রুগুলো চোখ ছুঁয়ে পড়ছে। বৃদ্ধটি তার মাথা নিচু করে বসে আছে। এগুলো দেখে আমি খুবই বিস্মিত হলাম। বৃদ্ধ লোকটির মুখে একটি বাক্য উচ্চরিত হচ্ছে, 'ওহে দয়াময়, যদি তুমি দুনিয়ার জন্য আমার কষ্ট-ক্লেশকে প্রলম্বিত কর, আখিরাতে আমার দুর্ভাগ্যকে দীর্ঘায়িত কর, তার মানে হলো তুমি আমাকে অবকাশ দিয়েছ এবং আমাকে তোমার দৃষ্টি থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছ।'

আমরা ধীরেধীরে বৃদ্ধ লোকটির সামনে গেলাম এবং তাকে সালাম করলাম। তিনি তার চেহারাকে ওপরে উঠালেন। দেখতে পেলাম, তার দু চোখের কোণ বেয়ে বিন্দু বিন্দু জল গড়িয়ে পড়ছে। তার চোখের পানিতে জমিন ভিজে গেছে। বৃদ্ধ লোকটি আমাদের দিকে তাকালেন। তারপর বলতে লাগলেন, 'আমার এখানে তোমরা কেন এসেছ? কী চাও তোমরা? তোমাদের জন্য কি পুরো জমিন প্রশস্ত নয়, সেখানের মানুষগুলো কি তোমাদের সান্ত্বনা দিতে পারে না?' যখন আমি তার জ্ঞানের পরিচয় পেলাম, তখন তাকে বললাম, 'আল্লাহর শপথ, আমরা আপনার জ্ঞানের প্রতি আগ্রহী ছিলাম, আর জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থাকতে চাই।' আমার এ-কথা শুনে বৃদ্ধ লোকটি আরও জোরে কেঁদে ফেললেন। কান্নাভেজা কণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'তোমার জন্য কি আল্লাহর রহমত প্রশস্ত নয়, অথচ সারা জগত জুড়ে আল্লাহর রহমত বিস্মৃত রয়েছে?'

তখন আমি বললাম, 'আল্লাহ তাআলার রহমত, দয়া, মায়া মুসলমান ছড়া অন্য কোনো ধর্মের লোকের জন্য হয় না।'

তখন বৃদ্ধ আরও কেঁদে দিয়ে বলতে লাগলেন, 'আমি তো ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম জানি না।' তখন আমার সাথে-আসা খৃস্টান বিরক্ত হয়ে বলতে লাগল, 'ওহে কল্যাণের শিক্ষাদাতা, আপনি কি খৃস্টানধর্ম এবং ঈসা ইবনু মাসীহ্-এর ধর্ম থেকে বিমুখ হয়ে গেছেন?' বৃদ্ধ লোকটি খৃস্টানের দিকে ফ্যালফ্যাল নয়নে তাকালেন। এরপরে বলতে লাগলেন, 'তোমার অকল্যাণ হোক, আমি তো ঈসা-এর ধর্মের উপরই আছি, আর ঈসা-এর ধর্ম কি ইসলামধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম ছিল? না, বরং ঈসা-এর ধর্মও ইসলামধর্ম ছিল। আল্লাহ্ তাআলা যখন তাকে সৃষ্টি করেছিলেন, তখনই তাঁকে ইসলামধর্মের জন্য সৃষ্টি করেছেন। যে ইসলামধর্ম থেকে বিমুখ হয়ে যাবে, পরকালে সে কোনো সুখবর কিংবা সুখের কিছুই পাবে না।'

এ-কথা শোনার পরে খৃস্টান ক্ষেপে গেল ও উত্তেজিত হলো। সে পাহাড় থেকে ফিরে আসতে চাইল। তখন আমি ঐ খৃস্টানকে বললাম, 'ভাই, একটু অপেক্ষা করুন, দুজন একসাথেই বের হয়ে যাব।'

খৃস্টানের কাজকর্ম দেখে বৃদ্ধ লোকটি বলতে লাগলেন, 'ঐ খৃস্টানকে যেতে দাও, যার কপালে দুর্ভাগ্য লেখা রয়েছে, সে কোনো দিনও সফল হতে পারবে না।'

কিন্তু এই বৃদ্ধ পাহাড়ের চূড়াকে কেন পছন্দ করলেন, দুনিয়ার ঘরবাড়ি ছেড়ে কেন তিনি এখানে একা একা বসবাস করছেন—এ-সব প্রশ্ন আমার মনে তীব্র দোলা দিতে লাগল। একপর্যায়ে আমার মনের অজান্তে লুকিয়ে-থাকা প্রশ্নটা তাকে করেই ফেললাম, 'আল্লাহর রহম আপনার জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে নাযিল হোক। আচ্ছা, আপনি মানুষ থেকে পৃথক হয়ে এই একাকী স্থানকে বেছে নিলেন কেন?'

তখন তিনি উত্তরে বলতে লাগলেন, 'তুমি তো আমার ভাই, এই স্থানটা আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার এক উত্তম জায়গা। তুমি যদি এই জায়গাটা গ্রহণ কর, তা হলে এরচে আর কোনো উত্তম স্থান খুঁজে পাবে না।'

তখন আমি তাকে বললাম, 'খাবারের ব্যবস্থা কীভাবে হয়?'

তখন তিনি বললেন, 'যখন আমি খাবারের ইচ্ছা করি, জমিন খাবারের ব্যবস্থা করে দেয়। গাছও ফলফলাদি দেয়।'

আমি বললাম, 'বিদায়বেলা আপনি আমাকে কিছু নসিহত করুন, আপনার দেয়া নসিহতগুলো যেন আমি মেনে চলতে পারি।'

তখন তিনি বললেন, 'সত্যিই আমার নসিহত ও ওসিয়ত মানবে?'

আমি বললাম, 'ইনশাআল্লাহ।'

দরদমাখা কণ্ঠে তিনি বলতে লাগলেন, 'দুনিয়াতে বসবাস করতে গিয়ে আগামীকালের জন্য কিছুই জমা করে রেখো না। আমলের কোনো অংশে নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দিয়ো না। আল্লাহর আবশ্যকীয় বিধানগুলো যথাযথভাবে পালন করবে। আল্লাহর প্রিয় কাজগুলোকে তোমার প্রিয় করে নেবে, যদিও সেগুলো তোমার কাছে কষ্টের মনে হয়। সর্বোপরি তোমাকে আরেকটি কথা বলি—শোনো, কখনো অন্যের মুখাপেক্ষী হবে না।'

খলীফা হারুনের পুত্রের ঘটনা

[৪০] আবদুল্লাহ ইবনু আবুল ফারাজ বলেন, আমার বাড়ির দেয়ালটা ধসে পড়ায় দেয়ালের পুনঃনির্মাণের জন্য কাজের লোকের তালাশে বের হই। মজদুর তালাশ করতে করতে বাজারে আসি। দেখতে পেলাম, বাজারের শেষ প্রান্তে একজন যুবক বসে আছে। অতি সাধারণ একটি তোয়ালে তার কাঁধে ঝুলানো। গায়ে সুতোর একটি জুব্বা। যুবকের কাছে যাই। অত্যন্ত সুন্দর, দেহের অবয়ব অনেক ভালো। একটি বৃক্ষের নিচে সে বসে আছে। সে তার সময়কে নষ্ট করে না। হাতে আছে একটি কুরআন শরীফ। সে বসে-বসে তিলাওয়াত করছে।

'হে যুবক ভাই, তুমি কি আমার ভাঙা দেয়াল ঠিক করে দেওয়ার কাজে সম্মত আছ?' বিনীতসুরে বললাম আমি।

যুবক উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ, সম্মত আছি। তবে দুটি শর্তে : ক. আপনি আমার কাজের বিনিময়ে আমাকে এক দিরহাম এবং আরেক দিরহামের ছয়ভাগের একভাগ দেবেন। খ. নামাজের সময় হলে আমি আপনার কাজ আর করব না। নামাজ আদায় করতে চলে যাব। আপনার কাজ না করে আমি মালিকের সাথে নীরবে-নিভৃতে ইবাদাত করব।' যুবকের দুই শর্ত মেনে নিলাম আমি। তাকে নিয়ে আমার বাড়িতে আসার পর যুবকটি শর্ত অনুযায়ী কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়। যুবক আল্লাহর নাম জপত আর কাজে মগ্ন থাকত। কারও সাথে কোনো কথা বলত না। এভাবে যোহরের সালাতের সময় ঘনিয়ে এলো। তখন যুবক আমাকে বলল, 'হে আবদুল্লাহ, মসজিদের মিনার থেকে আল্লাহর ডাক চলে এসেছে, আমি আল্লাহর ডাকে সাড়া দিতে মসজিদে চলে যাব।'

আমি বললাম, 'যাও, কোনো সমস্যা নেই।'

যুবক যোহরের সালাত আদায় করে পুনরায় কাজে ব্যস্ত হয়ে গেল। এভাবে আসরের সালাতের আযান পর্যন্ত কাজ করতে লাগল। আসরের সালাতের আযানের সাথে সাথেই যুবক আবার মসজিদে চলে গেল। (অন্য বর্ণনায় আছে, এই সময়ের ভেতর যুবকটি একাই দশজনের কাজ করে ফেলল।) বেলা শেষে পূর্বনির্ধারিত পারিশ্রমিক নিয়ে যুবক নিজ বাড়ি চলে গেল।

পরদিন দেয়ালের বাকি কাজ করার জন্য কাজের লোক খুঁজতে বের হওয়ার প্রাক্কালে আমার স্ত্রী ডেকে বলল, 'গতকালের যুবকটাকে খুঁজে নিয়ে আসুন। কাজের লোক হিসেবে সে অনেক ভালো।' আমি সে-যুবককে খুঁজতে বাজারে যাই, কিন্তু সেখানে তাকে পেলাম না। লোকমুখে জানতে পারলাম যে, যুবক শুধু সপ্তাহে একদিনই (শনিবার) কাজ করে। আর পুরো সপ্তাহে আল্লাহর ইবাদাতে মগ্ন থাকে। আমি আর অন্য কোনো কাজের লোক তালাশ না করে সোজা বাড়িতে চলে আসলাম।

পুরো সপ্তাহ ঐ যুবকের অপেক্ষা করলাম। আজ শনিবার। তাকে স্বস্থানে খুঁজে পেলাম। পূর্বের শর্ত অনুযায়ী আজও কাজে লেগে যায় যুবক। বেলা শেষে কাজের ধরন দেখে আমি তাকে দুই দিনার দিলে যুবক তা গ্রহণ করতে অসম্মতি জানায়। সে পূর্বনির্ধারিত পারিশ্রমিক নিয়েই চলে যায়।

এক সপ্তাহ অপেক্ষা করে পুনরায় আমি শনিবারে তার তালাশে বের হলাম। কিন্তু আমি তাকে বাজারে পেলাম না।

তখন কেউ বলল, যুবক তো অসুস্থ। তালাশ করতে করতে জানতে পারলাম, ঐ যুবক একজন বৃদ্ধার ঘরে আছে। আমি সেখানে গিয়ে বৃদ্ধার কাছে জিজ্ঞেস করে যুবকের ঘরে প্রবেশ করলাম। দেখলাম, অসুস্থতার কারণে সে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে আছে। যুবককে দেখে আমার বেশ কষ্ট হলো।

আমি যুবককে সালাম করলাম। কিন্তু ওপাশ থেকে কোনো উত্তর পেলাম না। এবার পুনরায় তাকে সালাম করলাম। এবার সে চোখ খুলে আমাকে চিনতে সক্ষম হলো। তার মাথার নিচে ছিল ইট। আমি ত্বরিৎ ইটটি সরিয়ে তার মাথাটাকে আমার কোলে রাখলাম। জড়িয়ে ধরলাম পরম আবেগে।

তারপর তাকে বললাম, 'তোমার কোনো প্রয়োজন আছে কি?'

সে জানাল, 'তুমি আমার কথা রাখবে?'

আমি বললাম, 'ইনশাআল্লাহ, রাখবো।' যুবক তার আবেগমাখা কণ্ঠে আমাকে বলতে লাগল—

- হে আমার বন্ধু, তুমি দুনিয়ার আকর্ষণে ধোঁকাগ্রস্ত হোয়ো না। মানুষের জীবন যেমন নিঃশেষ হয়ে যায়, তেমন তোমার জীবনও নিঃশেষ হবে। তুমি যখন কাউকে কবরস্থ করার জন্য কবরে নিয়ে যাও, তখন এই চিন্তা করবে যে, একদিন তোমাকেও এভাবে কবরে নিয়ে যাওয়া হবে।

- হে আমার প্রিয় বন্ধু, আমার মৃত্যু সন্নিকটে, আমার দেহ থেকে আত্মা নামক প্রাণ-পাখি উড়ে যাওয়ার পর তুমি আমাকে গোসল দিয়ে আমার পুরনো কাপড় দিয়েই আমাকে কাফন পরাবে।

  আমি বললাম, 'হে আমার ভাই, আমি যদি তোমাকে নতুন কাপড় দিয়ে কাফন পরাই, তা হলে কি কোনো সমস্যা আছে?'

  যুবক বলল, 'নতুন কাপড় পরিধান করার উপযুক্ত হচ্ছে জীবিত মানুষ। তা ছাড়া নতুন কাপড়ও কিছু দিন পরেই ছিঁড়ে-ফেটে যাবে, বাকি থাকবে মানুষের আমলসমূহ। সুতরাং তুমি পুরাতন কাপড় দিয়েই আমাকে সমাধিস্থ করবে।'

- হে হৃদয়ের বন্ধু আমার, যে-ব্যক্তি আমার কবর খনন করবে , তাকে তুমি আমার এই পানির পাত্র এবং লুঙ্গি হাদিয়া দিয়ে দিয়ো। তোমার কাছে আমার বড় ওসিয়ত হলো যে, আমার এই আংটি এবং কুরআন শরীফ তোমার কাছে আমানত রাখলাম। তুমি আমার এই আমানতগুলো খলীফা হারুনের কাছে পৌঁছে দিয়ো। অন্য কারও কাছে দিয়ো না।

  খলীফা হারুনের হাতে এগুলো দিয়ে বলবে, একজন প্রবাসী এই আমানতগুলো আপনার কাছে পৌঁছে দেয়ার ওসিয়ত করে সে এই মিছে দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়েছে এবং আপনাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে, উদাসীন এবং ধোঁকাগ্রস্ত অবস্থায় যেন আপনার মৃত্যু এসে না যায়।

এর কিছুক্ষণ পরই দেহ থেকে তার প্রাণপাখি উড়ে গেল । যুবক এখন লাশে পরিণত হলো। যুবকের মৃত্যুতে অমি অত্যন্ত মর্মাহত ও দুঃখিত হলাম। আমি শুরুতে জানতাম না যে, এ যুবক খলীফা হারুনের পুত্র।

এরপর তার ওসিয়ত মোতাবেক তার কাফন-দাফন সমাধা করি। আর লুঙ্গি এবং লোটা

কবর-খননকারীকে হাদিয়া দিয়ে দিই। পবিত্র কুরআন শরীফ এবং আংটি নিয়ে খলীফা হারুনের সাথে সাক্ষাতের জন্য রওনা করি। রাস্তার এক প্রান্তরে বসেছিলাম বাদশার অপেক্ষায়। একটু পরে দেখতে পেলাম, খলীফা সেখান দিয়ে যাচ্ছেন।

আমি তাকে ডেকে ডেকে বলতে লাগলাম, 'খলীফা, আমার কাছে আপনার কিছু আমানত গচ্ছিত আছে।' এরপর খলীফা আমাকে রাজদরবারে নিয়ে যেতে আদেশ করলেন। লোকেরা আমাকে রাজদরবারে নিয়ে গেল। খলীফা রাজদরবারে আমাকে তলব করলেন, আমি খলীফার সামনে গেলাম।

তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কে?'

আমি বললাম,'আমি আবদুল্লাহ ইবনুল ফারাজ।' তারপর তার হাতে আংটিটি দিয়ে বললাম, 'খলীফা, প্রবাসী এক যুবক এই পবিত্র কুরআন এবং আংটিটি আমার কাছে আমানত রেখে আপনার কাছে পৌঁছানোর ওসিয়ত করে মৃত্যুবরণ করেছে। তাই অমি এই আমানত আপনার কাছে পৌছানোর জন্য বসরা থেকে বাগদাদে এসেছি। যুবক এখন আর পৃথিবীতে নেই। তাকে বসরার জমিনেই সমাধিস্থ করা হয়েছে।' এভাবে আরও বিস্তারিত খুলে বললাম আমি।

খলীফা হারুন পবিত্র কুরআন এবং আংটি দেখে ফ্যালফ্যাল নয়নে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে—যেন আমি তার পুরনো স্মৃতিবিজড়িত কোনো ঘটনা মনে করিয়ে দিয়েছি। তিনি অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। অশ্রুসিক্ত নয়নে শির নিচু করে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি নিজ হাতেই তার কবরে মাটি দিয়েছ?'

আমি উত্তর দিলাম, 'জি হ্যাঁ, অমি নিজ হাতেই তার কাফন-দাফন সমাধা করেছি।' আমি খলীফাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ঐ যুবকের সাথে আপনার কী সম্পর্ক?'

খলীফা বললেন, 'ঐ যুবক আমার পুত্র।' আমি বললাম, 'তার এ-অবস্থা হলো কী করে?'

বাদশা বললেন, 'এই দুনিয়ার প্রতি তার কোনো লোভ-লালসা ছিল না। এই ধূসর মরীচিকা নামক দুনিয়াতে অপরিচিত হয়ে চলতে সে পছন্দ করত। তার খরচাদির জন্য তার মায়ের কাছে অনেক টাকা দিয়েছি, কিন্তু সে তার মায়ের থেকে অতিরিক্ত কোনো টাকা-পয়সা গ্রহণ করত না। তার মাও এখন দুনিয়াতে বেঁচে নেই। তুমি আজ যা জানালে, এর বাইরে আমিও পুত্র সম্পর্কে কিছুই জানতাম না।'

তারপর খলীফা আমাকে বললেন, 'রাত্রি হলে আমি তার কবর যিয়ারত করতে যাব। তুমি আমাকে নিয়ে যাবে।'

রাতের আঁধার ঘনিয়ে এলে খলীফা আমার সাথে একাকী বের হয়ে এলেন এবং পুত্রের কবর যিয়ারত করলেন। তিনি সেখানে প্রচুর অশ্রু বিসর্জন দিয়ে সকালে আবার ফিরে গেলেন। তিনি আমাকে বললেন, 'কথা দাও যে, আমার সাথে প্রতিদিন এভাবে কবর যিয়ারতে যাবে।'

আমি তাকে কথা দিলাম এবং বেশ অনেক দিন খলীফার সাথে রাত নেমে এলে তার পুত্রের কবর যিয়ারত করতে যেতাম তার সাথে। খলীফা যদি না জানাতেন, তা হলে আমি জানতেই পারতাম না যে, যুবকটি ছিল খলীফার পুত্র।

এক বর্ণনায় এসেছে, এই ঘটনার পর খলীফা ইবনুল ফারাজকে অনেক সম্পদ উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করেন; কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। [২০]

আবু বকর রহিমাহুল্লাহু বলেন, যখন আবদুল্লাহ ইবনুল ফারাজ ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁর স্ত্রী তাঁর মৃত্যুর কথা আবদুল্লাহর ভাইদেরকেও জানাননি। তিনি একাই গোসল ও কাফনের ব্যবস্থা করলেন। অথচ তখনো তার ভাইয়েরা ঘরের দরজার সামনে আবদুল্লাহর সাথে সাক্ষাত করার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কাফন ইত্যাদি পরানোর পরে আবদুল্লাহর ভাইদেরকে তিনি বললেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু আল ফারাজ মারা গেছে।'

এরপর আবদুল্লাহর ভাইয়েরা তাকে বহন করে নিয়ে দাফন করে দেন।

পড়ন্ত বিকেলে

[৪১] মুহাম্মাদ ইবনু খাল্লাদ রহিমাহুল্লাহু বলেন, বালহাজাম নামক এলাকার একজন মুয়াজ্জিন বলেছেন, সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহু আমাদের পল্লীতে বসবাস করা শুরু করলেন। তিনি আমাদের সাথে এমনভাবে বসে থাকতেন যে, আমরা তাকে চিনতেই পারতাম না। আমরা ভাবতাম, তিনি গ্রাম্য কেউ হবেন। তার চলাফেরাতে

---

[২০] এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, যিয়ারতের পরবর্তী রাতে স্বপ্নে আবদুল্লাহ ইবনুল ফারাজ রহিমাহুল্লাহ একটি নূরের বিরাট গম্বুজ দেখতে পান। সেই নূরে উপবিষ্ট বাদশাহ হারুনের যুবক পুত্র। যুবক মৃদু হাসছে আর বলছে,
'হে আবু আমের, [আব্দুল্লাহর উপনাম] তুমি আমাকে অতি উত্তমভাবে কাফন-দাফন করেছো, আমার অসিয়তসমূহ যথাযথভাবে পূরন করেছো এবং আমার আমানত যথাস্থলে পৌঁছে দিয়েছো। আল্লাহ তাআলা তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক।' এই বলে হাসতে-হাসতেই সে অদৃশ্য হয়ে যায়।

কোনো জৌলুস ছিল না। তিনি আমাদের থেকে হাদীস শুনতেন। তিনিও আমাদেরকে বিভিন্ন হাদীস শোনাতেন। আর যখন তিনি হাদীস বলতেন, তখন জান্নাতের আলোচনা করে আমাদেরকে আনন্দ দিতেন। আবার জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে হাদীস বলে আমাদেরকে ভীতি প্রদর্শনও করতেন। সূর্য যখন পড়ন্ত বেলায় এসে ডুব দিত, তখন তিনি ফেরার পথ ধরতেন।

গরিবাস্থায় মৃত্যুবরণ করলে জান্নাত পাওয়া যায়

[৪২] ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক ব্যক্তি মদীনাতে ইন্তেকাল করলেন, যার জন্মও মদীনাতেই হয়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যক্তির জানাযার সালাত আদায় করলেন। সালাত আদায় করার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

يَا لَيْتَهُ مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ

> *“আহ, সে যদি নিজ জন্মভূমি ছাড়া অন্যত্র মৃত্যুবরণ করত!”* [২১]

এক ব্যক্তি রাসূলকে জিজ্ঞাসা করল, ‘হে আল্লাহর রাসূল, কেন এমনটি বললেন?’

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ مِنَ الْجَنَّةِ

> *“নিশ্চয়ই যখন কোন ব্যক্তি নিজ জন্মভূমি ছাড়া অন্য কোন স্থানে মৃত্যুবরণ করে, তখন তার জন্মভূমি থেকে মৃত্যুর স্থান পর্যন্ত যতটুকু জায়গা রয়েছে, ঐ পরিমাণ জায়গা পরিমাপ করে তার জন্য জান্নাতে বরাদ্দ করা হয়।”* [২২]

[৪৩] ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

[২১] মদীনায় মৃত্যু হওয়াটা অনেক ফজীলতের ব্যাপার। কিন্তু এই কথা থেকে তার উল্টোটা বুঝে আসছে। এর সমাধানে আল্লামা সিন্ধী রাহ. বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে মদীনা ছাড়া অন্য কোথাও মৃত্যুবরণ করার কথা বোঝাননি। বরং তিনি বুঝিয়েছেন, যদি তার জন্ম অন্যস্থানে হত এবং সে সফর করে মদীনায় আসত আর এখানেই তার মৃত্যু হত তাহলে একই সাথে জন্মভূমি ছাড়া অন্যত্র মৃত্যু বরণ করার পুরস্কার ও মদীনায় মৃত্যুবরণ করার ফযীলত দুটোই একসাথে অর্জিত হত। (ঈষৎ সংক্ষেপিত)–সম্পাদক

[২২] আস-সুনান, ইবনু মাজাহ : ১৬১৪। সনদ হাসান।

মদীনায় এক ব্যক্তির কবরের পাশে দাঁড়ালেন। তারপর বলতে লাগলেন—

يَا لَهُ لَوْ مَاتَ غَرِيبًا

> *"যদি সে 'গরিব' হয়ে মৃত্যুবরণ করত!"*

তখন জিজ্ঞাসা করা হলো, 'হে রাসূল, আমাদের থেকে যারা 'গরিব' হয়ে নিজ দেশ ছাড়া অন্যত্র মৃত্যুবরণ করে, তাদের জন্য কি সওয়াব আছে?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

مَا مِنْ غَرِيبٍ يَمُوتُ بِغَيْرِ أَرْضِهِ إِلَّا قِيسَ لَهُ مِنْ تُرْبَتِهِ إِلَى مَوْلِدِهِ فِي الْجَنَّةِ

> *"যে-গরিব নিজ জন্মভূমি ছাড়া অন্যত্র মৃত্যুবরণ করে, তার জন্মভূমি থেকে কবর পর্যন্ত যতটুকু জায়গা রয়েছে, ঐ পরিমাণ জায়গা তার জন্য পরিমাপ করে জান্নাতে বরাদ্দ করা হয়।"* [২৩]

গুরাবাদের মৃত্যু শাহাদাতের মৃত্যু সমতুল্য

[৪৪] ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

مَوْتُ الْغَرِيبِ شَهَادَةٌ

> *"গরিবের মৃত্যু এক ধরনের শাহাদাত।"* [২৪]

গুরাবারা কিয়ামত-দিবসে আলোকিত হবেন

[৪৫] ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আমরা একবার সূর্য উদিত হওয়ার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

سَيَأْتِي نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُورُهُمْ كَضَوْءِ الشَّمْسِ

---

[২৩] এর সনদে কিছুটা দুর্বলতা থাকলেও আগের হাদিসটি একে সমর্থন করছে।

[২৪] আস-সুনান, ইবনু মাজাহ : ১৬১৩। সনদ যঈফ।

> "কিয়ামত-দিবসে আমার উম্মতের কিছু মানুষ সূর্যের আলোর ন্যায় আলোকিত হয়ে থাকবেন।"

আমরা তখন জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল, তারা কোন দল?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ تُتَّقَى بِهِمُ الْمَكَارِهُ ، يَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ ، يُحْشَرُونَ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ

> "তারা হলো ঐ সমস্ত দরিদ্র মুহাজিরগণ, যাদের মাধ্যমে আক্রমণ প্রতিহত করা হয়। তাদের কেউ এমতাবস্থায় মারা যায় যে, তার প্রয়োজন বুকের ভেতর সমাধিস্থ থাকে। তারা পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে সমবেত হয়ে থাকে।"

বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ

[৪৬] আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

مَنْ مَاتَ فِي هَذَا الطَّرِيقِ مِنْ حَاجٍّ أَوْ مُعْتَمِرٍ لَمْ يُعْرَضْ وَلَمْ يُحَاسَبْ ، وَقِيلَ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ

> "যে ব্যক্তি হজ বা ওমরাকারী অবস্থায় এই রাস্তায় (সফরের হালতে) মৃত্যুবরণ করে, তার কাছ থেকে কোনো হিসাব নেওয়া হবে না এবং তাকে কোনো ঝামেলার সামনেও পেশ করা হবে না; বরং তাকে বলা হবে, তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো।" [২৫]

শরীরে লেখা ছিল—'গরিবের জন্য সুসংবাদ'

[৪৭] আবু যাইদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি বাহরাইনে মৃতদের গোসল করাতাম। একবার একজন লোককে গোসল করাতে গিয়ে দেখতে পেলাম, ঐ মৃত ব্যক্তির (শরীরের) গোশতের ওপর লেখা রয়েছে, 'হে গরিব, তোমার জন্য সুসংবাদ!' তখন আমি তা ভালো করে দেখে বুঝতে পারলাম যে, লেখাটা মূলত তার হাড্ডি ও গোশতের মাঝে লিখিত রয়েছে।

---

[২৫] তারীখু বাগদাদ, খতীব বাগদাদী : ৫/৩৬৯

প্রশংসিত গরিব ও নিন্দনীয় গরিব

[৪৮] মুহাম্মাদ ইবনু হুসাইন রহিমাহুল্লাহু বলেন, যদি কেউ প্রশ্ন করে, সব ধরনের গরিবই কি মৃত্যুর পরে শাহাদাতের মর্যাদা পাবে? এ-প্রশ্নের উত্তরে বলা হবে, গরিব মূলত দুই ধরনের :

১. এমন গরিব, যে আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য গরিব হয়ে যায়। এ-ধরনের গুরাবাদের গরিবাবস্থায় মৃত্যুবরণ করাটা প্রশংসনীয় ও শাহাদাতের মর্যাদা সমতুল্য।

২. এমন গরিব, যে আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করতে গিয়ে গরিব হয়ে যায়। এ-ধরনের গরিবরা নিন্দনীয় ও ভর্ৎসনীয়। এদের জন্য তাওবা করা ও গরিব অবস্থা থেকে ফিরে আসা আবশ্যক।

যারা আল্লাহর আনুগত্যের জন্যই গরিব হয়ে যায়, যেমন : কোনো ব্যক্তি হজ বা ওমরাহ কিংবা জিহাদের ময়দানে গিয়ে গরিব হয়ে গেল এবং যাওয়া বা আসার পথে মৃত্যুবরণ করল, তা হলে এ গরিব ব্যক্তি শহীদের মর্যাদা পাবে। ঠিক তেমনি যদি কোনো তালিবে ইলম আল্লাহর রাস্তায় ইলম অর্জন করতে আসে, ইলমের মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর ফরজ বিধান পালন করা এবং আল্লাহ তাআলার নিষেধাজ্ঞার বিধান জেনে সে-অনুযায়ী আমল করা, তা হলে এমতাবস্থায় যদি এই তালিবে ইলম মৃত্যুবরণ করে, তা হলে এমন গরিব তালিবে ইলমও শহীদের মর্যাদা পাবে, ইনশাআল্লাহ।

এমনিভাবে যে-ব্যক্তি তার দ্বীনের ব্যাপারে ফিতনার ভয়ে নিজ মাতৃভূমি ছেড়ে সুদূর কোনো দেশে হিজরত করে এবং সে-দেশেই গরিব হয়ে মৃত্যুবরণ করে, এমন ব্যক্তিকেও আল্লাহ তাআলা শহীদের মর্যাদা দান করবেন।

যদি কোনো দেশে হালাল রোজগার করার ব্যবস্থা না থাকে আর কেউ হালাল রুজি কামাই করার জন্য অন্য কোনো দেশে চলে আসে এবং ঘটনাক্রমে সেখানেই তার মৃত্যু হয়, তা হলে এমন ব্যক্তিও আল্লাহর কাছে শহীদের মর্যাদা লাভ করবে।

অন্যায় বা পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার দরুন যে ব্যক্তি গরিব ও জনবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তার উদাহরণ হলো, যেমন : কেউ ডাকাতি করার জন্য কিংবা বিদ্রোহীদের মদদ করার জন্য অথবা জমিনে ফিতনা-ফাসাদ করার উদ্দেশ্যে কোথাও রওনা করল বা অন্য কারও

ছেলে-গোলাম-বাঁদিকে পটিয়ে ভাগিয়ে নেওয়ার ফলে গরিব হয়ে গেল, তা হলে এমন ব্যক্তির জন্য নিজ দেশে ফিরে আসা এবং আল্লাহর দরবারে তাওবা করা আবশ্যক। আল্লাহ না করুন, যদি এ-অবস্থায় তার মৃত্যু হয়, তা হলে এ ধরনের গরিবরা শহীদি মর্যাদা পাওয়া তো দূরে থাক, সামান্য প্রসংশারও ভাগীদার হবে না।

দুনিয়া তালাশকারী এক যুবক

[৪৯] যাকারিয়া ইবনু আবি খালিদ রহিমাহুল্লাহু বলেন, একজন যুবক দুনিয়া অর্জন করার জন্য নিজ ঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেল। কিন্তু সে-যুবক এই দুনিয়া অর্জনে ব্যর্থ হয়ে পড়ল। দুনিয়াতে সে যা চেয়েছিল, তা সে অর্জন করতে পারেনি। তাই সে দুঃখ ও ভারাক্রান্ত মনে তার মায়ের কাছে চিঠি লিখল—

'আমি সম্পদ অর্জন করব অথবা কবরের বাসিন্দা হয়ে যাব। (দূর-দেশে হওয়ার দরুন) কেউই আমার জন্য চোখের অশ্রু ফেলবে না। যারা আমার প্রিয়জন, তারাও কেউ পাশে থাকবে না। শুধু যারা দূর-দেশে আমার সাথে আছে, তারাই আমার কবরের দেখা পাবে। একজন মুসাফিরের কবর অন্যজন মুসাফিরই কেবল দেখতে পারে।'

সে যখন চিঠিটি পাঠাল, তখন তার মা দুনিয়ার বুক থেকে চির বিদায় নিয়েছেন। তাই তার খালা এর উত্তরে লিখলেন—

تَذَكَّرْت أَحْوَالًا وَأَذْرَيْت عَبْرَةً ... وَهَيَّجْتَ أَحْزَانًا فَذَاكَ عَجِيبُ

فَإِنْ تَكُ مُشْتَاقًا إِلَيْنَا فَإِنَّنَا ... إِلَيْكَ ظَمَاءٌ وَالْحَبِيبُ حَبِيبُ

فَامْنُنْ عَلَى أُمٍّ عَلَيْكَ شَفِيقَةٌ ... بِوَجْهِكَ لَا تَثْوَى وَأَنْتَ غَرِيبُ

فَإِنَّ الَّذِي يَأْتِيكَ بِالرِّزْقِ نَائِيًا يَجِيءُ ... بِهِ وَالْحَيُّ مِنْكَ قَرِيبُ

অনেক কথাই স্মৃতির পাতায়
এল জমা হয়ে,
অভিজ্ঞতার অনেক বিষয়
উড়ল বাতাস বয়ে।

অনেক ব্যথাই তোমার মনে
খেলল ঢেউয়ের খেলা,
এ তো বড়ই আজিব বিষয়
কথা আছে ম্যালা।

যদি তোমার হৃদয়-মাঝে
ভালোবাসা থাকে,
তোমার জন্য আমিও ভাবি
কাজ-অকাজের ফাঁকে।

একটু দয়া করো তুমি
আপন মায়ের প্রতি,
দূর সফরে থাকলে বসে
হবে না তার গতি।

তোমার ভাগ্য-খাতায় যদি
রিযিক কিছু থাকে,
আপনাতে তা আসবে কাছে
জীবন চলার বাঁকে।

যেমন হবে বর্তমানের গুরাবাগণ

[৫০] মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন রহিমাহুল্লাহু বলেন, বর্তমানের গুরাবা হলেন তারা, যারা সুন্নতে রাসূল, আছারে সাহাবা ও সালাফদের অনুসরণ করেন। বিদয়াত ও নব-আবিষ্কৃত জিনিস থেকে বিরত থাকেন এবং আল্লাহর আনুগত্যের ওপর ধৈর্য ধারণ করেন। অনর্থক কথায় লিপ্ত হন না। নিজেকে এবং পরিবারকে ফিতনা-ফাসাদ থেকে দূরে রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। পাপাচারে ডুবন্ত সমাজকে সংস্কার করেন।

পার্থিব এ-জগতের প্রতি তেমন একটা লোভ রাখেন না। তবে পরিবার ও নিজের প্রয়োজন মেটাতে যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু রোজগার করেন। আবার এমন সম্পদ অর্জনে নিজেকে ঠেলে দেন না, যে-সম্পদ তাকে আল্লাহবিমুখ করে দেয়।

বর্তমানের গুরাবা হলেন তারা, যারা মানুষের সাথে কোমল ও নরম আচরণ করেন, কিন্তু দুনিয়া অর্জনের জন্য মানুষের সাথে তোষামোদে লিপ্ত হন না। দুনিয়ার সব কষ্টের ওপর ধৈর্যধারণ করেন। তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো বন্ধু-বান্ধব যেমন খুব কমই হয়ে থাকে, তেমনি ক্ষতি করার মতো মানুষও খুব কমই হয়ে থাকে। এরাই হলো বর্তমান সময়ের গুরাবা।

কোমল গুরাবা ও তোষামোদকারী গুরাবার মধ্যে পার্থক্য হলো, কোমল গুরাবা তারা, যারা সমস্ত মানুষের সাথে নরম ও উত্তম আচরণ করেন। এতে তাদের দ্বীন ঠিক থাকলেই হলো, দুনিয়াতে যদি তাদের কোনো ক্ষতি হয়, সেদিকে এ-প্রকারের গুরাবারা মোটেই ভ্রুক্ষেপ করেন না। এমন কোমল স্বভাবের গুরাবারা আল্লাহর কাছে অনেক দামি এবং সম্মানিত।

তোষামোদকারী গুরাবা হল তারা, যারা দুনিয়া অর্জনের জন্য উঠেপড়ে লাগে। নিজের দ্বীনের প্রতি তেমন একটা মূল্যায়ন করে না। তাদের দুনিয়া ঠিক থাকলেই সব ঠিক। নিজের দ্বীনের কোনো ধার ধারে না। এ-ধরনের গুরাবারা আল্লাহর কাছে প্রসংশনীয় নয়।

মানুষের সাথে কোমল আচরণ করাও সাদাকাহর সমতুল্য—এমনটাই প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

مُدَارَاةُ النَّاسِ صَدَقَةٌ

> *"মানুষের সাথে কোমল ও নরম আচরণ করাও সদকা।"* [২৬]

আল-হুসাইন রহিমাহুল্লাহু বলেন, মুমিন মানুষের সাথে কোমল ও মৃদু আচরণ কোরো। তর্ক কিংবা ঝগড়াতে লিপ্ত হোয়ো না। পথভোলা মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকো। যদি মানুষ সেই দাওয়াত কবুল করে নেয়, তখন আল্লাহর দরবারে প্রসংশা করো। আর যদি সেই দাওয়াতকে কবুল না করে, তবুও মহান প্রভুর দরবারে প্রসংশা করো। এমন গুনে গুনান্বিত মুমিনই হলেন গুরাবা। সুসংবাদ গুরাবার জন্য, সুসংবাদ গুরাবার জন্য।

মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, 'একসাথে চলাফেরা করতেই হয় এমন লোকের সাথে, যে সদাচার করল না, সে প্রজ্ঞাবান নয়। (এমন লোকের সাথে সদাচার করাটা কঠিন হয়ে দাঁড়ালে) আল্লাহ তাআলা এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির ব্যবস্থা

[২৬] *আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, ইবনুস সুন্নী* : ১২৮

করে দেবেন।'

চেষ্টাবিহীন কখনো আখিরাত অর্জিত হয় না

[৫১] ইয়াহইয়া ইবনু মুআজ আর রাযি রহিমাহুল্লাহু বলেন, 'হে আদম-সন্তান, তুমি দুনিয়াকে এমনভাবে তালাশ করছ, যেন দুনিয়া ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য তোমার নেই। আর আখিরাতকে তুমি এমনভাবে তালাশ করছ, যেন আখিরাত তোমার অত বেশি প্রয়োজন না; অথচ দুনিয়াতে তোমার যতটুকু রিযিক প্রয়োজন, ততটুকু পরিমাণ রিযিক তুমি প্রাপ্ত হবেই—যদিও সেই রিযিক তুমি তালাশ না কর। আর আখিরাতকে তুমি তালাশবিহীন কখনোই অর্জন করতে পারবে না। এবার তুমি একটু ভালো করে বুঝে নাও কোনটার পেছনে নিজের জীবন বিলিয়ে দেবে।'

দুনিয়া কষ্টের স্থান

[৫২] ইয়াহইয়া ইবনু আদম রহিমাহুল্লাহু বলেন, 'জান্নাতকে দুঃখ-কষ্টের মাধ্যমে বেষ্টন করে রাখা হয়েছে—যদিও তুমি কষ্টকে অপছন্দ কর। আর জাহান্নামকে প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার মাধ্যমে বেষ্টন করে রাখা হয়েছে, অথচ তুমি প্রবৃত্তিকে পছন্দ কর। তুমি সেই অসুস্থ ব্যক্তির ন্যায়, যে তিক্ত ঔষধ-সেবনে যদি ধৈর্য ধারণ করতে পারে, তা হলে রোগ থেকে মুক্তি লাভ করবে। আর যদি ঔষধ তিক্ত বলে তা সেবন না করে, তবে সে আর সুস্থ হয়ে উঠবে না, বরং তীব্র অসুস্থতায় আরও বেশি ডুবে যাবে।'

পরিশিষ্ট

এই পরিশিষ্টে ইবনুল কাইয়িম রাহ.-এর বিখ্যাত গ্রন্থ *মাদারিজুস সালিকীন* থেকে গুরাবা-বিষয়ক আলোচনাটি উপস্থাপিত হলো। আশা করি এতে মূল বইটির আলোচনা আরও পূর্ণতা পাবে ইনশাআল্লাহ।

গুরাবার পরিচয়

গুরাবার পরিচয় সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন—

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ

> *"তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মধ্যে এমন সৎকর্মশীল কেন রইল না, যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে বাধা দিত; তবে মুষ্টিমেয় লোক ছিল, যাদেরকে আমি তাদের মধ্যে হতে রক্ষা করেছি।"* [১]

পৃথিবীতে গুরাবা তারাই, যারা আয়াতে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের অধিকারী। এদের দিকে ইঙ্গিত করেই বেশ কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম হাদীস :

আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

> *"নিশ্চয় ইসলাম নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত অবস্থায় শুরু হয়েছিল, আবার অচিরেই তা নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত হয়ে যাবে। সুতরাং গুরাবাদের (তথা নিঃসঙ্গ ও অপরিচিতদের) জন্য সুসংবাদ।"*

সাহাবীরা জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রাসূল, গুরাবা কারা?'

উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

الَّذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ

---

[১] সূরা হুদ : ১১৬

> *"গুরাবা হলো ঐ সমস্ত লোক, মানুষেরা গোমরাহ হলে যারা তাদের সংশোধন করবে।"* [২]

দ্বিতীয় হাদীস :

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহিমাহুল্লাহু সুত্রে বর্ণিত, সাহাবী মুত্তালিব ইবনু হানতাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

«طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ»

> *"গুরাবাদের (তথা নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত) জন্য সুসংবাদ।"*

সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, গুরাবা (তথা নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত) কারা?'

তখন তিনি বললেন—

الَّذِينَ يَزِيدُونَ إِذَا نَقَصَ النَّاسُ

> *"গুরাবা হলো ঐ সমস্ত লোক, মানুষেরা (দ্বীনের মধ্যে) ত্রুটি করলে যারা তাতে বৃদ্ধি করবে।"* ???

উপরোক্ত হাদীসের শব্দে যদি কোনো বর্ণনাকারীর ত্রুটির কারণে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন না হয়ে থাকে, তাহলে এ হাদীসের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, 'গুরাবা ঐ সমস্ত লোক, মানুষেরা ঈমান ও নেক কাজে ত্রুটির শিকার হলে যারা ভালো কাজ ও ঈমান এবং তাকওয়া ইত্যাদি আরও বেশি করে সম্পাদন করবে।' আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

তৃতীয় হাদীস :

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

«إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ»

> *"নিশ্চয় ইসলাম নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত অবস্থায় শুরু হয়েছিল, আবার অচিরেই তা নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত হয়ে যাবে। সুতরাং গুরাবাদের (তথা নিঃসঙ্গ ও অপরিচিতদের)*

---

[২] মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বল : ৩৭৭৫, ৮৮১২। সনদ সহিহ।

> জন্য সুসংবাদ।"

জিজ্ঞাসা করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল, গুরাবা কারা?'

উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

النُّزَّاعُ مِنَ الْقَبَائِلِ

> "গুরাবা হলো তারা, যারা নিজেদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে কোথাও চলে গেছে।" [৩]

চতুর্থ হাদীস :

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা একদিন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তখন তাকে বলতে শুনেছি—

طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

> "গুরাবাদের জন্য সুসংবাদ।"

জিজ্ঞেস করা হলো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, গুরাবা কারা?'

তখন তিনি বললেন,

نَاسٌ صَالِحُونَ قَلِيلٌ فِي نَاسٍ كَثِيرٍ، مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُمْ.

> "গুরাবা এমন একদল মানুষ, যারা খারাপ লোকদের বৃহৎ সংখ্যাসাপেক্ষে খুব অল্প সংখ্যকই হবে। তাদের অনুসারীদের তুলনায় বিরোধিতাকারী অধিক হবে।" [৪]

---

[৩] *আস-সুনান*, ইবনু মাজাহ : ৩৯৮৮, সনদ সহীহ।
এখানে আরবী শব্দ 'আন-নুজ্জা'র দুটি অর্থ হতে পারে।
এক. গুরাবা হলো সে-সকল লোক, যারা নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে আপন গোত্র ও পরিবার, সামাজিক প্রথা ও ঐতিহ্য থেকে আলাদা করতে পেরেছে।
দুই. যারা জিহাদের উদ্দেশ্যে নিজেদের ঘরবাড়ি, সহায়-সম্পত্তি ও দেশ ত্যাগ করতে পেরেছে। (*আন-নিহায়া*, ইবনুল আসির : ৫/৪১)—সম্পাদক

[৪] *মাজমাউয যাওাইদ*, হাইসামী : ৭/২৭৮। তিনি বলেছেন, 'এর সনদে ইবনু লাহিয়া আছে। তার মধ্যে দুর্বলতা আছে।' এই দুর্বলতা ক্ষতিকর নয়। কারণ, ইবনু লাহিয়া থেকে এখানে বর্ণনাকারী হলেন আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক। ইবনু লাহিয়া থেকে বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হয়, যদি সনদে অন্য কোনো সমস্যা না থাকে।—সম্পাদক

পঞ্চম হাদীস :

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ أَحَبَّ شَيْءٍ إِلَى اللهِ الْغُرَبَاء

> *"নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালার কাছে গুরাবারা সবচে প্রিয়।"*

জিজ্ঞেস করা হলো, 'গুরাবা কারা?'

তখন তিনি বললেন—

الْفَرَّارُونَ بِدِينِهِمْ، يَجْتَمِعُونَ إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

> *'গুরাবা হলো ঐ সমস্ত লোক, (ফেতনার আশংকায়) যারা তাদের দ্বীন নিয়ে পলায়ন করে। কিয়ামতের দিন ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাআহি ওয়াস সালাম-এর নিকট তারা একত্রিত হবে।'* [৫]

ষষ্ঠ হাদীস :

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

> *"ইসলাম নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত অবস্থায় শুরু হয়েছিল, আবার অচিরেই তা নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত হয়ে যাবে। সুতরাং গুরাবাদের (তথা নিঃসঙ্গ ও অপরিচিতদের) জন্য সুসংবাদ।"*

জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল, গুরাবা কারা?'

উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

الَّذِينَ يُحْيُونَ سُنَّتِي وَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ

---

[৫] আল-যুহদ, আহমাদ ইবনু হাম্বল : ৮০৯। এটি *কিতাবুয যুহদেই* আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা.-এর উক্তি হিসেবে ৪০৪ নং বর্ণনাতে উল্লেখিত হয়েছে।—সম্পাদক

> *"গুরাবা হলো ঐ সমস্ত লোক, যারা আমার সুন্নাহকে জীবিত করে এবং তা মানুষকে শিক্ষা দেয়।"* [৬]

সপ্তম হাদীস :

নাফি ইবনু মালিক রহিমাহুল্লাহু বলেন, একবার উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন, সাহাবী মুআজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বসে বসে কাঁদছেন। উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, 'আবু আবদুর রহমান, তুমি কাঁদছ কেন? তোমার কোনো সাথি-ভাইকে কি হারিয়ে ফেলেছ? তাই এভাবে বসে নীরবে চোখের জল ফেলছ?'

তখন সাহাবী মুআজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'না, আমার কোন ভাইকে হারিয়ে আমি কাঁদছি না। আমি বরং একটি হাদীসের জন্য কাঁদছি, যে-হাদীসটি এ-মসজিদেই আমার প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছিলেন। আমি সে-হাদিসটি স্মরণ করে আজ এভাবে কাঁদছি।'

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহুআনহু বললেন, 'হে আবু আবদুর রহমান, সেই হাদীসটি কী—আমাকে বলে দাও না!'

তখন সাহাবী মুআজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতে লাগলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْأَخْفِيَاءَ الْأَتْقِيَاءَ الْأَبْرِيَاءَ الَّذِينَ إِذَا غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا، وَإِذَا حَضَرُوا لَمْ يُعْرَفُوا، قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ الْهُدَى يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ عَمْيَاءَ مُظْلِمَةٍ

> *"আল্লাহ তাআলা দায়মুক্ত, মুত্তাকী ও (লোকদের মাঝে) অপরিচিত মুমিনকে ভালোবাসেন। যদি তারা দৃষ্টির অন্তরাল হয়, তখন আর তাদের তালাশ করা হয় না। আর যদি তারা কোনো মজলিসে উপস্থিত হয়, লোকেরা তাদের চেনে না। তাদের হৃদয়গুলো হিদায়াতের আলোকবর্তিকা। তারা সব ধরনের অন্ধকারাচ্ছন্ন কদর্য ফিতনা থেকে মুক্তি পাবে।"* [৭]

---

[৬] মুসনাদুস শিহাব : ১০৫২; *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহী*, ইবনু আব্দিল বার : ১৯০২

[৭] সুনান ইবনু মাজাহ-তে যে-সনদে এই হাদীসটি এসেছে, তাতে ঈসা বিন আবদুর রহমান নামক একজন রাবীর

উপরোক্ত হাদীসসমূহে যে-সব গুরাবাদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে, তারাই হলো প্রংসশিত ও ঈর্ষণীয়। মানুষের মাঝে তাদের সংখ্যা অতি অল্পই হয়ে থাকে। এই কারণেই তাদেরকে গুরাবা বলে নামকরণ করা হয়েছে।

অধিকাংশ মানুষের মাঝেই এই বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায় না। এই কারণেই সাধারণ মানুষের দিকে লক্ষ করলে মুসলিমরা হলো গুরাবা। আবার মুসলিমদের দিকে লক্ষ করলে, তাদের মধ্যে যারা প্রকৃত ঈমানের অধিকারী, তারা হলো গুরাবা। এমনিভাবে প্রকৃত ঈমানের অধিকারীদের দিকে লক্ষ করলে, তাদের মধ্যে যারা আহলে ইলম, তারা হল গুরাবা।

বিদআতীদের দিকে লক্ষ করলে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ হলো গুরাবা। আহলুস সুন্নাহের দিকে লক্ষ করলে, তাদের মধ্যে যারা সুন্নাহের প্রতি আহ্বানকারী ও তাদের বিরুদ্ধবাদীদের প্রদান করা কষ্টকে সহ্যকারী, তারা হলো আরও বেশি মাত্রায় গুরাবা। তবে এই ধরনের গুরাবা যেহেতু আল্লাহর প্রিয়ভাজন, তাই প্রকৃত বিচারে তারা নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত নয়। হ্যা, দুনিয়ার জীবনে অধিকাংশ লোকদের তুলনায় হয়তো তারা সময়িকভাবে গুরাবা—তথা অপরিচিত, নিঃসঙ্গ ও সংখ্যায় স্বল্প। আর এই অধিকাংশ লোকদের ব্যাপারেই আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন—

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

> *"আর যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে দিবে।"* [৮]

এ-সকল অধিকাংশ লোক হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং দ্বীন ইসলাম থেকে নিঃসঙ্গ—যদিও তারা দুনিয়াতে সবার কাছে পরিচিত।

মুসা আলাইহিস সালাম যখন রাগ করে তাঁর গোত্রকে ছেড়ে মাদায়েনে চলে যচ্ছিলেন, তখন তিনি ছিলেন একা, নিঃস্ব, ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত ও সম্বলহীন। সে-সময় তিনি

কারণে এই সনদকে মুহাদ্দিসগণ যঈফ বলেছেন। তবে *মুস্তাদরাকে হাকীমসহ* আরও কয়েকটি গ্রন্থে এটি যে-সনদে বর্ণিত হয়েছে তাতে উক্ত রাবী নেই; ফলে হাকীম একে সহীহ বলে অভিহিত করেছেন, আল্লামা যাহাবীও তার সাথে সহমত পোষণ করেছেন। এ ছাড়া শুয়াইব আল-আরনাউতও তা সহীহ হওয়ার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। (বিস্তারিত জানতে দেখুন—*আল-মুস্তাদরাক*, হাকীম : ০৪; *সুনান ইবনু মাজাহ*, শুয়াইব আল-আরনাউতের তাহকীক, হাদীস নং : ৩৯৮৯)—সম্পাদক

[৮] সূরা আনআম: ১১৬

আল্লাহকে ডেকে বলতে লাগলেন—

يَا رَبِّ وَحِيدٌ مَرِيضٌ غَرِيبٌ

> *‘হে আমার রব, আমি একা, অসুস্থ ও নিঃসঙ্গ।’*

তখন মুসা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হলো, “হে মুসা, নিঃসঙ্গ তো সে ব্যক্তি, যার জন্য আমার মতো কোনো ঘনিষ্টজন নেই। অসুস্থ তো ঐ ব্যক্তি, যার জন্য আমার মতো কোনো ডাক্তার নেই। আর গরিব তো ঐ ব্যক্তি, যার মাঝে এবং আমার মাঝে পারস্পরিক কোনো সম্পর্ক নেই।”

গুরাবার প্রকারসমূহ

গুরাবা-শ্রেণির লোকদেরকে তিন প্রকারে বিভক্ত করা হয় :

প্রথম প্রকার :

গুরাবার প্রথম প্রকার হলো সে-সকল লোক, সৃষ্টিজগতের মাঝে যারা আল্লাহর প্রিয়ভাজন ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর অন্তর্গত হয়। এই প্রকারের গুরাবার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রশংসা করেছেন। যেমন হাদীসে এসেছে, ‘ইসলাম নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত অবস্থায় শুরু হয়েছিল, আবার অচিরেই তা নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত হয়ে যাবে। সুতরাং গুরাবাদের (তথা নিঃসঙ্গ ও অপরিচিতদের) জন্য সুসংবাদ।’ এই প্রকারের নিঃসঙ্গতা কখনো কখনো নির্দিষ্ট স্থানভিত্তিক হতে পারে, আবার কখনো কখনো সময়ভিত্তিক হতে পারে; কখনোও-বা আবার গোত্রীয়ভাবেও হতে পারে।

এ-প্রকারের গুরাবা আল্লাহর খাঁটি বান্দা। কারণ, তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও আশ্রয় কামনা করে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তা ব্যতীত অন্য কোনো জিনিসের ওপর আমল করে না। স্বীয় সমাজের সাথে প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তারা দ্বীনের খাতিরে তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেছে। কিয়ামতের দিন যখন মূর্তিপূজক মানুষেরা তাদের প্রভুদের সাথে চলা শুরু করবে, তখন এই শ্রেণির গুরাবা লোকেরা আপন স্থানে দাড়িয়ে থাকবে। সে-মুহূর্তে তাদের বলা হবে, ‘মানুষ যেখানে চলে গেছে, তোমরাও সেখানে চলে যাচ্ছ না কেন?’ উত্তরে তারা বলবে,

'দুনিয়ার জীবনে যখন তাদেরকে আমাদের খুব বেশি প্রয়োজন ছিল, তখনই তো আমরা তাদের থেকে দূরে সরে ছিলাম। আমরা আমাদের রবের প্রতীক্ষা করছি। আমরা তাঁর ইবাদত করতাম।' [৯]

এ-ধরনের গুরাবারা কখনোই মন খারাপ করে না। তাদের হৃদয় কখনো বিচলিতও হয় না। কখনো গুরাবা হওয়ার কারণে দুঃখিতও হয় না। মানুষের রূঢ় ব্যবহার ও অশুভ আচরণকে তারা কোনোরূপ পরোয়া করেন না। তারা নিজেদের মতোই চলে। কারণ, জগতের কোনো মানুষ যদি তাদের সাথে নাও থাকে, তবুও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে আছেন।

আবূ উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তায়ালা থেকে ইরশাদ করে বলেন—

إِنَّ أَغْبَطَ النَّاسِ عِنْدِي لَمُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَاذِ ذُو حَظٍّ مِنْ صَلَاةٍ , أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ , وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا , لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ , وَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ حَلَّتْ مَنِيَّتُهُ وَقَلَّ تُرَاثُهُ وَقَلَّتْ بَوَاكِيهِ

> *"আমার কাছে সবচেয়ে ঈর্ষণীয় হলো সেই মুমিন, যার অবস্থা খুবই হাল্কা (অর্থাৎ সে স্বল্প সম্পদের অধিকারী) এবং সালাতে মনোযোগী ও উত্তমভাবে আল্লাহ তাআলার ইবাদাত সম্পাদনকারী; তার রিযিকপ্রাপ্তি ন্যূনতম প্রয়োজন অনুপাতে হয়ে থাকে; তার দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করা হয় না—এই অবস্থার ওপর সে ধৈর্যধারণ করে। অবশেষে (একসময় সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে) আল্লাহর সাক্ষাত লাভ করে এবং তার প্রত্যাশার প্রাপ্তি ঘটে। তার রেখে-যাওয়া সম্পত্তি খুব কম হয়। তার জন্য রোদন করার লোকও তেমন থাকে না।"* [১০]

আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

رُبَّ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَأَبَرَّهُ

> *"ধুলো-মিশ্রিত দু'-খানা ছেঁড়া বস্ত্রপরিহিত অনেক গরিব বান্দা রয়েছে, যাদেরকে গুরুত্ব*

[৯] *ফাতহুল বারী, শরহু সহীহ বুখারী* : ১৩/ ৪২০

[১০] আল-মুসনাদ, আবূ দাউদ তায়ালিসী : ২০৮২। সনদ যঈফ।

> *দেওয়া হয় না। এরকম বান্দা যদি আল্লাহর কসম করে কিছু বলে বসে, তা হলে আল্লাহ তাআলা তা পূর্ণ করেন।”* [১১]

মুআজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহুআনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ مُلُوكِ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟

> *“আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতের মালিকদের বিষয়ে সংবাদ দিব না?”*

আমি বললাম, ‘জি, হে আল্লাহর রাসূল!’

তখন তিনি বললেন—

كُلُّ ضَعِيفٍ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَأَبَرَّهُ

> *“দু’-খানা ছেঁড়া বস্ত্রপরিহিত প্রত্যেক এমন দুর্বল বান্দা, যাদেরকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এরকম বান্দা যদি আল্লাহর কসম করে কিছু বলে বসে, তা হলে আল্লাহ তাআলা তা পূর্ণ করেন।”* [১২]

হাসান রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি দুনিয়াতে একজন নিঃস্ব ব্যক্তির মতোই বসবাস করবে। সে লোকদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও বিপদের কারণে দুঃখিত হবে না। আবার সম্মান পেতেও প্রতিযোগিতা করবে না। সকল মানুষের এক অবস্থা থাকবে, আর তার থাকবে আরেক অবস্থা।’

প্রথম প্রকার গুরাবার কিছু বৈশিষ্ট্য

এই প্রকারের গুরাবাদের মধ্যে আরও কিছু বৈশিষ্ট থাকবে। যথাক্রমে সেগুলো হলো :

১. মানুষ যখন সুন্নাহ থেকে বিমুখ থাকবে, তখন তারা সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরবে।

২. মানুষ দ্বীনের মধ্যে যে-সব বিষয় নব-আবিষ্কার করবে, সেগুলোকে তারা পরিহার করবে—যদিও সেগুলো মানুষের কাছে সওয়াবের কাজ মনে হয়।

---

[১১] *হিলয়াতুল আওলিয়া*, আবূ নুয়াইম : ১/৭। এর সনদে দুর্বলতা আছে। তবে ইমাম তিরমিযী রাহ. এই হাদিসটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। (*তিরমিযী* : ৩৮৫৪)—সম্পাদক

[১২] এই হাদীসের সনদেও কিছুটা দুর্বলতা আছে। তবে এতে তেমন সমস্যা নেই। কারণ, বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, বাইহাকী, তাবারানী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ সাহাবী হারিসা বিন ওয়াহব রা. থেকে অনুরূপ অর্থের হাদীস বর্ণনা করেছেন।—সম্পাদক

৩. তারা তাওহীদকে শিরকমুক্ত রাখবে, যদিও আধিকাংশ মানুষ তা অপছন্দ করে।

৪. দ্বীনের অনেক কাজকে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত অন্য কারোর দিকে কখনোই সম্পৃক্ত করবে না—চাই সেটা কোনো শায়খ হোক, কোনো তরীকা হোক কিংবা কোনো দল বা মতাদর্শ হোক।

৫. তারা একমাত্র রবের ইবাদাত করবে ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু নিয়ে এসেছেন তারই অনুসরণ করবে।

৬. তারাই ফেতনার সময় জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর পা রাখতে সক্ষম হবে।

৭. অধিকাংশ মানুষই—বরং সকল শ্রেণির মানুষই এ-ধরণের গুরাবাকে তিরস্কার করবে।

৮. জনবিচ্ছিন্ন হওয়ায় এই ধরনের গুরাবা-শ্রেণিকে লোকেরা বিচ্ছিন্নতাবাদী, বিদয়াতী, অধিকাংশের বিরুদ্ধাচরণকারী ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত করবে।

গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যাখ্যা

গুরাবার পরিচয় দিতে গিয়ে এক হাদীসে বলা হয়েছিল—

النُّزَّاعُ مِنَ الْقَبَائِلِ

> *"গুরাবা হলো তারা, যারা নিজেদের গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে কোথাও চলে গেছে।"*

হাদীসের এ-অংশটুকুর মর্মার্থ হলো, মানুষ যখন আগুন, মূর্তি ও পাথরপূজাসহ নানান ধরনের শিরকে জড়িয়ে পাপের সাগরে ডুবে ছিল, তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলকে পাপ ও শিরকের সাগর থেকে মানুষকে উত্তোলন করে একত্ববাদের দাওয়াত দিতে এই দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। ইসলাম প্রাথমিক যুগে ছিল অসহায় ও নিঃসঙ্গ। শিরকের সাগরে ডুবে-থাকা লোকদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে, তারাও হয়ে পড়ে নিজ জাতি-গোত্র ও পরিবার-পরিজনের মাঝে অসহায় ও নিঃসঙ্গ। ফলে একটা সময়ে ইসলামের ডাকে সাড়াদানকারী লোকেরা তাদের গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে কোথাও চলে যায়। আপনজন থেকে তারা হয়ে পড়ে একাকী। এরাই হল প্রকৃত গুরাবা।

এরপরে আল্লাহ তায়ালা এই অপরিচিত ও নিঃসঙ্গ ইসলামকে ধীরে ধীরে দিশেহারা

জাতির কাছে প্রকাশ করে দিলেন। পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ইসলামকে ছড়িয়ে দিলেন। ধীরে ধীরে মানুষেরা দলে-দলে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় ঠাঁই নিল। তখন ইসলাম আর অপরিচিত থাকেনি। আবার এমন এক সময় আসবে, যখন ইসলাম সেই পূর্বের মতোই অপরিচিত ও নিঃসঙ্গ হয়ে যাবে।

সত্যিকারের ইসলাম হলো সেটি, যা ধারণ করতেন রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবাগণ। ইসলাম যদিও এখন সবখানে প্রসিদ্ধ এবং এর চিহ্নসমূহ সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে, কিন্তু সত্যিকারের ইসলাম এখনও অপরিচিত ও নিঃসঙ্গ অবস্থাতেই আছে। এমনিভাবে ইসলামের প্রকৃত ধারক-বাহকরাও এখনো গুরাবা হয়ে আছে। কারণ, বাহাত্তর দলের একটি দলই তো সঠিক রাস্তার ওপর থাকবে। আর বাহাত্তরের তুলনায় একটি দল অবশ্যই গরিব ও নিঃস্ব হবে এটাই স্বাভাবিক। এই একটি দল ব্যতীত সব ক'টি দলই নিজেদের মনগড়া চলবে, প্রবৃত্তির অনুসারী হবে। সব কিছু করবে কুরআন-সুন্নাহর বিপরীতে। সঠিক রাস্তা থেকে বিচ্যুত প্রতিটি মানুষই যখন নিজেদের বড় মনে করবে, নিজেদের মতামতকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও কালজয়ী মতামতের মত মনে করবে, সে-সময় একটি দল কেবল সঠিক রাস্তায় থাকবে—তারা কুরআন-সুন্নাহর ওপর আমল করবে, প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে না।

হাদীসেও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমনটি বর্ণিত হয়েছে। সাহাবী আবূ সালাবা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

ائْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا، وَهَوًى مُتَّبَعًا، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، وَرَأَيْتَ أَمْرًا لَا يَدَانِ لَكَ بِهِ، فَعَلَيْكَ خُوَيْصَّةَ نَفْسِكَ، وَدَعْ أَمْرَ الْعَوَامِّ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، الصَّبْرُ فِيهِنَّ عَلَى مِثْلِ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا، يَعْمَلُونَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ

> *"তোমরা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে থাকো। অবশেষে যখন তুমি (লোকদেরকে) কৃপণতার আনুগত্য, প্রবৃত্তির অনুসরণ, পার্থিব স্বার্থকে অগ্রাধিকার এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের মতামতের ব্যাপারে আত্মমগ্ন দেখতে পাবে*

> *এবং এমন সব গর্হিত কাজ হতে দেখবে, যা প্রতিহত করার সামর্থ্য তোমার নেই—এমন পরিস্থিতিতে তুমি নিজের বিষয়ে খেয়াল রাখবে আর সর্বসাধারণের চিন্তা ছেড়ে দেবে; কেননা, তোমাদের পরে আসবে কঠিন ধৈর্য-পরীক্ষার যুগ। তখন ধৈর্যধারণ করাটা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতের মুঠোয় রাখার মতো কঠিন হবে। সে-যুগে কেউ নেক আমল করলে তার সমকক্ষ পঞ্চাশ ব্যক্তির নেক আমল তাকে দেওয়া হবে।"* [১৩]

তাই সত্যিকার মুসলিমের জন্য ফেতনার সময় প্রতিটি আমলের বিনিময়ে সাহাবাদের আমলের পঞ্চাশ গুণ আরও বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে—এমনটিই হাদীসে রাসূলে বর্ণিত আছে। সাহাবী সাআলাবাতুল খুশানি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম—

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيۡكُمۡ أَنفُسَكُمۡ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَيۡتُمۡ

> *"হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের চিন্তা করো। তোমরা যখন সৎপথে রয়েছ, তখন কেউ পথভ্রান্ত হলে তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই।"*

তখন তিনি উত্তরে বললেন—

بَلِ ائْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا، وَهَوًى مُتَّبَعًا، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، وَرَأَيْتَ أَمْرًا لَا يَدَانِ لَكَ بِهِ، فَعَلَيْكَ خُوَيْصَّةَ نَفْسِكَ، وَدَعْ أَمْرَ الْعَوَامِّ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، الصَّبْرُ فِيهِنَّ عَلَى مِثْلِ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا، يَعْمَلُونَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ .

> *"বরং তোমরা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে থাকো। অবশেষে যখন তুমি (লোকদেরকে) কৃপণতার আনুগত্য, প্রবৃত্তির অনুসরণ, পার্থিব স্বার্থকে অগ্রাধিকার এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের মতামতের ব্যাপারে আত্মমগ্ন দেখতে পাবে এবং এমন সব গর্হিত কাজ হতে দেখবে, যা প্রতিহত করার সামর্থ্য তোমার নেই—এমন পরিস্থিতিতে তুমি নিজের বিষয়ে খেয়াল রাখবে আর সর্বসাধারণের চিন্তা ছেড়ে দেবে। কেননা, তোমাদের পরে আসবে কঠিন ধৈর্য-পরীক্ষার যুগ। তখন ধৈর্যধারণ করাটা জ্বলন্ত*

[১৩] *আস-সুনান*, ইবনু মাজাহ : ৪০১৪; *আস-সুনান*, তিরমীযী : ৩০৫৮। এর সনদে কিছুটা দুর্বলতা আছে। তবে ধৈর্য-বিষয়ক অংশটি অন্য দুই হাদীসের সমর্থন থাকায় প্রামাণিকতার পর্যায়ে উন্নীত।—সম্পাদক

> অঙ্গার হাতের মুঠোয় রাখার মতো কঠিন হবে। সেই যুগে কেউ নেক আমল করলে তার সমকক্ষ পঞ্চাশ ব্যক্তির নেক আমল তাকে দেওয়া হবে।"

তখন আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল, তাকে কি সেই সময়কার পঞ্চাশ জনের সওয়াব দেওয়া হবে?'

তখন তিনি বললেন—

أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ

> "তোমাদের থেকে পঞ্চাশ জনের সওয়াব।" [১৪]

গুরাবা হওয়ার কারণেই মহান আল্লাহ তায়ালা এত বড় সওয়াব দান করবেন। কারণ, মানুষ যখন বিদআত ও প্রবৃত্তির অনুসরণে মগ্ন হয়ে পড়বে, তখন তারাই সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরবে।

যে-মুমিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা দ্বীনী বিষয়ে দূরদর্শিতা, রাসূলের সুন্নাহের গভীর জ্ঞান, আল্লাহর কিতাবের বুঝ দান করেছেন এবং সে মানুষকে বিদআত-বিভ্রান্তিতে পতিত ও সীরাতে মুস্তাকীম থেকে বিচ্যুত দেখতে পায়— এমতাবস্থায় যদি সে সীরাতে মুস্তাকীমের পথে চলতে চায়, তা হলে সে যেন বিদআতি ও জাহেল লোকদের কদর্যতা, আক্রমণ, অপবাদ ও তার থেকে মানুষকে দূরে সরানো এবং সতর্ক করার মতো বিষয়ের সম্মুখীন হওয়ার ব্যাপারে নিজেকে প্রস্তুত রাখে। এ-সব লোকদের পূর্বপুরুষরাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীদের সাথে এমন আচরণই করেছে। যদি সে-মুমিন তাদেরকে সৎ পথে আহ্বান করে, তাদের কর্মকাণ্ডের নিন্দা বলে, তা হলে তার সাথে ষড়যন্ত্র শুরু করে এবং তাদের নেতৃবর্গের সহায়তায় তার পেছনে উঠেপড়ে লাগে।

তো এমন মুমিন অনেক দিক থেকেই গুরাবার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। যথা :

১. নিজের দ্বীনের ক্ষেত্রে সে গুরাবার দলভুক্ত হয়ে পড়ে। কারণ, তার আশপাশের লোকদের দ্বীন বিনষ্ট হয়ে গেছে।

২. সুন্নাহ আঁকড়ে ধরার ক্ষেত্রে সে গুরাবার দলভুক্ত হয়ে পড়ে। কারণ, অন্যরা সবাই তখন বিদয়াতে লিপ্ত।

---

[১৪] আস-সুনান, আবূ দাউদ : ৪৩৪১

৩. স্বীয় আকীদার ক্ষেত্রেও সে গুরাবার দলভুক্ত হয়ে পড়ে। কারণ, সবাই আকীদাগত ভ্রান্তিতে পতিত।

৪. সালাত আদায়ের ক্ষেত্রেও সে গুরাবার দলভুক্ত হয়ে পড়ে। কারণ, লোকেরা ভালোভাবে সালাত আদায় করে না।

৫. স্বীয় আদর্শের ক্ষেত্রেও সে গুরাবার দলভুক্ত হয়ে পড়ে। কারণ, অন্যরা তখন আদর্শচ্যুত।

৬. নিজের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সে গুরাবার দলভুক্ত হয়ে পড়ে। কারণ, অন্য সবাই তার বিপরীতমুখী।

৭. মানুষজনের সাথে চলাফেরা করার ক্ষেত্রেও সে গুরাবার দলভুক্ত হয়ে পড়ে। কারণ, সে তাদের সাথে এমনভাবে চলাফেরা করে, যা তাদের মনঃপূত নয়।

সারকথা হলো, গুরাবার প্রথম প্রকারে আছে ঐ সমস্ত লোক, যারা দ্বীন ও দুনিয়ার সব বিষয়েই নিঃসঙ্গ থাকবে। তাদের সঙ্গ দেওয়া বা সাহায্য করার মতো দুনিয়াতে কেউই থাকবে না। এই গুরাবারাই হবে মুর্খদের মাঝে জ্ঞানী, বিদয়াতীদের মাঝে সুন্নাহর অনুসরণকারী; প্রবৃত্তির অনুসরণের আহ্বানকারীদের মাঝে তারা হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে আহ্বানকারী— তারাই সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে এমন লোকদের মাঝে থেকে, যাদের কাছে সৎ কাজ হলো অসৎ কাজ আর অসৎ কাজ হলো সৎ কাজ।

দ্বিতীয় প্রকার :

গুরাবার দ্বিতীয় প্রকার হলো, যারা নিন্দাযোগ্য নিঃসঙ্গতার অধিকারী। তারা হলো ঐ সমস্ত ভ্রান্ত ও পাপীষ্ঠ লোক, যারা আল্লাহর সফলকাম বান্দাদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলে। অনেক সাথি-সঙ্গী ও সহমর্মীর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তারা গুরাবা। দুনিয়াবাসীর কাছে হয়তো তারা খুব পরিচিত, কিন্তু আসমানের অধিবাসীদের কাছে তারা অপরিচিত।

তৃতীয় প্রকার :

গুরাবার তৃতীয় প্রকার হলো, যারা তিরস্কার বা প্রশংসা কোনোটিরই উপযুক্ত না। তারা হলো ঐ সমস্ত লোক, যারা নিজ ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার দরুন অপরিচিত ও

নিঃসঙ্গ হয়ে গেছে। কেননা, এই দুনিয়াতে প্রতিটি মানুষই এক অর্থে অপরিচিত ও নিঃসঙ্গ। কারণ, দুনিয়ার বসতভিটা কোনো স্থায়ী আবাসস্থল নয়। এই দুনিয়ার জন্য কাউকে সৃষ্টিও করা হয়নি।

হাদীসে রাসূলে এমনই বলা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহুকে বলেছেন—

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ

> *"তুমি দুনিয়াতে এমনভাবে বসবাস করবে, যেন তুমি 'গরিব' তথা নিঃসঙ্গ বা মুসাফির।"*

মানুষ এই দুনিয়ায় কীভাবে মুসাফির না হয়ে পারে? কারণ সে তো সদা সফরের অবস্থায় আছে। আরোহণের বাহন থেকে নামতেই সে নিজেকে আবিষ্কার করবে কবরবাসীদের মধ্যে। এর মানে হলো, দুনিয়ার প্রতিজন মানুষই কেমন যেন বাহনের পিঠে-বসা একজন চলমান মুসাফির।

ইসলামের পরিভাষায় গুরাবা তাদেরকেই বলা হয়, যারা দ্বীনের রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরার দরুন নিজের পরিবার-পরিজন, সমাজ-রাষ্ট্রসহ সবার কাছে অপাঙক্তেয় হয়ে যায়।

গুরাবা একটি আরবী বহুবচন শব্দ। এর একবচন হলো গরিব। গরিব শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে :- বিদেশি, প্রবাসী, আগন্তুক, মুসাফির, অপরিচিত ইত্যাদি। গুরাবার পারিভাষিক অর্থের মধ্যে এর শাব্দিক অর্থের সবগুলোই পুরোপুরি বা আংশিক পাওয়া যায়। কারণ, দ্বীনের জন্য যিনি সমাজের লোকদের থেকে বিভিন্ন বিড়ম্বনার শিকার হন, তিনি তাদের থেকে দূরে সরে যান বা তারাই তার থেকে দূরে সরে যায়। ফলে ওই দ্বীনদার ব্যক্তি তাদের কাছে বহিরাগত কোনো অপরিচিত আগন্তুকের মতোই হয়ে যান।

এই বইটি গুরাবা বিষয়ে রচিত সর্বপ্রথম স্বতন্ত্র কোনো বই। চতুর্থ শতকের বিখ্যাত আলেম আবূ বকর আল-আজুররী রাহ. এটি রচনা করেছেন। এই বইতে গুরাবার পরিচয়, প্রকার ও বৈশিষ্ট্যাবলি বিশদভাবে পাঠকগণ জানতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ।